গ্লোবাল ডায়ালগ

১২.৩

একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

মিশেল ফোর্ডের সাথে একটি সাক্ষাৎকার — দিমিত্রা লরেন্স ল্যারোচেল

মাইকেল বুরাওয়ে জনসমাজবিজ্ঞান

সভেটলানা ইয়ারোশেনকো
এলেনা দ্রাভেমিস্লোভা
সারি হানাফি
মর্গারেট অব্রাহাম

আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক সংলাপ

ক্যাথি ডেভিস
হেলমা লুটজ
অ্যান ফিনিক্স,
বারবারা জিওভানা বেলো
ইথেল তুঙ্গোহান
আমুন্ড রেক হফাট

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

কাইচি হাসেগাওয়া

ইউক্রেন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

নাটালিয়া চেরনিশ
ইউরি প্যাকভস্কি
ড্যারি ক্রিস্টি

উন্মুক্ত বিভাগ

> কেন আমাদের তুলনামূলক আন্তবিভাজনগত এলজিবিটি+ তথ্য দরকার
> কে জানে? স্বীকৃতি, উদ্ধৃতি এবং জ্ঞানমূলক অবিচার
> মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে লাভজনক সংস্থা এবং পরিচর্যা ব্যবস্থার সক্রিয়তা
> গার্হস্থ্য পরিচর্যা ব্যবসা : শ্রীলঙ্কা-সৌদি বাজার

ম্যাগাজিন

International Sociological Association

ভলিউম ১২/ সংখ্যা ৩/ আগস্ট ২০২২
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

> সম্পাদকীয়

এই সংখ্যায় "আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান" বিভাগে দিমিত্রা লরেন্স ল্যারোচেল বিখ্যাত বিজ্ঞানী মিশেল ফোর্ডের সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছেন। এই সাক্ষাৎকারে মিশেল ফোর্ড মূলত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় তাঁর পরামর্শমূলক কার্যক্রম ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষকদের চ্যালেঞ্জ আলোচনা করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি শ্রম অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যেসব বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি রেখেছেন।

এই সংখ্যায় আমাদের প্রথম সিম্পোজিয়ামটির বিষয়বস্তু হলো মাইকেল বুরায়ের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও অনুপ্রেরণামূলক কাজ। আইএসএ'র প্রাক্তন সভাপতি ও গ্লোবাল ডায়ালগের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি পাবলিক এবং গ্লোবাল সোসিওলজির ওপর একটি বিস্তৃত বিতর্ক শুরু করেছেন ও প্রভাবিত করেছেন। সারি হানাফি, আইএসএ'র বর্তমান সভাপতি, আইএসএ'র প্রাক্তন সভাপতি মার্গারেট আব্রাহাম এবং সেভটলানা জারোসেঙ্ক এবং এলেনা ইয়াদ্রাভোমিস্লোভা তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর সাম্প্রতিক বই 'পাবলিক সোসিওলজি : বিটুইন ইউটোপিয়া এবং অ্যান্টি-ইউটোপিয়া'-তে তাঁদের সহযোগিতার প্রতিফলন ও জনসমাজবিজ্ঞানের ওপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করেছেন।

বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ক্যাথি ডেভিস ও হেলমা লুটজ কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় সিম্পোজিয়াম দেখায় যে কীভাবে ভ্রমণ তত্ত্ব ও ছেদ-বিষয়ক ধারণাটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিস্তৃত, পুনরায় কাজ করা এবং স্থাপন করা হয়। প্রবন্ধগুলোর সংকলনটি যেভাবে ছেদ-বিষয়কতা প্রভাবশালী হয়েছে এবং কীভাবে পণ্ডিত ও কর্মীরা স্থানীয় এবং বিশ্বব্যাপী অসমতা, ক্ষমতা এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে চিন্তা করেন, তার একটি ওভারভিউ প্রদান করে। অ্যান ফিনিক্স, বারবারা জিওভানা বেলো, এথেল তুঙ্গোহান ও আমুন্ড রেক হফার্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তাত্ত্বিক বিভাগে, কোইচ হেসেগাওয়া একটি সামাজিক আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রাইডেস ফর ফিউচার আন্দোলন আলোচনা করেছেন এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো, সম্পদ সংগ্রহ এবং রাজনৈতিক সুযোগের কাঠামোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কেন এই প্রচারাভিযানগুলো এত সফল হয়েছে তা ব্যাখা করেছেন। এর পাশাপাশি অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানে এই আন্দোলনের গতি কেন ধীর ছিল-সেটিও আলোচনা করেছেন।

২০২২ সালের গ্রীষ্মে সাক্ষী হিসেবে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের যুদ্ধের মুখে আমাদের দেশের ফোকাস লেখা হয়েছে। বিশ্বায়নের ওপর সমাজতাত্ত্বিক বির্তকের কথা উল্লেখ করে, নাটালিয়া চেরনিশ এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন পরবর্তী পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা বিবেচনা করেন। ইউরি পাচকোভস্কি আক্রমণের সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা, সম্মিলিত আঘাত এবং যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে কাজ করেন। দারি ক্রিস্টিয়া একটি 'নিরাপত্তা দ্বিধা' এবং সিস্টেমবিরোধী আন্দোলন এবং দলগুলোর উত্থানের মুখে সমাজবিজ্ঞানের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন।

'উন্মুক্ত বিভাগ' সাইত বায়রাকদার, অ্যান্ড্রু কিং ও জনা বেসেভিচ বৈজ্ঞানিক কাজ, প্রতিনিধিত্বমূলক অধ্যয়ন এবং সমীক্ষার পাশাপাশি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নগুলোতে বৈচিত্র্য এবং ছেদ-বিচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় সংবেদনশীলতার প্রতিফলন করেছেন, যখন পেট্রা এজেড্ডাইন, ক্রিস্টিন ক্রাউস এবং ওয়াসানা হান্দাপাঙ্গোডা বিভিন্নভাবে তদন্ত করেছেন।

পাঁচ বছর আগে, আমরা গ্লোবাল ডায়ালগের সম্পাদনা শুরু করেছি এই জেনে যে এটি একটি সম্মানের হবে কিন্তু এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সম্পাদক মাইকেল বুরাওয়ের জন্য সফল হওয়া একটি চ্যালেঞ্জও। এখন যেহেতু আমাদের সম্পাদনা শেষ হতে চলেছে, এটি গ্লোবাল ডায়ালগের পাঠকদের ওপর নির্ভর করে বিগত বছরগুলোতে করা কাজগুলো সম্পর্কে বিচার করা। আমাদের সহকারী সম্পাদক রাফেল ডিন্ডল, জোহানা গ্রুবনার, ওয়ালিদ ইব্রাহিম এবং ক্রিস্টিন শিকাট্রের সঙ্গে, যাঁরা এই সব সময়ে একটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন, আমরা তাঁদের বিস্ময়কর এবং অনুপ্রেরণামূলক সহযোগিতার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ : আঞ্চলিক সম্পাদক এবং বিশ্বব্যাপী তাঁদের দল, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে গ্লোবাল ডায়ালগকে বিশ্বব্যাপী এবং বিস্তৃত একাডেমিক এবং একাডেমিক নয় এমন দর্শকদের জন্য ব্যবহার যোগ্য করে তুলেছে; ম্যাগাজিনের সৃজনশীল এবং সাংগঠনিক মেরুদণ্ড হিসাবে পরিচালনা সম্পাদক লোলা বুসুটিল এবং আগস্ট বাগা; সহযোগী সম্পাদক অপর্ণা সুন্দর এবং ক্রিস্টোফার ইভান্স তাঁদের মূল্যবান কপি-সম্পাদনার জন্য; তাঁদের ক্রমাগত সমর্থনের জন্য আইএসএ সভাপতি ও সচিবালয় এবং বিশ্বব্যাপী অনেক জায়গায় প্রাণবন্ত সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি দেওয়ার জন্য গ্লোবাল ডায়ালগের সব লেখক। এই আশ্চর্যজনক গ্লোবাল ডায়ালগ টিমের সক্রিয় অংশ হতে পেরে আনন্দিত হয়েছি এবং আমরা তাঁদের সবাইকে মিস করব।

এখন আমরা আনন্দের সাথে গ্লোবাল ডায়ালগের নতুন সম্পাদক ব্রেনো ব্রিংগেলকে স্বাগত জানাচ্ছি। জনাব ব্রিংগেল একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী এবং আইএসএ'র দীর্ঘদিনের সক্রিয় সদস্য। আমরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে তিনি নিঃসন্দেহে আগামী বছরগুলিতে গ্লোবাল ডায়ালগকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ■

ব্রিজিট অউলেনব্যাকার এবং **ক্লাউস ডুর**
সম্পাদক
গ্লোবাল ডায়ালগ

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।
> গ্লোবাল ডায়ালগ-এ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ : globaldialogue.isa@gmail.com

ISA International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকারী সম্পাদক: Raphael Deindl, Johanna Grubner, Walid Ibrahim.

সহযোগী সম্পাদক: Christopher Evans.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy.

গনমাধ্যম পরামর্শক: Juan Lejárraga.

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ:
আরব বিশ্ব: (তিউনেশিয়া) Mounir Saidani, Fatima Radhouani; (লেবানন) Sari Hanafi.

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Dante Marchissio.

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার ,খায়রুল চৌধুরী, ফাতেমা রেজিনা ইকবাল , মুমিতা তানযীলা, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, বিজয় কৃষ্ণ বণিক, সাবিনা শরমীন, আবদুর রশীদ, সরকার সোহেল রানা, মোঃ সহিদুল ইসলাম, এ বি এম নাজমুস সাকিব, ইসরাত জাহান ইয়ামুন, হেলাল উদ্দীন, মাসুদুর রহমান, শামসুল আরেফীন, সায়কা পারভীন, ইয়াসমিন সুলতানা, রুমা পারভীন, সালেহ আল মামুন, একরামুল কবির রানা, শারমিন আক্তার শাপলা, মোঃ শাহীন আক্তার।

ব্রাজিল: Fabrício Maciel, Angelo Martins Junior, Andreza Galli, Ricardo Visser, Gustavo Dias, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Rakesh Rana, Manish Yadav, Pragya Sharma.

ইন্দোনেশিয়া: Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sayyed Muhamad Mutallebi, Elham Shushtarizade.

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul, Madiyar Aldiyarov.

পোল্যান্ড: Urszula Jarecka, Joanna Bednarek, Marta Błaszczyńska, Anna Turner, Aleksandra Biernacka.

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Bianca Mihăilă, Ruxandra Păduraru, Ana-Maria Rențea, Maria Vlasceanu.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova.

তাইওয়ান: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Yu-Wen Liao, Po-Shung Hong, Yi-Shuo Huang, Chien-Ying Chien, Zhi Hao Kerk, Mark Yi-wei Lai, Yun-Jou Lin, Yun-Hsuan Chou.

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

এই সিম্পোজিয়ামে, লেখকরা সাধারনভাবে গ্লোবাল ডায়ালগের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন আইএসএ সভাপতি ***মাইকেল বুরাওয়ের*** *কাজ এবং বিশেষভাবে* ***জনসমাজবিজ্ঞানের*** *প্রশ্নটি অন্বেষণ করেন।*

ইউক্রেন এবং রোমানিয়ার গবেষকরা ***ইউক্রেনের বর্তমান পরিস্থিতি*** *এবং রাশিয়ার আগ্রাসনের যুদ্ধ এবং সমাজবিজ্ঞানের জন্য এর কী পরিণতি রয়েছে তা দেখেছেন।*

সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া উদ্যোগসমূহের মধ্যে ***ফ্রাইডেস ফর ফিউচার প্রচারাভিযানটিকে*** *কেন সবথেকে সফল হিসেবে বিবেচনা করা যায়, সামাজিক আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাত্ত্বিক অধ্যায়ে সেই কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে।*

GD

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই ইস্যুতে

সম্পাদকীয় ২

> আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

বিশ্বব্যাপী অভিনয়: শ্রম অধিকার রক্ষায় সমাজবিজ্ঞানীরা
মিশেল ফোর্ডের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার
দিমিত্রা লরেন্স ল্যারোচেল, ফ্রান্স ৫

> মাইকেল বুরাওয়ে জনসমাজবিজ্ঞান

রাশিয়ার প্রেক্ষাপটে জনসমাজবিজ্ঞান চর্চা
সভেটলানা ইয়ারোশেনকো এবং এলেনা দ্রাভেমিস্লোভা, রাশিয়া ৮

জনসমাজবিজ্ঞানকে সংলাপমূলক সমাজবিজ্ঞানের দিকে নেওয়া
সারি হানাফি, লেবানন ১১

মাইকেল বুরাওয়ে এবং জনসমাজবিজ্ঞানের প্রতিফলন
মর্গারেট অব্রাহাম, হফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৩

> আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক সংলাপ

আন্তবিভাজনগত বৈষম্য নিয়ে স্থানীয় ও বৈশ্বিক ভাবনা
ক্যাথি ডেভিস, নেদারল্যান্ডস এবং হেলমা লুটজ, জার্মানি ১৫

অতীতের আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ভবিষ্যতের বৈষম্যকেও প্রভাবিত করে
অ্যান ফিনিক্স, যুক্তরাজ্য ১৭

সামাজিক আন্দোলন নিয়ে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের দৃষ্টিকোণ
বারবারা জিওভানা বেলো, ইতালি ২০

আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক সংহতি এবং এবং অভিবাসী পরিচর্যা কর্মী
ইথেল তুঙ্গোহান, কানাডা ২২

সঠিক আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক রূপকের অন্বেষণ
আমুন্ড রেক হফার্ট, নরওয়ে ২৪

সমালোচনামূলক পদ্ধতি হিসেবে আন্তবিভাজনগত বৈষম্য
ক্যাথি ডেভিস, নেদারল্যান্ডস এবং হেলমা লুজ, জার্মানি ২৬

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

ফ্রাইডেস ফর ফিউচার: একটি সামাজিক আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ
কোইচি হাসেগাওয়া, জাপান ২৮

> ইউক্রেন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কীভাবে সমাজবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে
নাটালিয়া চেরনিশ, ইউক্রেন ৩১

সমষ্টি ও ব্যক্তিগত মানসিক আঘাত
ইউরি প্যাকভস্কি, ইউক্রেন। ৩৩

ইউক্রেন যুদ্ধ আমাদের অনুমিত জানাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে
ড্যারি ক্রিস্টি, রোমানিয়া ৩৫

> উন্মুক্ত বিভাগ

কেন আমাদের তুলনামূলক আন্তবিভাজনগত এলজিবিটি+ তথ্য দরকার
সাইত বায়রাকদার, ইউকে এবং অ্যান্ড্রু কিং, ইউকে ৩৭

কে জানে? স্বীকৃতি, উদ্ধৃতি এবং জ্ঞানমূলক অবিচার
জানা বেসেভিক, ইংল্যান্ড ৩৯

মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে লাভজনক সংস্থা এবং পরিচর্যা ব্যবস্থার সক্রিয়তা
পেট্রা ইজ্জেদিন, চেক প্রজাতন্ত্র এবং ক্রিস্টিন ক্রাউস, নেদারল্যান্ডস ৪১

গার্হস্থ্য পরিচর্যা ব্যবসা : শ্রীলঙ্কা-সৌদি বাজার
ওয়াসানা হান্দাপাঙ্গোদা, অষ্ট্রিয়া ৪৩

“সমাজবিজ্ঞানে ক্ষুদ্র-স্তরের গবেষণায় সত্যিই আটকে যাওয়া খুব সহজ এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ; তবে আরো বৃহত্তর বিষয়ে গবেষণা করতে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে”

মিশেল ফোর্ড

> বিশ্বব্যাপী অভিনয়:

শ্রম অধিকার রক্ষায় সমাজবিজ্ঞানীরা

মিশেল ফোর্ডের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক মিশেল ফোর্ড অস্ট্রেলিয়ার সিডনি সাউথইস্ট এশিয়া সেন্টারের পরিচালক। তাঁর গবেষণায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় শ্রমিক আন্দোলন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে ছেদ, শ্রম অভিবাসন এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে শ্রমের জড়িত থাকার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁরর এসব ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজগুলো অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ কাউন্সিলের (এআরসি) বেশ কয়েকটি অনুদান দ্বারা সমর্থন করা হয়েছে। তিনি বর্তমানে মিয়ানমারের পোশাকশিল্প এবং ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্যিক মাছ ধরার শিল্পে শ্রম সম্পর্কের ওপর এআরসি ডিসকভারি প্রকল্পে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ ছাড়া কম্বোডিয়ার নির্মাণশিল্পে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতায় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিক্রিয়ার ওপর একটি এআর-সি লিঙ্কেজ প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ ছাড়াও তিনি তাঁর একাডেমিক কাজের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), আন্তর্জাতিক শ্রম আন্দোলন এবং অস্ট্রেলিয়ান সরকারের জন্য ব্যাপক পরামর্শমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

মিশেল ফোর্ডের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটি পলিটেকনিক হাউটস-ডি-ফ্রান্সের পোস্ট-ডক্টরাল স্কলার **দিমিত্রা লরেন্স ল্যারোচেল**। তিনি জাতিসংঘে আইএসএ'র (ইটারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন) যুব প্রতিনিধি; তিনি আইএসএর রিসার্চ কমিটি অন সোসিওলজি অব কমিউনিকেশন, নলেজ অ্যান্ড কালচারের (আরসি ১৪) বোর্ড সদস্য; আর্ট স্টাইল। আর্ট কালচার ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনের সহযোগী সম্পাদক এবং আন্তর্জাতিক জার্নাল থিসিসের সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য।

ডি.এল.এল.: আপনি কি দয়া করে, আমাকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক বিষয়ে কিছু বলবেন? আপনি কতদিন ধরে আইএলওর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এবং কোন কোন উপায়ে?

এম.এফ.: আমি প্রথমে মিয়ানমারে আইএলওর সংস্পর্শে আসি। ২০১৩ সালে আমি সেখানে রূপান্তরের পরে কীভাবে শিল্প সম্পর্ক গড়ে উঠছিল, তা দেখার জন্য কিছু কাজ করছিলাম এবং এর অংশ হিসাবে আমি আইএলও-তে কাজ করা লোকদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। যেহেতু আমি সিডনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সেন্টারও পরিচালনা করি, তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জড়িত হওয়া এবং ইউনিয়নবাদী, নিয়োগকর্তা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য একটি কর্মশালা চালানো হবে, যাতে অন্যান্য দেশগুলো শিল্প সম্পর্কের চারপাশে কী করছে, সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণা দেওয়া যায়। আমি এই ধারণাটি মিয়ানমারে আইএলওর অফিসে তুলে ধরেছিলাম এবং তাঁরা সহযোগিতা করতে পেরে খুব খুশি হয়েছিল। এতে মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মহ-াপরিচালকসহ ৭০ থেকে ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। এটি সত্যিই একটি ভালো সহযোগিতা ছিল। এর পর সেই ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ যারা আইএলওর মধ্যে অন্যান্য ভূমিকাতে চলে গেছে, তারা আমাকে অন্যান্য কাজ করতে বলেছিল। উদাহরণস্বরূপ, আমি আমার এক সহকর্মীর সঙ্গে এশিয়ার আটটি দেশের গার্মেন্টস শিল্পের ওপর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারে কাজ করেছি, যা আইএলওর আঞ্চলিক অফিস দ্বারা সমর্থিত ছিল।

এরপর ২০১৯ সালে আমি জেনেভায় গিয়েছিলাম বৈশ্বিক ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে কিছু ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য। আইএলওর কেউ একজন একটি বই দেখেছিলেন, যা আমি গ্লোবাল ইউনিয়ন এবং শ্রম অভিবাসনের ওপর লিখেছিলাম এবং

>>

আমাকে একটি উপস্থাপনা দিতে বলেছিলেন; এবং যখন আমি এটি করছিলাম, তখন আমি বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কিছু সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ব্যুরো ফর ওয়ার্কার্স অ্যাক্টিভিটিজ (এসিটিআরএভি)-এর এশিয়া-প্যাসিফিক ডেস্কের প্রধান। পরে তিনি আমাকে ইন্দোনেশিয়ার তেল পাম শিল্পের শ্রমিকদের এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ডিজিটাল ইউনিয়ন কৌশল নিয়ে গবেষণা করার দায়িত্ব দেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আইএলওতে আমি যেসব বিষয় প্রকাশ করেছি, তার মধ্যে কিছু বিষয় বেশ সমালোচিত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ মিয়ানমারে এর ভূমিকা নিয়ে। কিন্তু আমি মনে করি, আমি যাদের সঙ্গে জড়িত, তারা আসলে এটার প্রতি বেশ খোলামেলা। আমি বলতে চাচ্ছি যে তারা যদি খোলামেলা না থাকত, তবে তারা আমার সঙ্গে জড়িত হতো না। আইএলওতে আমি যাদের সঙ্গে জড়িত, তারা একজন সমালোচনামূলক বন্ধু বা বহিরাগত হিসেবে আমার ভূমিকাকে সম্মান করেছে। সুতরাং আমি মনে করি না যে তাদের সঙ্গে জড়িত হওয়া আমার পক্ষে কোনও আপস ছিল। আমি যদি জড়িত হতাম, আমি এটা (আপস) করতাম না।

ডি.এল.এল.: আপনি কি দয়া করে আমাকে বলতে পারেন কীভাবে আপনি আইএলওতে আপনার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দক্ষতা প্রয়োগ করেন? আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, আপনি কি ব্যাখ্যা করতে পারেন যে একজন সমাজবিজ্ঞানী কীভাবে জাতিসংঘের অভ্যন্তরে শ্রম-সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কাজ করতে পারেন?

এম.এফ.: আমি মনে করি, মূল জিনিসটি হলো একটি একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি আনা। আমরা অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করতে পারি, যা প্রতিষ্ঠান অগত্যা নিজের দ্বারা উৎপন্ন করতে পারে না। আপনি যদি আইএলও যেভাবে কাজ করে তার দিকে তাকান, তবে দেখা যাবে এটি অনেক লোককে গবেষণা করার জন্য কমিশন দেয়। আমাকে এই প্রকল্পগুলো গঠন করার জন্য অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা মূল্যায়নের পরিবর্তে সব ব্যাকগ্রাউন্ড গবেষণা-ভিত্তিক প্রকল্প। আমি আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য অনেক মূল্যায়ন কাজ করেছি এবং এগুলো বেশ আলাদা। আইএলওর ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন রয়েছে, যা তারা উত্তর দিতে চায় কিন্তু এর বাইরেও তারা আমাকে প্রকল্পটি গঠন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য খুব উন্মুক্ত ছিল এবং সেখানেই আমি আমার একাডেমিক দক্ষতা আনতে পারি, তাই না? সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে আমার কী ধরনের ডেটা প্রয়োজন, কীভাবে এটি সংগ্রহ করা উচিত এবং কীভাবে আমি এটি প্রক্রিয়া করি।

আমি যখন শুরু করেছিলাম, তখন আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম যে আমার কাজটি কিছু সেন্সরশিপের সাপেক্ষে হতে পারে, কারণ আইএলওকে সরকারি দৃষ্টিকোণ, ইউনিয়ন, নিয়োগকর্তার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সংবেদনশীল হতে হবে এবং যদি সে রকমই থাকত তবে আমি তাদের সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু আমি অনুভব করিনি যে আমার কোনো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটি একটি আনন্দদায়ক বিস্ময় ছিল! সম্ভবত এটি একটি কারণ, যা তারা বাইরের গবেষকদের পেতে পছন্দ করে [হাসি]- বিতর্কে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর প্রবর্তন করা।

ডি.এল.এল.: আপনি আগে বলেছিলেন যে আপনি সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া দেন এবং আইএলওর মধ্যে থাকা লোকেরা খুব খোলামেলা ও আপনার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। কিন্তু আপনি কি অন্য কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন? সাধারণভাবে, আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার সময় একজন সমাজবিজ্ঞানী কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন? এবং আপনি যদি কখনো অন্য কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, তবে আপনি কীভাবে সেগুলো কাটিয়ে উঠেছেন?

এম.এফ.: সত্যি কথা বলতে কি, এটি সম্ভবত এমন কিছু নয়, যা কোনো সংস্থা পড়তে পছন্দ করবে [হাসি], তবে আইএলও খুব আমলাতান্ত্রিক। এই কারণে তারা খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, একটি সাম্প্রতিক প্রকল্পে, তারা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে আমার জন্য একগুচ্ছ সাক্ষাৎকার ঠিক করেছিল। আমি বলতে চাচ্ছি, একদিকে এটি খুব সহায়ক ছিল। তবে এটি আমার নিজের পক্ষে করা আরও দ্রুত হতো। আমলাতন্ত্র অনেক নেভিগেট করে। এটি একটি বড় সংস্থা, তাই আপনি যখন তাদের সঙ্গে কাজ করেন, তখন আপনাকে তাদের কাজ করার পদ্ধতি মোকাবিলা করতে হবে। সব কাজ সম্পন্ন করা খুব সহজ। এটি খুব আলাদা, উদাহরণস্বরূপ এমন একটি এনজিওর সঙ্গে কাজ করা থেকে যার প্রচুর নমনীয়তা এবং একটি ছোট দল রয়েছে, তাই জিনিসগুলো দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে। তবে এটি অবশ্যই সুবিধাগুলোও নিয়ে আসে, কারণ আইএলওর জন্য করা গবেষণাটি একটি নির্দিষ্ট মোহর বয়ে আনে। এটি একটি ভালো সিভি বিল্ডার। আমি একজন পূর্ণ অধ্যাপক, তাই একাডেমিক দিক থেকে আমার জন্য এটি কোনো ব্যাপার নয়, তবে অন্যান্য ধরনের প্রয়োগকৃত কাজের জন্য প্রশংসাপত্রের ক্ষেত্রে, আইএলওর জন্য কাজ করা খুব সহায়ক।

আমি মনে করি, আপনি যদি একাডেমিক না হতেন, যদি আপনি কনসালটেন্সির মধ্যে বাস করতেন, তবে এটি খুব আলাদা হতো। এই পরিস্থিতিতে মানুষের জন্য এটি কঠিন হতে পারে, কারণ আইএলও পরামর্শদাতাদের জন্য খুব ভালো কাজের পরিবেশ সরবরাহ করে না বা খুব ভালো অর্থও প্রদান করে না! কিন্তু একজন একাডেমিক হিসেবে, এটা সত্যিই চমৎকার। বিতর্ককে প্রভাবিত করার সুযোগ আমাদের আছে, তাই না? আইএলও যেসব কর্মসূচি পালন করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এসব মানুষ। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোতে নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রয়োগের একটি বাস্তব সুযোগ। এটি একটি বাস্তব-বিশ্বের সমস্যার জন্য আমাদের একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা প্রয়োগ করার একটি উপায় এবং আপনি সত্যিই একটি কংক্রিট ফলাফলে অবদান রাখতে পারেন, কারণ এটি এমন একটি অংশ যা জিনিসগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে।

ডি.এল.এল.: জাতিসংঘের মধ্যে একজন সমাজবিজ্ঞানীর সম্পৃক্ততার কী কী সীমাবদ্ধতা আছে বলে আপনি মনে করেন?

এম.এফ.: আমি মনে করি যে জাতিসংঘ পদ্ধতির সংস্থাগুলো অনেক বড় আকারের সংস্থা, যার অনেক স্টেকহোল্ডার রয়েছে। এই স্টেকহোল্ডারদের কারণে সবকিছুই রাজনৈতিকভাবে জোরালোভাবে পরিমাপ করা উচিত। এ ছাড়া আইএলওর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট তহবিলের ভিত্তি রয়েছে। সুতরাং অনেক উপায়ে এটিকে তাঁর দাতাদের অ্যাজেন্ডায় সাড়া দিতে হবে। কখনো কখনো এটি সত্যিই ভালো কাজ সহজতর করতে পারে, কিন্তু কখনো কখনো ভালো কাজও পরিত্যাগ করতে হয়, কারণ চলমান তহবিল নেই বা আপনি জানেন, দাতা অ্যাজেন্ডাগুলোর প্রকৃতির কারণে মানুষের প্রচেষ্টা একটি নির্দিষ্ট দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। আইএলওর ক্ষেত্রে অল্প সংখ্যক দেশ রয়েছে, যারা তাদের বেশিরভাগ কার্যক্রমে অর্থায়ন করে। সুতরাং অবশ্যই এটি অ্যাজেন্ডাকে আকার দেয়। এটি অগত্যা একটি নেতিবাচক জিনিস নয়, তবে এটি সমাজবিজ্ঞানীদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগের জন্য একটি সীমাবদ্ধতা।

ডি.এল.এল.: ২০২০ সাল থেকে আমরা একটি বৈশ্বিক মহামারির মুখোমুখি হয়েছি, যা অনিবার্যভাবে বিশ্বজুড়ে শ্রম এবং কাজের অবস্থার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। মহামারির সময় শ্রমিকদের অধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য আপনি কোন নীতিগুলো প্রচার করেছেন? আপনার মতে এমন কোনো ক্ষেত্র কি রয়েছে, যা উপেক্ষা করা হয়েছে?

এম.এফ.: খুব বেশি উপেক্ষা করা হয় নি, তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে, এই মুহূর্তে কিছু উত্তেজনাপূর্ণ সমস্যা যেমন সরবরাহ পদ্ধতির অবস্থার মতো। আমরা যদি পোশাকশিল্পের দিকে তাকাই, যখন কোভিড আঘাত হেনেছিল, তখন জিনিসপত্রের সরবরাহে ঘাটতি ছিল এবং ভোক্তাদের অর্ডার বাদ দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ কারখানাগুলোতে আর অর্ডার ছিল না। তাদের হয় মানুষের কাজের সময় কমাতে হবে অথবা তাদের থেকে মুক্তি পেতে হবে। এতে ব্র্যান্ডগুলো শ্রমিকদের জন্য তারা যেসব কাজ করে, তা নিয়ে প্রচুর হইচই করে। কিন্তু তারপর কোভিডের মতো সংকটের সময়ে, আপনি

>>

দেখতে পাবেন যে তারা কত দ্রুত প্রস্থান করে। গত ২০ থেকে ৩০ বছরে আইএলওর মাধ্যমসহ আন্তর্জাতিক শ্রম প্রশাসন নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে বহুজাতিক সংস্থাগুলো যারা শ্রম অধিকারের ক্ষেত্রে সঠিক কাজ করে না তাদের অনুমোদন দেওয়া হয়, আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে।

স্পষ্টতই গিগ অর্থনীতি এই মুহূর্তে কাজ ও শিল্প সম্পর্কের সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে বিশাল আগ্রহের বিষয় এবং কোন কোন প্রেক্ষাপটে, এটি আসলে কাজের আনুষ্ঠানিকতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। সুতরাং ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোতে, যারা আগে অনানুষ্ঠানিক ছিল, এখন কমপক্ষে এমন কেউ আছে যার বিরুদ্ধে তারা সংগঠিত করতে পারে। কিন্তু তারপর বিপরীত দিকে, অবশ্যই প্ল্যাটফর্মগুলো এত শক্তিশালী যে এটি শ্রম অধিকার বজায় রাখার জন্য একটি বাস্তব চ্যালেঞ্জ হতে পারে। এটি উৎসাহব্যঞ্জক যে এখন আদালতে এমন কিছু মামলা রয়েছে, যেখানে শ্রমিক হিসাবে ডেলিভারি ড্রাইভারদের মর্যাদা স্বীকৃত হচ্ছে, তবে আমি মনে করি না যে আইএলও বা অন্য কারও কাজের উদীয়মান ফর্মগুলোর এই ফর্মগুলো কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সে সম্পর্কে এখনো ভাল ধারণা রয়েছে।

আইএলও বছরের পর বছর ধরে অনেক কাজ করেছে, যা দুর্দান্ত, অনানুষ্ঠানিক কাজকে আরও ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করছে এবং এটি আসলে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। অনেক মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কাজ আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানের একটি মধ্যবর্তী ফর্ম। আমি মনে করি যে সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে এটি আমাদের উভয়ের জন্য একটি সুযোগ, তবে যারা বাস্তব জগতে জড়িত হতে চায়, তারা বিভিন্ন উপায়ে কাজ করার চেষ্টা করে, যা কর্মীদের আগ্রহকে আনুষ্ঠানিক করা হয় না এমন ক্ষেত্রগুলোতে প্রতিনিধিত্ব করা যেতে পারে।

আমি মনে করি, এই তিনটি ইস্যু তুলনামূলকভাবে অনেক বড়। এগুলো নতুন বিষয় নয় বা বিশেষভাবে কোভিডের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তবে কোভিড সত্যিই সেই শিল্পগুলোর সমস্যাগুলোকে তুলে ধরেছে। তারপর আরও সাধারণভাবে কল্যাণ রাষ্ট্রের পশ্চাদপসরণ এবং এমন দেশগুলোতে কল্যাণ রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি যা প্রথম স্থানে কখনো ছিল না। আপনি জানেন, এটি এই ধরনের সময়ে, যেখানে এটি সত্যিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এটি ব্যক্তিদের কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আপনি যদি নরওয়ে, গ্রিস বা কঙ্গোতে থাকেন, তবে জীবন খুব আলাদা এবং মহামারির মতো এরকম কিছুর প্রভাব খুব আলাদা। আমি মনে করি, এভাবেও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। মহামারি সত্যিই একটি সামাজিক সুরক্ষা জাল থাকার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে।

ডি.এল.এল.: তরুণ সমাজবিজ্ঞানী ও সামাজিক বিজ্ঞানী, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার শুরু করছেন, তাদের জন্য আপনার কি কোনো পরামর্শ আছে? চাকরির সুযোগগুলো খুঁজে বের করার বিষয়ে আপনার কাছে কি কোনো সুপারিশ বা তথ্য রয়েছে?

এম.এফ.: জাতিসংঘ পদ্ধতির সংস্থাগুলো ইতিমধ্যে জুনিয়র সামাজিক বিজ্ঞানীদের নিজস্ব অধিকারগুলোতে একটি বড় নিয়োগকর্তা, তাই এই পদ্ধতিতে প্রচুর কাজ রয়েছে এবং পদ্ধতির চারপাশ ঘিরে থাকা অন্য ধরনের সংস্থাগুলোতেও প্রচুর কাজ রয়েছে। আন্তর্জাতিক এনজিও এবং আরও অনেক কিছুতে পিএইচডিসহ প্রচুর জনবল রয়েছে।

যদি কেউ একাডেমিক পথে থাকে, তবে আমি সত্যিই মনে করি আইএলওর মতো সংস্থার সঙ্গে জড়িত হওয়া খুব ফলপ্রসূ। এটি আমাদের গবেষণাকে বাস্তবে ভিত্তি করে এবং আমাদের ক্ষুদ্র স্তর থেকে বের করে দেয়। সমাজবিজ্ঞানে ক্ষুদ্র-স্তরের গবেষণায় সত্যিই আটকে যাওয়া খুব সহজ এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ তবে এটি আরও বড় প্রশ্নগুলোতে স্পষ্ট করতে সক্ষম হওয়া ভালো। জাতিসংঘ পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে, তা আমাদের আরও বড় কিছু প্রশ্ন তৈরি করতে সহায়তা করে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলো এমন উত্তর না-ও হতে পারে, যা অগত্যা পদ্ধতিটি নিজেই শুনতে চায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা জড়িত কিন্তু সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বর, আমি মনে করি আমাদের সেই পদ্ধতিকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বিশ্বজুড়ে সমাজের গোষ্ঠীগুলোকেও প্রভাবিত করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা পদ্ধতিটি সেবা করার আশা করে।

ব্যবহারিক জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে, জুনিয়র গবেষকদের জন্য দল, আপনার ক্ষেত্রের মধ্যে নেটওয়ার্ক, অনুশীলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং একটি ভালো অবদানকারী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যাতে কেউ যখন প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য কাউকে খুঁজছে, তখন তারা আপনার কথা চিন্তা করে। এখানে নেটওয়ার্কিং নিজেই আছে এবং তারপর আপনার গুরুত্ব প্রমাণ করা হয়। অবশেষে, আপনি সেই লোকদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন, যাদের কাছে লোকেরা আসে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
মিশেল ফোর্ড : <michele.ford@sydney.edu.au>

> রাশিয়ার প্রেক্ষাপটে
জনসমাজবিজ্ঞান চর্চা

সভেটলানা ইয়ারোশেনকো এবং এলেনা দ্রাভেমিস্লোভা, সেইন্ট পিটার্সবার্গ অ্যাসোসিয়েশন অব সোসিওলজি, রাশিয়া।

"সেন্ট পিটার্সবার্গে জনসমাজবিজ্ঞানের উপর বিতর্ক", ইউজেনিয়া গোল্যান্ট ২০১৫।

এই নিবন্ধে আমরা বর্তমান রাশিয়ার জনসমাজবিজ্ঞান চর্চার বর্তমান অবস্থা ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত প্রশ্ন হলো : একটি সংকটময় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল-যার যথার্থ নাম এখনো পাওয়া যায়নি-এমন শাসনকাঠামোর অভ্যন্তরে পেশাগত দায়বদ্ধতার স্বরূপ কেমন হতে পারে? বর্তমানে আমরা প্রকৃতপক্ষেই 'বিশেষ সামরিক অভিযান' নামক একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃস্বপ্নের আবহে বাস করছি-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং এখানে আমরা উদ্ভূত নতুন সমাজবিজ্ঞানের ওপর এই বিশেষ অভিযানের প্রভাব বিশ্লেষণ করছি। আমরা রাশিয়ায় পরিচালিত আলোচনা ও গবেষণা, আমাদের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং মাইকেল বুরাওয়ে (২০২১) রচিত "পাবলিক সোসিওলজি: বিটুইন ইউটোপিয়া এবং অ্যান্টি-ইউটোপিয়া" বইটি নিয়ে আমাদের সহকর্মী, বুরাওয়ের বইয়ের মুখবন্ধে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এবং রাশিয়ায় জনসমাজবিজ্ঞান চর্চায় অবদান রেখেছেন এমন সব চিন্তকদের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

> মাইকেল বুরাওয়ে থেকে অনুপ্রেরণা

মাইকেল বুরাওয়ে একটি অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অভ্যন্তরে সমাজবিজ্ঞান চর্চার কতিপয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, এরকম পরিস্থিতিতে সমাজবিজ্ঞান "পার্টি-রাষ্ট্রের আদর্শের জন্য একটি ট্রান্সমিশন বেল্ট" হিসেবে ভূমিকা পালন করে এবং একটি দাসত্ব নীতিকাঠামোরূপে জীবত থাকে। এখানে একাডেমিক স্বাধীনতা সীমিত এবং চিন্তকগণ তাঁদের পেশাগত কর্মকাণ্ডে কঠোর নিয়ন্ত্রণের সম্মুখীন হন। আমরা মনে করি, পার্টি-রাষ্ট্রের প্রতি এ ধরনের অধস্তন অভিযোজন রাশিয়ার সমাজবিজ্ঞানের জন্য একটি অবাঞ্ছিত জন্মচিহ্ন এবং এ ধরনের আনুগত্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মোটেও সহজ নয়।

যাহোক, সংকটপূর্ণ পেশাগত সমাজবিজ্ঞান চর্চার এই বিপরীতমুখী স্রোত ও জনসম্মুখে উন্মুক্ততার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি রাশিয়ান সমাজতাত্ত্বিকদের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ। যখন অভিজ্ঞতামূলক সমাজবিজ্ঞান চর্চা নীতি-গবেষণা দ্বারা পরিচালিত বা নির্দেশিত, সেখানে কতিপয় সমাজবিজ্ঞানী পেশাগত স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীন দক্ষতা প্রদানের অধিকারের জন্য এবং সমাজতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ও একাডেমির বাইরেও খোলাখুলিভাবে আলোচনা করার সম্ভাবনার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। রাশিয়ার সমাজবিজ্ঞানীরা সর্বদা জন-বুদ্ধিজীবী হওয়ার চেষ্ট করেছেন। সোভিয়েত বছরগুলোতে শ্রেষ্ঠ সমাজ-বিজ্ঞানীগণ নিছক শোভাময় বস্তু এবং তাঁদের গবেষণার অর্থহীনতা সম্পর্কে আক্ষেপ করেছেন। তাঁরা সামাজিক ত্রুটি নির্ণয়ক প্রদান করেছিলেন এবং প্রতিকারের পথ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় কেউ তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেনি।

বুরাওয়ের দাবি, সমাজবিজ্ঞানচর্চা "বিকাশের জন্য প্রয়োজন জনসংযোগ"। রাশিয়ার সমাজতাত্ত্বিকদের স্ব-অনুচিন্তন তার জানান দেয়। ২০০০ সালের রাশিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের সম্ভাবনা যাচাইয়ের বিতর্কে সমাজচিন্তকগণ একমত হন যে, 'তাত্ত্বিক দারিদ্র্য' এবং পেশাদারিত্বের অভাবের কারণ হলো নাগরিক সমাজের দুর্বলতা, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মধ্যে ফাঁকফোকড় এবং স্বায়ত্তশাসনের অভাব (*রোমানভ এবং ইয়ারস্কায়া ২০০৮; সোকোলভ ২০০৯*)। পেশাদারি মহলের একটি অংশ আশা প্রকাশ করেছেন যে, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান সম্প্রদায়ের গণতন্ত্রীকরণ এবং একীভূতকরণ এই অগভীর এবং দাসত্বপূর্ণ নীতি-সমাজবিজ্ঞানের সংকট উত্তরণে ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্যরা বিচ্ছিন্নতা এবং পেশাদারি যোগাযোগের অভাবের প্রবণতার ওপর জোর দিয়েছেন (*লিটকিনা এবং ইয়ারোশেঙ্কো ২০১৯*)।

> একুশ শতকে জন-সমাজবিজ্ঞানের অর্জন

সোভিয়েত পরবর্তী যুগে জন-অধ্যুষিত মহলে সমাজবিজ্ঞানের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জন-সমাজবিজ্ঞানের চাহিদা সব সময় আমাদের পেশাগত জনপ্রিয় ধারণার সঙ্গে অনুরণিত হয়েছে। নতুন প্রজন্মের রাশিয়ান সমাজ-বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, সমাজ গবেষণা করার অর্থ সমাজের মানুষের সঙ্গে জড়িত হওয়া। তাঁরা তাঁদের গবেষণায় তৃণমূল উদ্যোগসমূহ এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহকে লক্ষবস্তুতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এভাবে জৈব জন-সমাজবিজ্ঞানের ধারণা রাশিয়ার পেশাদারি সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জন করেছে।

কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা এখনো যা দেখি, তা হলো জনসমাজবিজ্ঞান চর্চায় সনাতনী পদ্ধতির প্রভাব : জন-বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার, অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন, গবেষণা তথ্যের জনপ্রিয়করণ ইত্যাদি কার্যক্রম এখন পেশাদারি মাপকাঠির ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। জনসম্পৃক্তকরণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির জন্য বস্তুগত এবং প্রতীকী সুফল বয়ে আনে। গত কয়েক দশকে রাশিয়ার সমাজবিজ্ঞানীরা শিখেছেন, কীভাবে মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয় (নির্ভরযোগ্য মিডিয়া কথোপকথনকারীদের অবগত পছন্দের ভিত্তিতে)। এই শিক্ষণ রাশিয়ার সনাতনী সমাজবিজ্ঞানের একটি অর্জনে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দ্বি-বিভাজন রাশিয়ার সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন শিবিরের প্রতিনিধিগণ প্রত্যেকে তাঁদের নিজস্ব প্রচারণার নিমিত্ত খুঁজে পেয়েছেন। সমালোচনামূলক জনসমাজবিজ্ঞানীদের জন্য নানাবিধ সংস্থার অন্তর্ভুক্তিতে একটি নির্ভরযোগ্য স্থান তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মস্কো রেডিও চ্যানেল ইকো, নোভায়া গেজেট সংবাদপত্র, এবং বেশ কয়েকটি অনলাইন সংস্থান।

যাহোক, কর্তৃত্ববাদী শাসনের কড়াকড়ির সঙ্গে জনসাধারণ মহল ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বকারী

>>

সমালোচনামূলক সাংবাদিকতা এবং গবেষণাসমূহকে আনুষ্ঠানিক জন-পরিমণ্ডল থেকে জোড়পূর্বক বিচ্যুত করা হয়েছে। তারা হয় 'বিদেশি চর' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং স্ব-আদর্শিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে টিকে আছে নতুবা পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

> দমন-পীড়নমূলক আইন প্রণয়ন, নাগরিক সমাজের ক্ষমতাহীনতা এবং জন-সমাজবিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ

২০২২ সালের অশুভ দিন ২৪ ফেব্রুয়ারি, যেদিন রাশিয়ার রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ ইউক্রেনের বিরুদ্ধে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' শুরু করেছিল, তার আগেই স্বৈরাচারি মহল সফলভাবে রাশিয়ার নাগরিক সমাজকে ক্ষমতাহীন করে দেয় এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রভাবিত করার জনপ্রিয় শ্রেণির ক্ষমতাকে সীমিত করে ফেলে। ২০১১-১২ সালের নির্বাচনী জালিয়াতির বিরুদ্ধে গণবিক্ষেভের পর রাশিয়ার আইনসভা কর্তৃক গৃহীত কতগুলো দমনমূলক আইন পাসের ফলে সাম্প্রতিক নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড আইনগতভাবে সিদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, ২০১৩ সালের সমকামী (গে প্রোপাগাণ্ডা) আইন বাক্‌স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং এলজিবিটিকিউআই+ সম্প্রদায়কে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে। এটি রাশিয়ার লিঙ্গ-অধ্যয়নকেও বস্তাবন্দি করতে ভূমিকা রাখে। ২০১২ সালের 'বিদেশি চর আইন' একটি মৃত্যুকূপ হিসেবে ভূমিকা পালন করে, যা সুশীল সমাজের কণ্ঠরোধ করে এবং অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জৈব জনসমাজবিজ্ঞান প্রকল্পসমূহের পেশাদারি ক্রিয়াকলাপের সীমাবদ্ধতা ও রাষ্ট্রীয় নজরদারি বাড়িয়ে দেয়। প্রথম দিকে এই আইনের নজর ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত আন্তর্জাতিক অনুদানগ্রাহী বেসরকারি সংস্থাসমূহের দিকে। বর্তমানে নীতি ও জন-প্রচারণামূলক গবেষণাসমূহ এই নজরদারির লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছে। মেমোরিয়াল, লেভাদা সেন্টার, সেন্টার ফর ইনডিপেনডেন্ট সোশ্যাল রিসার্চ এবং লিঙ্গ অধ্যয়ন কেন্দ্রের মতো মানবাধিকার সংস্থা এবং বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশি চর (এফএম) হিসেবে তালিকাভুক্ত প্রথম লক্ষবস্তু ছিল। এহেন বিষময় অবস্থা সামাজিক গবেষণার জন্য অনতিক্রম্য বাধা, যার ফলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার হ্রাসের পাশাপাশি আর্থিক কৃচ্ছতা এবং আমলাতান্ত্রিক খরচ বৃদ্ধি পায় (*স্কিবো ২০২০*)।

দমন-পীড়নমূলক আইনের প্রয়োগ একইভাবে রাশিয়ার নাগরিক সমাজের কণ্ঠরোধ করেছে। এই কণ্ঠস্বর এমনই দুর্বল হয়ে গেছে, যেন তারা এই দমবন্ধকর অবস্থা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। সক্রিয় নাগরিক সমাজ, নগর উদ্যোক্তাগণ এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ এই নিপীড়নের দরুন ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জনসমাজের এই ভীতি এবং স্বৈরতান্ত্রিক প্রহসন জনসমাজবিজ্ঞান চর্চাকেও কঠিন করে তুলেছে।

বেশির ভাগ বেসরকারি সংস্থা এই কলঙ্কজনক অবস্থা থেকে বাঁচতে নিজেরাই নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে (অনেক লিঙ্গ অধ্যয়ন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে)। খুবই কমসংখ্যক বেসরকারি সংস্থা (এফএ) তাদের কার্যক্রম এখনো অব্যাহত রেখেছে এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে স্ব-আরোপিত একটি পরীক্ষা চালিয়েছে। যেসব গবেষক ও সাংবাদিক এই দমবন্ধ পরিস্থিতিতেও ব্যবসায়িক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে 'স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা' চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, স্ব-সেন্সরশিপ তাঁদের জন্য আরেকটি জনপ্রিয় কৌশল হয়ে উঠেছে। যখন মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো বিদেশি সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ সীমিত করে ফেলেছে, ঠিক তখনই সামাজিক জন-মাধ্যম (সোশ্যাল মিডিয়া) খোলা আলোচনা এবং মুক্ত-শ্বাস নেওয়ার জন্য একটি বিকল্প পাবলিক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে।

যাহোক, এটি ছিল রাশিয়ার নাগরিক সমাজের সেই অংশের বিরুদ্ধে 'বিশেষ অভিযান' এর প্রাথমিক পর্যায় যারা এখনো সরব ছিল। দুই বছরের কোভিড-১৯ পরিস্থিতিও স্বৈরাচারী কাঠামোকে জন-কর্মসূচি নিষিদ্ধ করতে, বিক্ষোভ দমন করতে এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও ব্যক্তিগত জীবনের দিকে জনসাধারণের মনোযোগ সরিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

> অনাকাঙ্ক্ষিত বিশেষ সামরিক অভিযান এবং জনসমাজবিজ্ঞান চর্চার কণ্ঠরোধ

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই এই পরিস্থিতির নাটকীয়ভাবে অবনতি হতে শুরু করেছে। দমন-পীড়নমূলক আইনের একটি নতুন সিরিজ জনসাধারণের আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছে এবং প্রতিবাদকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিদেশি বেসরকারি সংস্থা (এফএ) আইনের ২০২২ সালের সংশোধনী নিপীড়নের লক্ষবস্তু ও মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলেছে। 'অবাঞ্ছিত সংস্থা' ও 'বন্ধুত্বহীন দেশ'-এর নতুন মাত্রা আন্তর্জাতিক একাডেমিক সহযোগিতার প্রতি সব প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে জন-সমাজবিজ্ঞানের চিন্তকদের সহজেই 'বিদেশি চর' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা এবং নির্যাতিতদের তালিকায় যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। এমনকি এটি সেই সব গবেষক এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, যারা তাদের অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং একাডেমিক নিরপেক্ষতায় তাদের বিশ্বাস প্রদর্শন করার চেষ্টা করে।

এই অবস্থায় মেরুদণ্ডহীন বা দাসত্ব-রূপ সমাজবিজ্ঞানী এবং সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যেকার পুরোনো রাজনৈতিক বিভাজন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সমাজবিজ্ঞানীগণ আন্দোলনকারীদের প্রতি তাদের সমর্থন ও সহযোগিতার অবস্থান পরিষ্কারভাবে নিশ্চিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে বহু প্রতিবাদকারীকে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বাহিরে নির্বাসিত হতে হবে (আশা করি, সাময়িকভাবে)।

২০২২ সালের মার্চ মাসে গণমাধ্যমসমূহ ১৮০টি স্বাক্ষর সম্বলিত রেক্টরস ইউনিয়নের সমর্থনের চিঠি প্রচার করেছিল। এই রাজনৈতিক ইঙ্গিত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের কর্মীদের একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বলে মনে হয়েছিল, তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক একাডেমিক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি বাতিলের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। প্রতিবাদলিপি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বতন্ত্র গবেষক ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সামাজিক জন-মাধ্যম (সোশ্যাল মিডিয়া) সাইটগুলোতে (টেলিগ্রাম, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম চ্যানেল) প্রতিবাদ বিবৃতি ব্যক্ত করেছেন। এই প্রতিবাদলিপিগুলো রাশিয়ান সমাজ এবং একাডেমিয়ার জন্য যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিল (*ডুব্রোভস্কি এবং মেয়ার ২০২২*)। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই রাশিয়ায় ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুক অবরুদ্ধ করা হয়েছিল এবং অ-সীমাবদ্ধ সামাজিক জন-মাধ্যমগুলো শুধুমাত্র ভিপিএন ব্যবহারের মাধ্যমে চালনা করা যেত।

যাহোক, অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী রাশিয়ার আগ্রাসনের ব্যাপারে খোলামেলা বিবৃতি এড়িয়ে গেছেন। পরিহারকারীগণ নিজেদের অবস্থানকে 'পেশাগত নিরপেক্ষতা' দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা একজন চিন্তকের নিরপেক্ষ যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করেন, যাঁরা রাজনৈতিক ঝুটঝামেলা হতে মুক্ত থেকে নিজেদের দক্ষতা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করবেন। আপাতদৃষ্টে এই যৌক্তিক অবস্থান ভয়ের শক্তিশালী অনুভূতি দ্বারা উদ্দীপিত হয়, যা জনসমাগম ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। জনসাধারণের এই ভীতিকর পরিস্থিতি জন-সমাজবিজ্ঞানের প্রয়াসকে ক্ষমতাহীন ও বাক্‌রুদ্ধ করেছে। তা স্বত্ত্বেও নির্দিষ্ট কিছু সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা প্রাতিষ্ঠানিক এবং বিকল্প- উভয় ক্ষেত্রেই আলোচনা করা হয়।

> জনমত জরিপসমূহের সমালোচনা

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা সনাতনী সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। বিরোধী পক্ষের সমাজবিজ্ঞানীগণ দমন-পীড়নমূলক শাসনব্যবস্থায় এবং সামরিক সংঘাতের সময় জনমত জরিপ পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরা দাবি করেন যে সামরিক অভিযানের প্রতি সমর্থনকে প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা অযৌক্তিক। জনমনে ভীতি প্রদর্শন জনসাধারণের মৌখিক উত্তরকে বিকৃত করে দিতে পারে। সনাতনী জনসমাজবিজ্ঞান রাজনৈতিক হস্তক্ষেপেরে একটি উপলক্ষে পরিণত হয়েছে এবং এর ফলাফল সামরিক আত্মরক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবরোধকেই ত্বরান্বিত করে (*ইউডিন ২০২২*)। এইরূপ সমালোচনা বিরোধীপক্ষীয় জন-চিন্তকদের

>>

মধ্যে একটি ঐক্য স্থাপন করেছে, যেখানে আনুগত্য প্রদর্শনকারীরা অভিহিত মূল্যে মতামত জরিপ তথ্য সংগ্রহেই আগ্রহী।

> সমাজবিজ্ঞানীদের কৌশল

যখন একাডেমিক স্বাধীনতা হ্রাস করা হয় এবং জন-সমাজবিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ করা হয়, তখন সমাজবিজ্ঞানীগণ কোন ধরনের কৌশল গ্রহণ করতে পারেন? বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগই তাঁদের সনাতনী পন্থা অবলম্বন করেছেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কাছে বিকল্প কর্মপন্থা নেই। তাঁরা প্রায়ই ভাবেন যে এই অবস্থার মধ্যেও শান্তভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার উপায় রয়েছে। আমাদের সহকর্মীগণ তাঁদের একাডেমিক দায়বদ্ধতার উপর, শিক্ষার্থীদের বিব্রতকর অবস্থা এবং মোহভঙ্গের অনুভূতি মোকাবিলায় সাহায্যের ওপর বিশেষ জোর দেন। অনেকে মনে করেন যে এটি জীবন-জগৎকে অধ্যয়নের জন্য নৃতাত্ত্বিক এবং মাঠ গবেষণা এবং ডায়েরি লিখনের উপযুক্ত সময়। অন্যরা সর্বগ্রাসী ডিস্টোপিয়ান রাষ্ট্রের ধ্রুপদী বিশ্লেষণে নিবৃত হয়েছেন, যা তাঁদের মতে, বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় বৃহৎ পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণে সাহায্য করবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, শিক্ষার্থী ও স্কলাররা আমাদের বিভাগের সঙ্গে একটি অসহায় মোহভঙ্গের অনুভূতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা অনুধাবন করেছেন যে জন-সমাজবিজ্ঞানে নিযুক্ত থাকা কতটা বিপজ্জনক। পেশাগত মহলে জনসংযোগ এর খেসারত কতটা প্রবল হতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁরা সম্যক অবগত। এহেন ভয় ও আশাহীনতা রাশিয়ার পেশাদার মহলে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ (আশাকরি তা সাময়িক) তৈরি করেছে এবং পণ্ডিতদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। এই পরিস্থিতি জনসমাজবিজ্ঞান চর্চার অনুকূলে নয় এবং এই চর্চার সম্ভাব্যতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রতিবাদী সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক জন-মাধ্যম (সোশ্যাল মিডিয়া) প্ল্যাটফর্মগুলোতে একটি বিকল্প খোলা জনসমাগম ক্ষেত্র সংগঠিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন যেখানে তাঁরা খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে পারবেন।

> কল্পনা রাজ্যের একটি বিকল্প জন-অধ্যুষিত মহল

প্রতিবাদী সমালোচক সমাজবিজ্ঞানীগণ তাঁদের কণ্ঠস্বরকে রাশিয়া ও বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বিকল্প পন্থা হিসেবে নব্য প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার করে নিজেদের পেশাদারি কর্মকাণ্ড চালিয়ে নিতে এবং কণ্ঠস্বর উত্থাপন করতে চান। প্রতিবাদী গণমাধ্যমকর্মীগণ কোভিড-১৯-এর সময়ে উদ্ভাসিত অনলাইন স্পেস ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে পেশাদারিত্ব অব্যাহত রেখেছেন। তাঁরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে রাশিয়ার জনজীবন সম্পর্কিত বিতর্কিত মুখ্য সমস্যাগুলো নিয়ে জন-আলোচনার আয়োজন করেছেন। যাঁরা সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তাঁদের জন্য টেলিগ্রাম ও ফেসবুক চ্যানেলগুলো একটি জনসমাগম ক্ষেত্র তৈরি করেছে। যাহোক, এই সব কর্মকাণ্ডের শ্রোতাবৃন্দ একটি সীমিত পরিসরে আবদ্ধ এবং তা তথ্যবিভ্রাটও তৈরি করে বটে।

এই বিকল্প জনসমাগম ক্ষেত্রে, সমাজবিজ্ঞানীগণ জন-বুদ্ধিজীবী হিসেবে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি আলোচনা করেন এবং গভীরভাবে নব্য সর্বগ্রাসীবাদ, স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মতো বিমূর্ত প্রত্যয়গুলোর নিগূঢ় আলোচনা করেন। তাঁরা রাশিয়ান শাসনকাঠামোর জন্য একটি যথার্থ অর্থবহ সংকেত তালাশ করার চেষ্টা করছেন, যা কিছু ঘটতেছে, অনেকের কাছেই এটি দায়বদ্ধতা। তাঁরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করেন : আমরা কী হারিয়েছি? আমরা কীভাবে যুদ্ধ ঠেকাতে পারতাম? কেন আমাদের পূর্বানুমান ব্যর্থ হয়েছিল?

> উপসংহার

জনসমাগমের ওপর দমন-পীড়নের মানে হলো জনসমাজবিজ্ঞান পীড়াদায়ক কণ্ঠরোধের শিকার। এটি একটি ভয়াবহ বিকার, যেখানে শরীরের কোনো একটি অঙ্গ অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হয়ে পুরোপুরিভাবে বিকল হয়ে যায়। এই অবস্থা জীবন সংশয়কারী। রাশিয়ার কর্তৃত্ববাদী শাসনকাঠামোর প্রেক্ষাপটে জনমনে ভয় এবং বাস্তবিক অর্থে দমন-পীড়নের কারণে এখানে জন-সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের সম্ভাবনা খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সনাতনী জনসমাজবিজ্ঞান চর্চা প্রবল নিয়ন্ত্রণের (সেন্সরশিপ) শিকার এবং জনমত জরিপ ফলাফল রাজনৈতিক হাতিয়ার বৈ কিছু নয়। তা সত্ত্বেও জনসমাজ-বিজ্ঞান বিকল্পিত জনসমাগম পরিসর যেমন সামাজিক জন-মাধ্যম (সোশ্যাল মিডিয়া)-কে পুঁজি করে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিমণ্ডলের বাইরেও বিদ্যমান রয়েছে।

আমরা যে অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে দিন অতিবাহিত করছি, তা আমাদেরকে নৈতিক দায়বদ্ধতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর নির্মিত সমাজ-বিজ্ঞান চর্চাকে বুঝতে সাহায্য করবে, যা আমরা পরস্পরের সঙ্গে অবিচলভাবে ভাগ করি যেমন স্বাধীনতা, যুক্তি, সাম্য, সংহতি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদেরকে পেশাদারি জ্ঞান আহরণ করতে হবে, যা ভবিষ্যৎ জনসমাজের জন্য উপলব্ধ হবে। বর্তমান পরিস্থিতি রাশিয়ার সমাজ চিন্তকদের নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তাঁদের কাজের ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে বাধ্য করছে। এ ছাড়া এটি তাঁদের পেশাদারিত্ব ও নৈতিক দায়বদ্ধতার মধ্যেকার শক্তিশালী যোগসূত্রের প্রতি আরও একবার প্রতিফলন করতে বাধ্য করছে এটি এক ধরনের প্রতিফলন, যা পূর্বে নিরপেক্ষতার অনুকূল এড়ানো যেত। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
সভেটলানা ইয়ারোশেনকো <svetayaroshenko@gmail.com>
এলেনা দ্রাভেমিস্লোভা <zdrav3@yandex.ru>

> জনসমাজবিজ্ঞানকে সংলাপমূলক সমাজবিজ্ঞানের দিকে নেওয়া

সারি হানাফি, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুত, লেবানন ও আইএসএ সভাপতি (২০১৮-২৩)

মাইকেল বুরাওয়ে কেবল একজন সামাজিক তাত্ত্বিক নন-যিনি শ্রম সমাজবিজ্ঞান এবং রাজনৈতিক অর্থনীতিতে অনেক তাত্ত্বিক-অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিষয় সংযোজনের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানে অবদান রেখেছেন। তিনি আসলে বিশ্বজুড়ে সমাজবিজ্ঞান চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। যখন আমি পাবলিক সোসিওলজি : বিটুইন ইউটোপিয়া এবং অ্যান্টি-ইউটোপিয়া পড়া শুরু করি, শেষ পৃষ্ঠাটি না পড়া পর্যন্ত আমি এটাকে নামিয়ে রাখতে পারিনি। এটিকে উপন্যাস হিসাবে পড়ুন, জনসমাজবিজ্ঞানের পক্ষে তাঁর যুক্তি উপস্থাপনের পাশাপাশি বইটি বুরাওয়ের যুগের শেষ পঞ্চাশ বছরকে বিশ্লেষণের একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এরিক ওলিন রাইটের কাজকে তাঁর (বুরাওয়ে) জনসমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে মিল করলে দেখা যায়, বুরাওয়ে সমাজবিজ্ঞানকে নির্দিষ্ট মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নৈতিক বা আদর্শিক বিজ্ঞান হিসাবে দেখেন, যা উপলব্ধি করা যায় (ইউটোপিয়ান দিক) এবং কীভাবে তাদের উপলব্ধি বাধাগ্রস্ত হয় (ইউটোপিয়ান বিরোধী দিক) তা অনুভব করার মাধ্যমে।

বুরাওয়ে জনসমাজবিজ্ঞানকে জৈব ও বাস্তব ইউটোপিয়া তৈরি করার মাধ্যমে তাত্ত্বিক ধারণা প্রদান করেছেন, যা নাগরিক সমাজবিজ্ঞানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি তাঁর সঙ্গে একমত, কিন্তু এখানে, এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে, আমি শুধু নিপীড়কদের অত্যাধুনিক সমালোচনার জন্যই নয়, তাদের সঙ্গে সংলাপের সম্ভাবনার কথা বলতে চাই। আমি যাকে 'সংলাপমূলক সমাজবিজ্ঞান' বলি, সে চিন্তাগুলো আমার একাডেমিক অভিজ্ঞতা এবং অবস্থান থেকে এসেছে। সমাজবিজ্ঞানে আমার উপ-ক্ষেত্রগুলো (জ্ঞান, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতি) বুরাওয়ের শ্রম এবং (সমালোচনামূলক) মার্কসবাদী ক্ষেত্রগুলো থেকে বেশ আলাদা। তিনি তৃতীয় পর্যায়ের বাজারিকরণে নব্য উদারবাদী পুঁজিবাদ এবং এর সংশ্লিষ্টদের বিরোধিতা করেন। আমি মধ্যপ্রাচ্যে বড় হয়েছি এবং এখনো বাস করছি। এমন একটি অঞ্চল যেখানে দীর্ঘস্থায়ী নৃশংস স্বৈরাচারী এবং ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে নির্যাতন, রাজনৈতিক অপহরণ, হত্যা ও ক্ষমতাচ্যুতি খুবই সাধারণ ব্যাপার। কীভাবে এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হবে? যেখানে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা সংস্কৃতিক হয়ে উঠেছে। কর্তৃত্ববাদের ওপর বিশ্বাস আনতে আদর্শিকভাবে জনগণের একটি বড় অংশকে এর স্থিতিশীলতার বিষয়ে মগজ ধোলাই করা হয়েছে। কেউ কি আরব-ইসরায়েল সংঘাতের সঙ্গে মোকাবিলা করবে? যখন কিছু ইসরায়েলি হলোকাস্ট থেকে বেঁচে যাওয়া ভাইবোনরা ঔপনিবেশিকদের মত বসতি স্থাপনকারী হয়ে ওঠে; যারা ফিলিস্তিনিদের জমি বাজেয়াপ্ত করে? আমরা কি এই ক্রান্তিকালের বৃহত্তর বহুত্ববাদী প্রক্রিয়া ছাড়া ঐতিহাসিক-পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচার পেতে পারি?

শোষিত মানুষ ও তাঁদের কষ্টের প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতার কারণে মাইকেল বুরাওয়ে প্রায়শই জোর দিয়েছিলেন যে সমাজবিজ্ঞানের কাজ হলো-রাষ্ট্র ও বাজারের আধিপত্যের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের পাশে দাঁড়ানো। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে আমি এ কাজের সঙ্গে আরও দুটি বিষয় যুক্ত করব।

প্রথমটি হলো, সমাজতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যকে নাগরিক সমাজের বাইরে নাগরিক বলয়ে প্রসারিত করা, জেফরি আলেকজান্ডার যে অর্থে ব্যবহার করেছেন। আলেকজান্ডার আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, নাগরিক সমাজ একটি বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অন্যদের একটি ক্ষেত্র মাত্র। যেখানে পরিবার, ধর্মীয় গোষ্ঠী, বৈজ্ঞানিক, করপোরেট সংঘ ও ভৌগোলিকভাবে আবদ্ধ আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ, তাঁরা সবাই পণ্য উৎপাদন করে এবং বিভিন্ন আদর্শ ও সীমাবদ্ধতার মাপকাঠি দিয়ে তাঁদের সামাজিক সম্পর্কগুলোকে সংগঠিত করেন। আমাদের উদ্দেশ্যগুলোর এই সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদি আমরা নিজেদেরকে এই নাগরিক ক্ষেত্র এবং উদার গণতান্ত্রিকব্যবস্থার অভিভাবক হিসাবে দেখতে চাই।

দ্বিতীয় কাজটি হলো, নাগরিকক্ষেত্র বহির্ভূত বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে মধ্যস্থতা করা। তাঁদের সঙ্গে সংলাপে মিলিত হওয়া। যে আদর্শগুলোকে আমরা আরও এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছি, সেগুলোকে মেনে নিতে যারা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে, তাঁদের কথা আমাদের মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। বুরাওয়ে কৃতিত্বের দাবিদার যে তিনি এটির গুরুত্ব অনুভব করেন। যখন তিনি আর্লি রাসেল হচচাইল্ড-এর স্ট্রেঞ্জার্স ইন দেয়ার ওন ল্যান্ড : অ্যাংগার অ্যান্ড মাউর্নিং অন দ্য আমেরিকান রাইট-এ তাঁর (হচচাইল্ড) লুইসিয়ানায় টি পার্টি সমর্থকদের সঙ্গে "এমপ্যাথী ওয়াল" টপকে যাওয়াকে প্রশংসা করেন। তাঁরা ট্রাম্পের সমর্থক হয়ে উঠেছেন, বিশ্বায়ন এবং সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বিচার করার আগে, আসুন আমরা তাঁদেরকে শুনি। উদাহরণস্বরূপ যাঁরা ইউরোপে আগত সিরিয়ান এবং আফ্রিকান অভিবাসীদের ভয় পান। আমাদের আদর্শিক, অনুমানভিত্তিক এবং সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, আমি এখানে নাগরিকক্ষেত্র বহির্ভূত ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে সংলাপ এবং মধ্যস্থতার ওপর জোর দিতে চাই। মৌলিক সমালোচনামূলক সামাজিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে, আমি পরিস্থিতির ভিত্তিতে সমালোচনামূলক তত্ত্বের প্রত্যাশা করি। এটি এমন একটি তত্ত্ব, যা ক্ষমতাবানদের সমালোচনা করার সময় একই সঙ্গে যাঁদের সমালোচনা করা হচ্ছে সেই শক্তিগুলোর সঙ্গেও সংলাপ করতে সক্ষম হয়। সর্বাঙ্গীন বা ধ্রুপদী উদারনৈতিক প্রকল্পকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে এটি সমাজবিজ্ঞানের জন্য রলস-এর রাজনৈতিক উদারতাবাদকে (এর একটি বর্ধিত এবং সংশোধিত সংস্করণ) সমর্থন করার একটি উপায়। অর্থাৎ আমাদের সমাজে বহুত্ববাদ (ভালোর বহুত্ববাদী ধারণা) তৈরি করা, যা সমাজের মধ্যে সামাজিক সংহতি (ন্যায়বিচারের একীভূত ধারণা) সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের বৈচিত্র্যকে একত্রিত করে।

আরও বিস্তৃতভাবে আমার কাছে মনে হয় এবং আমি নিশ্চিত যে বুরাওয়ে এতে আমার সঙ্গে একমত হবেন, জনমুখী সমাজবিজ্ঞানের বিষয়টি কেবল যুক্তিবাদীদের দাবি বা জনসাধারণের বিতর্কিত আদর্শিক যুক্তির বিষয়ে নয়, এটি আবেগরে সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যের আবেগগুলো, নৈতিক সংবেদনশীলতা, অন্যের নৈতিক উদ্দীপনা যেগুলো কখনো কখনো তাদের সামাজিক দুঃখ-দুর্দশার প্রতি অন্ধ করে তোলে, সেগুলোকে বোঝার উপায়ও এর অন্তর্ভুক্ত। এই

>>

“জনসমাজবিজ্ঞানের বিষয়টি কেবল যুক্তিবাদীদের দাবি বা জনসাধারণের বিতর্কিত আদর্শিক যুক্তির বিষয় নয়, বরং এটি আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত”

সংলাপমূলক সমাজবিজ্ঞান কীভাবে মানুষের নৈতিক ক্রিয়াকলাপের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে শুধুমাত্র সে বিষয়ে সংবেদনশীল নয়, বরং কীভাবে সমাজ-বিজ্ঞানীরা এর আবেদনকে গুরুত্ব সহকারে নিতে পারে এবং সেই আবেদনের সান্নিধ্যে যেতে পারে সেটিও এর বিবেচ্য বিষয়। সিলভিয়া ক্যাটালডি'র ভাষায় এটিকে উপস্থিতির হারমেনিউটিকস হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

নৈতিকতার কথা বলতে গেলে, আরব অঞ্চলে যেখানে প্রচুর ধর্মীয় চর্চা হয়ে থাকে, ধর্ম হলো নৈতিকতার অন্যতম উৎস। এটি হলো ঘরের বিশাল হাতি, যা রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত সমাজবিজ্ঞান পঠন-পাঠনে অদৃশ্য থাকে, তা সে ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অচেতনভাবে। এটি কেবল আরব বিশ্ব, মধ্যপ্রাচ্য, ইসরায়েলের ক্ষেত্রেই নয়; ল্যাটিন আমেরিকায় (যেমন ব্রাজিলে নতুন পেন্টেকোস্টালিজম) এবং এর বাইরেও ধর্ম আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সুতরাং আমি মনে করি যে সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে আমাদের বিনয়ী হওয়া দরকার এবং কীভাবে চিহ্নিত করা যাবে যে আমাদের সমাজে বিভিন্ন অভিজাত শ্রেণি রয়েছে, সে বিষয়ে ভাবা দরকার। ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ যাঁদের এত দিন ধরে উপেক্ষা করা হয়েছে বা তুচ্ছ করা হয়েছে, যাজকবাদী-বিরোধী সমাজ, বিজ্ঞানীদের দ্বারা পশ্চাদপদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, তারা এই ভাবনার বিষয়বস্তু হতে পারে।

অবশেষে বুরাওয়ে তাঁর আত্মজীবনী বা গভীর বিশ্লেষণধর্মী বইটিতে সরাসরি বলেছেন যে সমাজবিজ্ঞানের বর্তমান কাজগুলোর মধ্যে একটি হলো ইউটোপিয়ান দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নেওয়া। তবে সমাজতন্ত্রের ধারণাকে অসম্মানিত করার সময়ে এটি সহজ কাজ নয়। বুরাওয়ে বলেন, মানুষ সমাজ-বিজ্ঞানী হয়ে ওঠে ‘ধনী হওয়ার জন্য নয় বরং একটি উন্নত বিশ্ব তৈরি করার জন্য, [...] আরও সমতা, আরও মুক্ত, আরও সহযোগিতামূলক বিশ্ব” (পৃ. ২)। বুরাওয়ে কেবল তাঁর চিন্তাধারার দ্বারাই নয়, তাঁর অনুশীলনের মাধ্যমেও বিশ্বকে উন্নত করেছেন : যেটি দেখা যায় তাঁর ছাত্র ও বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি উদার হওয়ার মাধ্যমে। যখন আমার সমাজবিজ্ঞান পেশাদার এবং নীতিসমাজবিজ্ঞান থেকে জনসমাজবিজ্ঞানে স্থানান্তরিত হয়নি, বরং স্থানীয় ও আঞ্চলিক সমস্যাগুলোর দ্বারা আবৃত একটি সমাজবিজ্ঞান থেকে বৈশ্বিক সমস্যাগুলোকে আলিঙ্গন করে এমন একটি সমাজবিজ্ঞানে আমার সমাজবিজ্ঞান জায়গা করে নিয়েছে। সে সময়ে তিনি আমার হাত ধরে রেখেছেন, যার জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। তা ছাড়া তিনি আমাকে আইএসএ কার্যনির্বাহী কমিটিতে, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং এই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য: সারি হানাফির সঙ্গে <sh41@aub.edu.lb>

> মাইকেল বুরাওয়ে এবং জনসমাজবিজ্ঞানের প্রতিফলন

মর্গারেট অব্রাহাম, হফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিট বিক্ষোভে। ছবি: মার্গারেট অব্রাহাম, ২০১১।

সারা বিশ্বজুড়ে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সব সমাজতত্ত্ববিদ, সমাজ-বিজ্ঞানী, সমাজ-গবেষক, নারীবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের গবেষণা ও কর্মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সমাজিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সম্পৃক্ততার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অসমতা, বর্ণবাদ, শোষণ, নিপীড়ন, বিচ্ছিন্নতা, যুদ্ধ, বর্ণবাদ, ঔপনিবেশিকতা, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলনের বিষয়গুলো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিকদের সম্পৃক্তার ইতিহাস প্রায় মুছে ফেলা হয়েছে অথবা বলা যেতে পারে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় এর অবস্থান একদম প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। যদিও পশ্চিমা ঘরানার অগ্রগামী সমাজতাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী, প্রতিক্রিয়াশীলদের মাঝে শাস্ত্রীয় তাত্ত্বিক হিসেবে মার্কস, ওয়েবার, ডুর্খেইম যথার্থ অংশই ছিলেন যখন ডব্লিউইবি ডু বোইস, হ্যারিয়েট মার্টিনো, জেন অ্যাডামস, আনা জুলিয়া কুপার, ইডা বি ওয়েলস-বারনেট ও মারিয়ান ওয়েবার তুলনামূলকভাবে অগ্রগামীদের আলোচনায় দৃশ্যমান ছিলেন না। ঐতিহাসিকভাবে ক্ষমতা ও বিশেষাধিকারের স্তম্ভ, জ্ঞান অর্জন, বন্টন এবং ব্যবহার সামাজিকবিজ্ঞানের মতবাদ সৃষ্টিকে এমনভাবে প্রভাবিত করে, যা সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক এবং পদ্ধতিগত আলোচনায় প্রধানত পশ্চিমা, সাদা ও পুরুষতান্ত্রিক পেশাদার ডোমেনের সঙ্গে উপযুক্ত উপায়ে সম্পর্ক তৈরি এবং রূপান্তর করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলশ্রুতিতে জনসাধারণের সঙ্গে জড়িত সমাজবিজ্ঞানের জন্য কাজ করা এবং প্রচলিত আদর্শের বাইরে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং পদ্ধতিগত অবদান সর্বদা উপেক্ষিত থেকেছে।

২০০৪ সালে মাইকেল বুরাওয়ে আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে (এএসএ) তাঁর সভাপতির ভাষণে (পুনরায়) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসোসিওলজি শব্দটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোকে বর্ণনা করে (জনসাধারণ, পেশাদার, নীতি ও সমালোচনামূলক) এবং জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞান, যা মানুষকে মানবিক করে তোলে এমন সব সামাজিক সম্পর্ককে প্রচার এবং সুরক্ষা দেয়, তাকে সমাজবিজ্ঞানের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে, তিনি সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলনে এই আলোচনা এবং বিতর্ককে আরও জোরালো করেন। আমার কাছে তিনি একজন প্রগতিশীল নারীবাদী প্রান্তিক সমাজতাত্ত্বিক গবেষক, যিনি ১৯৯০ সাল থেকে সক্রিয়ভাবে গার্হস্থ্য সহিংসতাকে ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে পাবলিক ইস্যুতে পরিণত করতে কাজ করছেন, তাঁর জন্য আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (এএসএ) আয়োজিত এই বার্ষিক সভাটি ছিলো সমাজতাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্মেলনগুলোর মধ্যে অন্যতম। যদিও জনসাধারণের সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক সম্পৃক্ততার জন্য আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীদের গভীর অবদানের সঙ্গে সোসাইটি ফর দ্য স্টাডি অব সোশ্যাল প্রবলেম এবং সোশ্যালজিস্টস ফর উইমেন ইন সোসাইটির মতো অ্যাসোসিয়েশনগুলোর গভীর অবদান সম্পর্কে তীব্রভাবে আলোচিত হলেও বুরাওয়ের উপস্থাপনা এবং জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞানের প্রতি আহ্বান প্রবলভাবে অনুরণিত হয়েছে! এটি পেশাদার মায়োপিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং সমাজবিজ্ঞানের চর্চা কার জন্য এবং কিসের জন্য, সেই জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

বুরাওয়ের মতে, সমাজবিজ্ঞান সামাজিক পরিবর্তনের জন্য একটি অনুঘটক।

>>

এর কারণ গভীর মানবতাবাদী সমাজবিজ্ঞান, সামাজিকভাবে সৃষ্ট দুর্ভোগ হ্রাস করার মাধ্যমে একটি ভালো বিশ্ব তৈরিতে অর্থপূর্ণভাবে অবদান রাখতে পারে। এর ফলে এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়, যা সামাজিক বর্জন, সম্পদ ও সুযোগের বিশাল বৈষম্য, পণ্যায়ন এবং বাজারকেন্দ্রিক বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলোর সঙ্গে লড়াই করে। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হলো বাজারের মৌলবাদের দ্বারা ধ্বংস হওয়া বিপর্যয় থেকে সমাজকে রক্ষা করার যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগদান করা। বুরাওয়ে একটি পাবলিক সোশ্যালজি প্যারাডাইম খোঁজেন, যা নাগরিক সংগঠন এবং সামাজিক আন্দোলনগুলোর সঙ্গে জোট তৈরি করে এবং তাদের সমর্থন তালিকাভুক্ত করে, পাশাপাশি ছাত্রদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনসাধারণ হিসাবে জোর দেয়। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হলো মৌলবাদী বাজারব্যবস্থার কারণে বিপর্যস্ত সমাজকে রক্ষা করার যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। বুরাওয়ে একটি জনসমাজবিজ্ঞান প্যারাডাইম খোঁজেন, যা নাগরিক সংগঠন এবং সামাজিক আন্দোলনগুলোর সঙ্গে জোট তৈরি করে এবং তাদের সমর্থন তালিকাভুক্ত করে, পাশাপাশি ছাত্রদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনসাধারণ হিসাবে জোর দেয়। সমাজবিজ্ঞান শুধুমাত্র কর্মী বা বাস্তববাদী আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, তবে মানুষ ও সামাজিক বিশ্বকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য মূল্যবোধের সঙ্গে সমানভাবে উদ্বিগ্ন হতে হবে। শুধুমাত্র কৌশলগত জ্ঞানের আলোচনা ছাড়া সারমর্মে 'প্রতিবর্তিত জ্ঞান'-এর আলোচনাও সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে তুলে ধরতে হবে। সামাজিক মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও তাদের উপলব্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে সামাজিক সংলাপে জনসামাজিকবিজ্ঞান ভূমিকা রাখতে পারে। এটি 'জৈব আন্তনির্ভরতা' অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্র- জনসাধারণ, পেশাদার, নীতি এবং সমালোচনা সবকিছুর পারস্পরিক বিকাশ নির্ভরশীলতাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

২০০৪ ও ২০১৪ এর মধ্যে লেখা বুরাওয়ের প্রবন্ধগুলো তার কাজের বিকাশকে জনসমাজবিজ্ঞান থেকে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের আন্দোলন হিসাবে উপস্থাপন করে। তার এই প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেশাদার সমাজবিজ্ঞানের আধিপত্যকে নামকরণ এবং চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে একটি অসম বিশ্বের দ্বারা উত্থাপিত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে আরও সমালোচনামূলক বোঝাপড়া এবং সম্পৃক্ততার আন্দোলন গতিপ্রাপ্ত হয়েছিল। জ্ঞানের স্থানীয় ও জাতীয় ব্যবস্থায় শক্তিশালী ভিত্তির সঙ্গে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের পক্ষে সমর্থন থাকা সত্ত্বেও বুরাওয়ে সমাজবিজ্ঞান চর্চায় গ্লোবাল নর্থের আধিপত্যবাদী দখল সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন। সামাজিক বিজ্ঞানের একীকরণের ইতিবাচক স্বপ্নের বিরুদ্ধে পশ্চিমা শক্তিশালীদের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কারণ, এতে পশ্চিমাদের 'নতুন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের অগ্রগতির' ঝুঁকি রয়েছে। পরিবর্তে তিনি এমন একটি বিকল্প প্রকল্পের ব্যাখ্যা করেন, যা জাতীয় সমাজবিজ্ঞানকে আঞ্চলিক সমিতিতে একত্রিত করার পরিকল্পনা করে এবং পরবর্তীতে সংলাপ এবং বিশ্বব্যাপী সমাজবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সংশ্লেষণের দিকে পরিচালিত করে। গ্লোবাল ডায়ালগ, তার ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন প্রকল্প, সমসাময়িক সমস্যাগুলোকে একত্রিত করে বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক সংলাপ ও বিতর্কের একটি উপায় ছিল।

২০০৪ সালের আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (এএসএ) সভাপতির ভাষণের এবং ২০১৪ সালের আইএসএ'র সভাপতির ভাষণের প্রায় এক দশক পরে বুরাওয়ের সাম্প্রতিক বই "পাবলিক সোসিওলজি: বিটুইন ইউটোপিয়া এবং অ্যান্টি-ইউটোপিয়া", প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রথমেই যা মনে আসে যে তিনি কীভাবে সমাজবিজ্ঞানের ত্রুটি ও অঙ্গিকার বিষয়ে অবিচল, উৎসাহী এবং অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সি রাইট মিল-এর মতে জীবনী এবং ইতিহাসের সংযোগস্থলে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব; এ ছাড়া অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও নারীবাদী শব্দটিকেও 'ব্যক্তিগতই রাজনৈতিক' এর আলোকে গুরুত্ব প্রদান করে। মার্কসবাদের প্রতি সমর্থন-সমালোচনা এবং ডব্লিউইবি ডু বোইস-এর সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক রূপান্তরের সম্পর্কের গভীর সমাজতাত্ত্বিক অবদানের ওপর আলোকপাতের মাধ্যমে এই ধারণাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। বুরাওয়ে তাঁর জনসাধারণের পেশাগত, নীতি ও সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলোকে সাবধানে সংযুক্ত করে এবং ছেদ করে। জীবনধারাকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্বজুড়ে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক জীবনযাত্রা দেখায় যে অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলো সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর এই স্মৃতিকথাটি আমাদের সময়ে একজন সমাজবিজ্ঞানী, ছাত্র, গবেষক, শিক্ষক, প্রশাসক, বন্ধু, সহযোগী, কর্মী ও পেশাদার সমিতির নেতা হিসাবে তাঁর সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যক্তিগত যাত্রা অনুসরণ করে শৃঙ্খলামূলক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সমাজবিজ্ঞানের প্রতিফলন ও পুনঃপ্রতিফলন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানেই তিনি সমাজবিজ্ঞানের ঝুঁকি এবং প্রাসঙ্গিকতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, এক্সট্রাপোলেট করেন ও ব্যাখ্যা করেন। আজ আমরা যখন একটি বৈশ্বিক মহামারি, কর্তৃত্ববাদের উত্থান, ধর্মীয় মৌলবাদের বৃদ্ধি ও ভুয়া খবরের বিস্ফোরণ, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অসংখ্য ভুল তথ্যের অবাধ প্রবাহের বিরুদ্ধে সাধারণ ভালোর একত্রিত হওয়ার প্রভাব মোকাবিলা করছি, তখন আমরা সমাজবিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি পূরণে কী কী লাগবে, তা আবারও বিবেচনা করতে বাধ্য। সম্ভবত আমরা আশা করতে পারি যে নতুন প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানী এবং অ্যাক্টিভিস্টরা ইতিহাস পরীক্ষা করে কঠোর তত্ত্বের মাধ্যমে পর্যালোচনা, স্থায়ী ও উদীয়মান অসাম্যের সমাধান করার জন্য শিক্ষাদান এবং গবেষণার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করবেন। আমরা জানি যে সমস্যা এবং ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, কল্পনা করতে হবে, প্রস্তাব করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে এবং বৈষম্য দূর করার উপায়গুলো নির্ধারণ করতে হবে। একটি উন্নত, ন্যায়সঙ্গত ও সমান বিশ্ব গড়তে আমাদের সমাজবিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতিতে অবিচল থাকতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মর্গারেট অব্রাহাম <Margaret.Abraham@Hofstra.edu>

> আন্তবিভাজনগত বৈষম্য নিয়ে

স্থানীয় ও বৈশ্বিক ভাবনা

ক্যাথি ডেভিস, ফ্রি ইউনিভার্সিটি অ্যামস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস এবং **হেলমা লুটজ,** গোথে ইউনিভার্সিটি, ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ২০২০ সালে নারীদের যাত্রা।
কৃতজ্ঞতা: risingthermals/flickr.

আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ধারণাটি সমাজকাঠামো ও পরিচিতির আন্তবিভাজন ও জটিল অবস্থাকে তুলে ধরে। ১৯৮৯ সালে কিম্বেরলে ক্রেনশও দ্বারা প্রবর্তিত ধারণাটি একটি পরিবর্তনের ক্রান্তিকালকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে : একটি উচ্চ পৌনঃপুনিক জায়গা যেখানে বিভিন্ন লিঙ্গ, যৌনতা, সামাজিক শ্রেণি বা জাতিগত পরিচয়ের ব্যক্তিরা ক্রমাগত বিপন্ন অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই রূপকটি সফলভাবে সামাজিক অসমতা সম্পর্কিত বিশ্লেষণ এবং বিতর্কে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এটির বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অবস্থান এবং বৈষম্যের বিভিন্ন ধরনের আন্তবিভাজনকে চিত্রিত করার ক্ষমতা রয়েছে। ক্ষমতার সম্পর্কে ও পার্থক্যের (লিঙ্গ এবং শ্রেণি এবং 'জাতি') বিভাজনে 'অ্যাড-অন' পদ্ধতি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আন্তবিভাজন সম্পর্কিত বৈষম্য একটি নতুন বিষয় প্রতিষ্ঠা করেছিল : এটি ক্ষমতা ও অধীনতার তিন বা ততোধিক মাত্রার মিথস্ক্রিয়ার কাঠামোগত ফলাফল ও প্রক্রিয়াগত গতিশীলতা উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

২০০১ সালে ডারবানে অনুষ্ঠিত বর্ণবাদবিরোধী জাতিসংঘের বৈশ্বিক সম্মেলনের সময় ক্রেনশের নিপীড়ন ব্যবস্থার মধ্যে আন্তবিভাজন সম্পর্কিত ধারণাটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছিল। আজ আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ধারণাটি যে ক্ষেত্রগুলো থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, সেগুলো থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছে : জেন্ডার স্টাডিজ, ক্রিটিক্যাল রেস স্টাডিজ ও আইন। এটি এখন সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম, স্বাস্থ্য অধ্যয়ন, শিক্ষা, সামাজিক ভূগোল, নৃবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য অধ্যয়ন এমনকি স্থাপত্যেও ব্যবহৃত হয়। জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে যে কোর্সগুলো ছাত্রদের গ্রহণ করতে বলা হয় সেগুলোর একটি মূল বিষয় হচ্ছে আন্তবিভাজনগত বৈষম্য। সম্মেলন, একাডেমিক জার্নালের বিশেষ সংখ্যা ও প্রকাশিত বই বেশি পরিমাণে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের ওপর জোর দেয়। যে কেউ 'ইন্টারসেকশনালিটি স্টাডিজ'-এর ক্ষেত্রের কথা এখন বলতে পারে। যেহেতু এই ধারণাটি আমেরিকা থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে, আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ধারণাটি বিশ্বের অনেক অংশে গৃহীত হয়েছিল। এই ছড়িয়ে পড়ার সময়, এ ধারণাটি পরিবর্তিত হয় এবং স্থানীয় অবস্থা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে থাকে। ইউরোপে উদাহরণস্বরূপ, অভিবাসী জনসংখ্যার মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জাতি ও ধর্ম প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে উঠেছিল; যেখানে ভারতে সামাজিক অসমতা বোঝার ক্ষেত্রে 'বর্ণ' গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল। অতি সম্প্রতি, কীভাবে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যকে ধারণায়িত করা হয় বা করা হবে, তা নিয়ে প্রজন্মগত পার্থক্য দেখা দিচ্ছে। ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের মতো সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলো নরগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিতর্ককে এবং বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামকে প্রভাবিত করছে, যা আন্তবিভাজনগত বৈষম্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কাজকে উৎসাহিত করছে।

উন্নয়নের এই ধারাকে বুঝতে হলে আমাদেরকে বর্তমানের আলোকে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। এটা কি যা সমালোচনামূলক পণ্ডিত ও কর্মীদেরকে বার বার আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ধারণাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ধারণাতে এমন কি আছে, যা এটিকে ক্রমাগত পুনরায় উদ্ভাবন করতে হচ্ছে? সর্বোপরি, কীভাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন ভূখণ্ডের জন্য আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ধারণাটি বিশদ ব্যাখ্যা, পুনরায় কাজ ও ব্যবহার করা হচ্ছে?

এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে রুটলেজ থেকে প্রকাশিত হ্যান্ডবুক অব ইন্টারসেকশনালিটি স্টাডিজের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, যা আমরা এখন সম্পাদনা করছি এবং ২০২৩ সালে এটি প্রকাশিত হবে। এই হ্যান্ডবুকটি আর্ন্তজাতিক ও আন্ত-বিষয়ে

>>

বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে লেখা নিয়ে ইন্টারসেকশনালিটি স্টাডিজের গণ্ডির মধ্যে থেকে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্লোবাল ডায়ালগের এই সংখ্যার জন্য আমরা বেশ কয়েকজন লেখককে তাঁদের অধ্যায়গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সরবরাহ করতে বলেছি। ফলাফল হচ্ছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক অসমতাকে বোঝার জন্য আন্তবিভাজনগত বৈষম্যকে ব্যবহার করা হয়েছে এমন কিছু উপায়ের একটি পূর্বরূপ। অ্যান ফনিং তাঁর আলোচনা শুরু করেন দাসপ্রথা ও ঔপনিবেশবাদের ইতিহাস বর্তমানকে যেভাবে চিত্রিত করছে তা বিবেচনায় নিয়ে, এর মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে আমরা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যকে কীভাবে চিন্তা করছি, তার অংশ কেন তাদেরকে হতে হবে। বারবারা জিওভানা বেলো বর্তমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সামাজিক আন্দোলন-ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার এবং #মিটু নিয়ে আন্তবিভাজনগত নজর দিয়ে তাঁর আলোচনা চালিয়ে যান, যা আমেরিকায় শুরু হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ইথেল তুঙ্গোহান দেখান কীভাবে কানাডায় সংঘটিত সাম্প্রতিক অভিবাসী পরিছন্নতা কর্মীদের আন্দোলনকে বোঝার জন্য আন্তবিভাজনগত বৈষম্য অপরিহার্য, যেখানে এটা খুবই দরকার ছিল বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের শক্তিকে একত্রিত করা নিপীড়ন কমানোর জন্য। আন্তবিভাজন অধ্যয়ন বিষয়ের মধ্যে উদ্ভূত বিতর্কগুলোর দিকে ফিরে, আমুন রেক হফার্ট একটি বিশুদ্ধ ছেদমূলক রূপকের সন্ধানের দিকে একটি সমালোচনামূলক নজর দেয়, যা ধারণাটির সঙ্গে সব সমস্যা দূর করবে, পরিবর্তে আন্তবিভাজনগত অসমতা এবং ক্ষমতার কেন্দ্রিকতার ওপর গবেষণায় 'অগোছালতার প্রয়োজন' এর জন্য যুক্তি দেয়। পরিশেষে, আন্তবিভাজন গবেষণার জন্য একটি গবেষণাপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য যখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আহ্বান করা হলো, আমরা (ক্যাথি ডেভিস ও হেলমা লুটজ) দেখালাম কীভাবে প্রতারণামূলকভাবে স্বাভাবিক কৌশল 'অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা' অবলম্বন আমাদেরকে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষমতাকে প্রতিরোধ বা মেনে নেওয়ার বিভিন্ন কৌশলকে বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করতে পারে।

এটিকে একটি সমগ্র হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে, এই সংলাপটি এমন কিছু উপায় দেখায়, যা কীভাবে পণ্ডিত ও কর্মীরা সমভাবে অসমতা, ক্ষমতা এবং সামাজিক রূপান্তরকে উভয় স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে চিন্তা করতে পারে তা আন্তবিভাজনগত বৈষম্য কিছু উপায়ে প্রভাবিত করছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ক্যাথি ডেভিস <lutz@soz.uni-frankfurt.de>
হেলমা লুটজ <k.e.davis@vu.nl>

> অতীতের আন্তবিভাজনগত বৈষম্য

ভবিষ্যতের বৈষম্যকেও প্রভাবিত করে

অ্যান ফিনিক্স, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, যুক্তরাজ্য

ওয়াশিংটন ডিসিতে একজন বিক্ষোভকারী জর্জ ফ্লয়েডের একটি চিহ্ন ধরে আছে। কৃতজ্ঞতা: Obi - @pixel6propix/*আনস্প্ল্যাস, ক্রিয়েটিভ কমন্স*

বর্তমানে খুব কমসংখ্যক ব্যক্তিই এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করবে যে সামাজিক সম্পর্ক, দৈনন্দিন সামাজিক অনুশীলন এবং সমাজব্যবস্থার ক্রিয়াকৌশল বুঝতে হলে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের ধারণাটি বোঝা জরুরি। কারণ, আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের ধারণাটি এসব সামাজিক সম্পর্ক কিংবা সমাজব্যবস্থার ক্রিয়াকৌশলের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। আমাদের সমাজে লিঙ্গগত, সামাজিক শ্রেণিগত, বর্ণগতসহ আরও অনেক ধরনের শ্রেণিবিভাজন লক্ষ্য করা যায়। এই বিভাজনসমূহ অসাম্য, ক্ষমতা সম্পর্ক, এবং সামাজিক অবস্থানের জটিলতা বিশ্লেষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অধিকন্তু কোনো একটি সামাজিক শ্রেণি কীভাবে অন্য সামাজিক শ্রেণি ও তাদের গতিশীলতা, যৌক্তিকতা এবং ঐতিহাসিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত হয় তার ব্যাখা আন্তবিভাজনগত বৈষম্যে পাওয়া যায়।

দাসপ্রথা ও ঔপনিবেশিকতা কীভাবে বর্তমানের বৈশ্বিক ইতিহাস তৈরি করেছে, সাম্প্রতিককালে সমাজবিজ্ঞানীরা ক্রমাগতভাবে সে বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। তথাপি, তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে স্বীকার করার ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা সহজ হয়েছে। যেমন এটি সাম-

>>

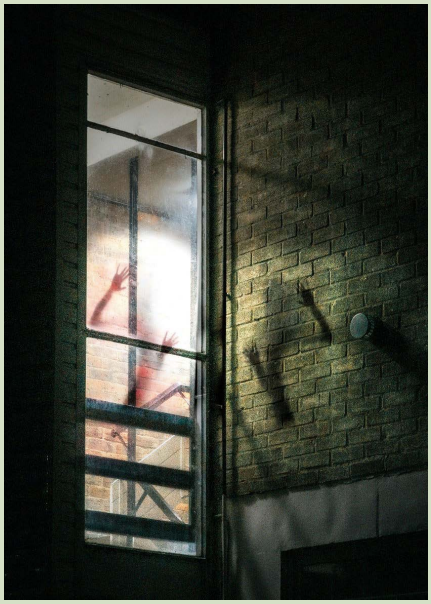

কৃতজ্ঞতা: টমাস উইলমট/আনসপ্ল্যাস, ক্রিয়েটিভ কমন্স

আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের তাড়না শুধু অতীতে নয়, ভবিষ্যতের ক্রিয়াকলাপেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে তুলতে পারে। কৃতজ্ঞতা: হাকাসে/আইস্টোক

াজিক বিভাজন, অন্তর্ভুক্তি এবং বর্জন তৈরি করে এমন সম্ভাব্য পরস্পর বিরোধী প্রক্রিয়াগুলো বুঝতে সাহায্য করেছে। তবে ইতিহাস কীভাবে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের অংশ এ সম্পর্কে বেশি জানা যায়নি। এই প্রবন্ধটি যুক্তি দেয় যে ইতিহাস যে উপায়ে বর্তমানকে তাড়িয়ে বেড়ায়, তা আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের তত্ত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

> ঐতিহাসিক তাড়না

ঐতিহাসিক তাড়না কীভাবে সমসাময়িক সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এবং এটি কীভাবে প্রত্যাশার বাইরে মনোসামাজিকভাবে প্রকাশিত হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ড। ২০২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ অত্যন্ত নির্মমভাবে জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যা করে। বিভিন্ন মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে বিশ্বব্যাপী আমেরিকার বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। এই ঘটনার মাধ্যমে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় এবং আগের চেয়ে অনেক বেশি সমর্থন লাভ করে। ঔপনিবেশিকতা এবং দাসত্বের বর্ণবাদী ইতিহাস যে অনেক সমাজকে তাড়িয়ে বেরিয়েছে, তা জর্জ ফ্লয়েডের এই হত্যাকাণ্ডের (শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্তৃক অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের একটি) প্রতিক্রিয়া থেকেই অনুধাবন করা যায়। এই প্রতিক্রিয়া কয়েক শতাব্দীর বর্ণবাদী নিপীড়নের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই নিপীড়নমূলক ইতিহাসের লক্ষ্যযুক্ত প্রতীককে চিহ্নিত করে, যার মধ্যে দাসত্বে পরিণতকারী ও ঔপনিবেশিকদের মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এভাবে দীর্ঘকালের সমাহিত, অচিন্তিত ইতিহাস আবার ফিরে আসে এবং সমসাময়িক সামাজিক জীবনকে তাড়িয়ে বেড়ায়। এই পুনরুত্থিত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি প্রচারাভিযানের সূচনা ঘটে।

ঐতিহাসিক তাড়নার ধারণাটি মোটেও নতুন নয়। হলোকাস্ট ও ট্রমা-সংক্রান্ত বিভিন্ন উপন্যাস এবং একাডেমিক কাজে ঐতিহাসিক আতঙ্কের বিষয়টি অনেক আগে থেকেই উন্মোচিত। এই আতঙ্কগুলো ভুক্তভোগীদের পরিবার ও বংশধরদের জীবনকেও ব্যাহত করে। তবে সাধারণত এটি অচিহ্নিতই রয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ডের পর যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, সেগুলো কী বার্তা দেয়? সমষ্টিগত ইতিহাসও যে স্বতন্ত্র কিংবা অতীতের উপাদানও যে বর্তমানে ফিরে আসে, তা জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ডের থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান। এ ছাড়া আমরা কীভাবে ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা করি এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতকে বাস্তবে রূপান্তর করি তার কেন্দ্রবিন্দু হলো সমষ্টিগত ইতিহাস।

আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাড়নাতত্ত্বের (হনটোলজি) তাত্ত্বিকীকরণ সামাজিক শ্রেণি বিশ্লেষণের সম্ভাবনাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। কীভাবে মানুষের মধ্যে বিভাজন এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্য তৈরির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও জাতীয় ইতিহাস আন্তসম্পর্কিত ও প্রোথিত হয়, সেই প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে এটি তা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ সংখ্যালঘু বিশ্বের দেশগুলোতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ, শ্রমজীবী মহিলা হওয়ার অর্থ কী, সেটি বোঝার জন্য অন্তর্নিহিতভাবে অপরিহার্য সামাজিক বিভাগগুলো এড়িয়ে যায় এমন প্রজন্মান্তর সম্বন্ধনীয় এবং জাতীয় ইতিহাসকে একত্রিত করা প্রয়োজন। সমানভাবে এই একই ইতিহাস কীভাবে ওই সব দেশের শ্বেতাঙ্গ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, সে বিষয়েও নজর দিতে এটি উৎসাহিত করে।

তাড়নাতত্ত্বে (হনটোলজি) আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু সম্পর্কে আরও কার্যকর প্রশ্ন করতে গবেষকদের সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কোভিড-১৯ অতিমারিতে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে লিঙ্গ, জাতি, অভিবাসন অবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অক্ষমতা, বয়স, আবাসন এবং পেশাগত বিভাজনসমূহ অসুস্থতা ও মৃত্যুহারকে অসম করেছে। যাহোক, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে এই অবস্থাকে ব্যাখা করতে গিয়ে অনেকেই ব্যক্তির জীবনযাপনের পদ্ধতি, বসবাসের স্থান প্রভৃতির কথা বলেছেন এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য তুলে ধরেছেন। তবে বিভিন্ন ফ্যাক্টরের মধ্যে কোন ফ্যাক্টরটি মৃত্যুর জন্য দায়ী সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করা মুশকিল। কারণ, যে ফ্যাক্টরগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলো অনেকাংশে নির্ভর করে গবেষণার বিষয়বস্তু কিংবা পূর্বপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের ওপর। তাই এ বিষয়গুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। অধিকন্তু যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ অবস্থান এবং অনুশীলন তৈরি হয়েছে; কিংবা যে সামাজিক আবেগময় পরিস্থিতিতে সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে, তা সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থপূর্ণ হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ তৈরি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক অসাম্য বিদ্যমান এমন সংখ্যালঘু বিশ্বের দেশগুলোতে যেসব বিষয় বৈষম্য আরও বাড়িয়ে দেয়, সেগুলোতে অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

.

> ভবিষ্যতের আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের তাড়না

বর্তমানের আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের তাড়না একটি সময়-সংক্রান্ত বিষয়। এর কারণ হলো অতীত কীভাবে বর্তমানের অংশ তা দেখানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের কর্ম কীভাবে উৎসাহিত হয় এটি তা তুলে ধরে। 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনের পুনরুত্থানের মতো ঘটনার মাধ্যমে অতীত বর্তমানের

>>

ঘানার সানকোফা পাখি। টুই ভাষায় "সানকোফা" শব্দের অর্থ "অতীতে ফিরে যান এবং যা দরকারী তা সামনে আনুন।" আকানের লোকেরা এটিকে হৃদয় হিসাবে বা একটি পৌরাণিক পাখি হিসাবে চিত্রিত করে, যার পা দৃঢ়ভাবে নিজের পিছনে তার ঠোঁট মোচড় দিয়ে সামনের দিকে ধরে রাখে, এর মুখ থেকে মূল্যবান, ভবিষ্যতের জীবনদাতা ডিম আসে। কৃতজ্ঞতা: টাটাডোনেটস/আইস্টোক

মধ্যে ফুটে উঠুক কিংবা এটি একটি বিষণ্ন এবং নামহীন বিষয় হিসেবে উপস্থিত থাকুক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই সময়ের ধারণাটি সত্য। অধিকন্তু উভয় ঘটনার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য যে অতীতের তাড়না সমস্যাপূর্ণ অবস্থানের উদ্ভব ঘটিয়েছে, যার ফলে নতুন গল্প তৈরি যেমন প্রয়োজন, তেমনি ভবিষ্যতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করাও জরুরি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলো দৈনন্দিন চর্চাকে প্রভাবিত করে এবং সামাজিক সম্পর্ককে প্রসারিত করে, সম্ভাব্য ভবিষ্যতকে বাধাগ্রস্ত করে বা সহজতর করে। তাড়নাসমূহ যখন চেতনায় আবির্ভূত হয়, তখন মানুষের মধ্যে সৃষ্ট অনুরণনসমূহ ভবিষ্যতের কর্মকে প্ররোচিত করে এবং আরও আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের দাবি করে। এই পরিস্থিতিতে একটি বিশেষ সামাজিক বিভাগের মানুষের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, আশা এবং দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে ভিন্ন হতে পারে, তা আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ব্যাখা করতে সাহায্য করে।

সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারী ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নতুন লৈঙ্গিক বা জাতিগত আখ্যানের জন্ম দিচ্ছে। এর মাধ্যমে নতুন নতুন আন্দোলন গড়ে উঠছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের #তারনামবলো (#SayHerName) সামাজিক আন্দোলন এখন বেশ জনপ্রিয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে পুলিশের দ্বারা সংঘটিত লৈঙ্গিক ও জাতিগত কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডের স্বীকার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের স্বীকৃতি মিললেও নারী ও শিশুদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো প্রচারের মুখই দেখছে না। সুতরাং সম্পর্ক ও প্রভাবের সন্নিবেশ না জেনে কোন এক ব্যক্তির ওপর ইতিহাসের প্রভাব বোঝা যায় না। এর কারণ হলো এই সম্পর্ক ও প্রভাবসমূহ বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে এবং আমাদের প্রতিদিনের অনুশীলনের মধ্যেই প্রোথিত আছে এবং একইসঙ্গে এগুলো বর্ণবাদ ও লিঙ্গবাদের জন্ম দেয়। এ ক্ষেত্রে কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে কোন বিভাগগুলো উদ্ভূত হচ্ছে, তা বোঝা এবং সামাজিক অবস্থান, মানসিক সংযুক্তি, অবস্থান ও ক্ষমতা সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতা সুস্পষ্ট নয়। এর মানে হলো যে এটা ধরে নেওয়া যায় না যে সামাজিক বিভাগগুলো শুধু তখনই প্রাসঙ্গিক, যখন সেগুলোতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় বা দৃশ্যমানভাবে কাজ করে। অধিকন্তু এর অর্থ হলো যে জাতি-রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত বৈধ ইতিহাসগুলো আন্তবিভাজনগত বৈষম্য বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, এই জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে কিংবা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এক সময় নীরব ইতিহাস সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিদিনের বর্জনীয় বা অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের সঙ্গে জড়িত সামাজিক সম্পর্কসমূহ বর্তমানকে তাড়িত করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য: অ্যান ফিনিক্স: <a.phoenix@ucl.ac.uk>

> সামাজিক আন্দোলন নিয়ে

আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের দৃষ্টিকোণ

বারবারা জিওভানা বেলো, ইউনিভার্সিটি অব মিলান, ইতালি এবং আইনের সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত আইএসএ গবেষণা কমিটির বোর্ড সদস্য (আরসি১২)।

কৃতজ্ঞতা: রাফায়েল ডিন্ডল।

২০১৩ ও ২০১৭ সাল থেকেই #ব্লাক লাইভস ম্যাটার (বিএলএম) এবং #মিটু আন্দোলন দুটি সমগ্র বিশ্বজুড়ে ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। মূলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বহুল ব্যবহারের কারণেই এ দুটি আন্দোলন বিশ্বব্যাপী অনেকের নজর কেড়েছে। এ আন্দোলনগুলো মূলত আমেরিকা এবং অন্যত্র নারী ও কৃষ্ণাঙ্গদের ওপরে চলমান পদ্ধতিগত সহিংসতার বিরুদ্ধে সবাইকে জাগিয়ে তোলে।

> উৎপত্তি

ট্রেভন মার্টিনের খুনিকে খালাস দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় আলিসিয়া গার্জা, প্যাট্রিস কুলারস ও ওপাল টোমেটির হাত ধরে ২০১৩ সালে বিএলএম আন্দোলনটির সূত্রপাত হয়। এটিকে প্রথম ইন্টারনেটভিত্তিক আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার নেতৃত্বে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ, নারী ও সমকামীরা। অন্যদিকে #মিটু আন্দোলনের একটি ভিন্ন ইতিহাস রয়েছে। এ আন্দোলন ২০০৬ সালে কৃষ্ণাঙ্গ কর্মী তারানা বর্কি শুরু করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল নারী, যুবতি, সমকামী, লিঙ্গ রূপান্তরকারী ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী কৃষ্ণাঙ্গদের একত্রিত করে তাঁদের ওপরে সংঘটিত যৌন সহিংসতার ট্রমা উপশম করা। পরবর্তী সময় আন্দোলনটি ২০১৭ সালে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে মূলত হার্ভে ওয়েইনস্টেইনের কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটার পরে। সে সময়কার খ্যাতিমান তারকা আলিসা মিলানোর একটি টুইটার পোস্টকে কেন্দ্র করে আন্দোলনটি বিশ্বের সবখানে ছড়িয়ে পড়ে। আলিসা টুইটারে সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত নারীদেরকে ক্ষুদে বার্তা দিয়ে অনুরোধ জানান, তাঁরা যেন তাঁদের ওপরে সংঘটিত যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলো হ্যাশট্যাগ #মিটু দিয়ে প্রকাশ করেন।

> ‘‘উভয় বা এবং’’ দৃষ্টিকোণ

কেউ একজন জিজ্ঞাসা করতেই পারেন, কেন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের দ্বারা শুরু করা দুটি আন্দোলন, যা শুরু থেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে আন্তবিভাজনগত ছিল কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে উভয় দিক থেকেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। আমরা দেখতে পাই, কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষেরা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা বর্ণবাদী সহিংসতার শিকার হয়েও নিজেদের জোরালো অবস্থানের কারণে সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসেবে সব সময় বিবেচিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে যৌন নির্যাতনের হুমকি না থাকায় শ্বেতাঙ্গ মহিলারাও শ্রমবাজারে প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

>>

কিন্তু এসব জায়গায় কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের কণ্ঠস্বর ও অভিজ্ঞতা বরাবরের মতই অনুপস্থিত থেকেছে। কেন তারা অনুপস্থিত এবং আন্তবিভাজনগত পদ্ধতির মাধ্যমে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, তার কিছু সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

> সামাজিক ন্যায়বিচারের অসম প্রশ্ন

প্রথমত, লিঙ্গ ও জাতিগত পার্থক্যের কারণে স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসেবে উপভোগ করা ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদাকে কাঠামোগত স্তর থেকেই আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কেননা এটি তাদের মধ্যকার পারস্পরিক আন্তসম্পর্ককে প্রভাবিত করে এবং একই সঙ্গে ক্ষমতা কাঠামোর উচ্চ স্তরের সঙ্গেও তাদের পার্থক্য নিরূপণ করে। প্রকৃতপক্ষে বিএলএম আন্দোলন শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য এবং বর্ণবাদী সহিংসতা পুনরুৎপাদনের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের এক হওয়ার আহ্বান জানায়। এর বিপরীতে রক্ষণশীলরা 'অল লাইভস ম্যাটার' ও 'ব্লু লাইভস ম্যাটার' নামে পাল্টা দাবি তোলে। এর ফলে কৃষ্ণাঙ্গ নারী ও সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মর্যাদার দাবি কিছুটা হ্রাস পায়। অন্যদিকে #মিটু আন্দোলন সারা বিশ্বের সব নারীর (বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী) একত্রিত করে পুরুষতন্ত্রের উচ্ছেদ করতে চায়। পাশাপাশি, এটি যৌন সহিংসতার ঝুঁকি ছাড়াই কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতার চর্চা করতে চায়, যা কিনা কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের জন্য আরও বেশি কঠিনতর। তবে উভয় আন্দোলনই সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন উত্থাপন করে, কিন্তু তারা সেগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে, এই যা।

> বিশেষাধিকারের স্ব-স্থায়ীতা

দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের পর্দার আড়ালে থাকার নেপথ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মূলধারার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর বেশ সরব ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে এসব গণমাধ্যমগুলোতে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবরের চিত্র এবং তাদের আর্তনাদ- ''আমি শ্বাস নিতে পারছি না'' আমাদের কর্ণকুহরে পৌঁছালেও খুন হওয়া কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের ভাষ্য এখানে অনুপস্থিত। একইভাবে শ্বেতাঙ্গ নারীদের যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে নেওয়া প্রতিবাদ জোড়েসোড়ে উচ্চারিত হওয়ার কারণে অন্যান্য নারীদের এসব ব্যাপারে নেওয়া কর্মসূচি কখনো আলোর মুখ দেখে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে উভয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রেণিগত অবস্থান বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শ্রেণি-জাতি-লিঙ্গের পরিচয়ের কারণে যে বিশেষ অধিকার পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়; উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, নারীসহ শ্বেতাঙ্গরা সমাজের উচ্চ আসনে আসীন, এসবই গণমাধ্যমের কারসাজি এবং সেগুলো বারংবারই পুনরুৎপাদিত হতে থাকে।

এই দুটি পর্যবেক্ষণ প্রথমত #মিটু আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসমর্থন পাওয়ার কারণ এবং কেন কৃষ্ণাঙ্গ ও প্রান্তিক নারীদের অবনমন হলো তার কারণ ব্যখ্যা করে। একই সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ককে লঘু করার মাধ্যমে কীভাবে সব নারীর কণ্ঠস্বরকে তুলে আনা যায়, সেই পরামর্শও দেয়।

> কেন আমাদের আন্তবিভাজনগত বৈষম্য দরকার

তৃতীয়ত, কৃষ্ণাঙ্গ নারী হত্যা ও তাদের উপর যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনাগুলোকে সার্বজনীনভাবে সব নারী এবং কৃষ্ণাঙ্গদের দুঃখ হিসেবে এখনো দেখা হয়। সুতরাং বর্ণবাদী ও যৌনতাবাদী সহিংসতা যথাক্রমে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ও শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের ক্ষেত্রে ঘটে এমন পাবলিক ডিসকোর্সকে আন্তবিভাজনগত পদ্ধতির মাধ্যমে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

চতুর্থত, সামাজিক নির্মাণগুলো কীভাবে দৈহিক আধিপত্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ব্যাখ্যা করে। এই যে দেহের নির্মাণের সমাজতত্ত্ব তা কিন্তু বিএলএম আন্দোলনের সময়ে অমানবিকরূপে প্রকাশ পেয়েছিল এবং আমরা দেখি #মিটু আন্দোলনের সময়ে সেগুলোকে ধামাচাপা দেওয়া গিয়েছিল। আমরা আরও দেখি, কৃষ্ণাঙ্গ নারীদেরকে সামাজিকভাবে নানা রূপে বিনির্মাণের (উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এরা আক্রমণাত্মক, অতিমানবীয়, হাইপারসেক্সুয়ালাইজড) ফলে রাষ্ট্রশক্তি এদের ওপরে ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা সম্মতিহীন যৌনতার বৈধতা দেওয়ার প্রয়াস পায়, যা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। ওয়েইনস্টাইনের ক্ষেত্রেও আমরা এমনটাই ঘটতে দেখেছি : বিশেষভাবে কৃষ্ণাঙ্গ কেনিয়ান-মেক্সিকান অভিনেত্রী লুপিতা নিয়ং'ওকে প্রকাশ্যে অপমানসূচক মন্তব্যের জন্য তিনি বিতর্কিত হয়েছিলেন। একইসঙ্গে শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের ধর্ষক হিসেবে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদেরকে দোষারোপ করার নীতি, কৃষ্ণাঙ্গদের ভিত্তিহীন অপরাধের দিকে পরিচালিত করে এবং অতীতের নারীদের অবমাননার ঘটনাগুলোকে বৈধতা দেয়। এর ফলে অনেক শ্বেতাঙ্গ নারীদেরকে #মিটু আন্দোলনের মূল মটো ''নারীদেরকে বিশ্বাস করুন'' এর সঙ্গে সংহতি জানাতে দেখা যায় না, যার ফলে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে প্রভাব পড়তে দেখা যায়।

> সামনে এগিয়ে যেতে চাই

পরিশেষে একটি অনুসন্ধানমূলক উপায় হিসেবে আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার প্রভাবের ওপরে দৃষ্টিপাত করে। একই সঙ্গে *কেইশা লিন্ডসের* মতে, কাকে সমর্থন করব ও কীভাবে সেগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করে। আমরা আরও দেখতে পাই, উভয় আন্দোলনেই যখন শুরুর দিকের আন্দোলনকারীরা এবং তাদের কর্মীরা অগোচরে থাকা মানুষকে সম্মুখে আনার চেষ্টা করছেন তখনো অনেকেই একক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। সে কারণেই এদের নেওয়া উদ্যোগগুলো বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর গণমাধ্যম এবং অনলাইন যোগাযোগমাধ্যমে আসা দরকার। এই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে আফ্রিকান-আমেরিকান পলিসি ফোরাম (এএপএফ) এবং সেন্টার ফর ইন্টারসেকশনালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল পলিসি স্টাডিজের (সিআইএসপিএস) উদ্যোগে # ঝধু যবৎ হধসব (#তার নাম বলো) প্রকল্পটির সূচনা হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল পুলিশের দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের (রূপান্তরিত এবং ননকনফার্মিং মহিলারাও এর অন্তর্ভুক্ত) ওপরে ঘটে যাওয়া যেকোনো ধরনের সহিংসতার মোকাবিলা করা। একইভাবে #মিটু (আমিও) এবং #আসটু (আমরাও) আন্দোলনগুলোও ধারাবাহিকভাবে নারী, অদক্ষ শ্রমিক এবং এলজিবিটিকিউআই+দের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলো মোকাবিলা করতে চায়।

সে কারণে ''আন্তবিভাজনগত বৈষম্য প্রশ্নটি'' বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইন্টারনেটের প্রায়োগিক ব্যবহার করা উচিত বলে আমি মনে করি। প্রকৃতপক্ষে বহুজাতিকতা ও ওয়েব যোগাযোগের সম্প্রসারণ শ্বেতাঙ্গ নারী ও কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের বিষয়ে জোর দিতে বলে। তা ছাড়া কেউ কেউ যে আলোচনায় অনুপস্থিত সেদিকেও তারা দৃষ্টিপাত দেয়। একইভাবে বর্তমান গ্যাপ খুঁজে বের করে কে নেই, কেন নেই সে ব্যাপারে তড়িৎ পদক্ষেপ নেওয়ারও পরামর্শ দেয়। তাই আমরা বলতে পারি এসব ভার্চুয়াল স্পেস ব্যবহার করে বিএলএম এবং #মিটু আন্দোলন আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের সব অনলাইন ও অফলাইন অ্যাজেন্ডা জোট বেঁধে বাস্তবায়ন করতে পারে। এই যূথবদ্ধতার প্রসঙ্গে আমেরিকান আইনজীবী এবং অ্যাক্টিভিস্ট *মারি মাতসুদাকে* স্মরণ করতে চাই। তিনি বলেছিলেন, ''আমরা, ইতিহাসের এই মুহূর্তে, জোটে জড়িত না হয়ে, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিশেষাধিকার এবং অধস্তনতার সব অবস্থান জুড়ে একে অপরের সঙ্গে দেখা করার জন্য পৃথক স্থান থেকে বেরিয়ে না এসে ফলপ্রসূভাবে [...] যুক্ত হতে পারি না।'' ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
বারবারা জিওভানা বেলো <barbara.bello@unimi.it>

> আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক সংহতি এবং অভিবাসী পরিচর্যা কর্মী

ইথেল তুঙ্গোহান, ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, কানাডা

২০১৮ সালের এপ্রিলে, প্রাক্তন লিবারেল পার্টির অভিবাসনমন্ত্রী আহমেদ হুসেন ঘোষণা করেছিলেন যে কানাডিয়ান *লিভ-ইন কেয়ারগিভার* প্রোগ্রাম ২০২০ সাল থেকে স্থায়ী বসবাসের জন্য আর আবেদন গ্রহণ করবে না। এই ঘোষণা কানাডার অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের সংগঠনগুলোকে হতাশ করেছে যে সংগঠনগুলো অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের আন্দোলনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল। টরন্টোতে অভিবাসীদের আন্দোলন বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানের কর্মী এবং স্পষ্টত ভিন্ন আদর্শিক লক্ষ্য ও অ্যাজেন্ডার সংগঠনকে সমন্বয় করে গঠিত হয়েছে।

>সব অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের জন্য কীভাবে স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা যায়

টরন্টোর ওয়ার্কাস অ্যাকশন সেন্টারে তাড়াহুড়ো করে মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন অভিবাসী সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল। পরিচর্যা কর্মীদের কানাডায় স্থায়ী বাসস্থান পাওয়া উচিত বলে সম্মত হওয়ার পরে, এই আন্দোলনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ, সব অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের স্থায়ী বসবাসের দাবি অর্জন করা যাবে কীভাবে এ অবস্থায় আন্দোলনটির সমাপ্তির শুরু হয়। কোন বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সেই বিষয়েও সমস্যা ছিল এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয়েছিল :

কে কার পক্ষে কথা বলছে? এই প্রচারণায় সত্যিই কি ঝুঁকি আছে? আমাদের সম্মিলিত শক্তিগুলো কি আইনি সংস্কারের দিকে যাওয়া উচিত বা আমাদের কাঠামোগত বৈষম্যগুলোও বিবেচনা করা উচিত, যা অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের তাঁদের পরিবার ছেড়ে কানাডায় কাজ করতে বাধ্য করে?

> প্রস্তাবগুলো প্রত্যাহার

এই প্রশ্নগুলো উত্তরহীন অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রয়ে গিয়েছে। তবুও পরিচর্যা কর্মীদের সংগঠনগুলো প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলোর বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা করতে সফল হয়েছে এবং নিশ্চিত করেছে যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো চলমান সংলাপের অংশ হয়ে উঠেছে। গণমাধ্যমের বার্তা ও প্রতিবাদের মাধ্যমে তারা স্পষ্ট করেছে যে পরিচর্যার কাজ কানাডিয়ান সমাজের একটি মূল্যবান অংশ এবং অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীরা, যাদের অধিকাংশই জাতিবিদ্বেষীর শিকার এবং দক্ষিণ বিশ্বের দেশ থেকে আসা শ্রমজীবী নারী যারা কর্মশক্তির একটি অপরিহার্য অংশ। তাদের সক্রিয়তার ফলস্বরূপ, লিবারেল সরকার তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে এবং অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের জন্য কানাডার নাগরিকত্ব অর্জনের নতুন পথ তৈরি করে। বর্তমানে বিলুপ্ত লিভ-ইন কেয়ারগিভার প্রোগ্রামের অধীনে কানাডিয়ান নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হয়েছিল এবং তার প্রচলিত পথগুলো করণীয় থেকে অনেক দূরে ছিল। তবুও স্থায়ীভাবে বসবাসের উপায়গুলো খোলা রাখা হয়েছিল এবং পরিচর্যা কর্মীদের জোটগুলোকে এই বলে স্বস্তি দেওয়া হয়েছিল যে তারা নাগরিকত্বের অধিকার বঞ্চিত হওয়ার হুমকি থেকে মুক্ত।

> আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক দর্পণ

চার বছর পরে, ২০২২ সালে এই আলোচনাগুলো পর্যালোচনা করার সময়, আমার মনে হয় যে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক কাঠামো-অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের আন্দোলন, বিশেষ করে, সাধারণ সামাজিক আন্দোলনের কর্মীরা প্রায়শই যে কঠিন সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন, তা সামনে নিয়ে আসে। প্রথমত, একাধিক ও অধিক্রমণ সামাজিক অবস্থান পেরিয়ে একটি সমন্বিত ঐক্যের মাধ্যম তৈরি করতে অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হয় এবং এতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো নির্ণয় করতে সাহায্য করে আন্তবিভাজনগত বৈষম্য। উত্তেজনা আরও বাড়ে, যখন সবচেয়ে বেশি আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের শিকার যাদের কথা বলার ক্ষমতা সবচেয়ে কম, সেই মানুষগুলোর মধ্য থেকেই কোন কর্মী আন্দোলনের প্রকৃত কণ্ঠস্বর হতে পারে। এখনো সবচেয়ে জরুরি হলো তাদের চাহিদাগুলো সামনে নিয়ে আসা। তাই মানুষের চাওয়া-পাওয়াগুলো বিশেষ করে, যারা সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, সেই সব মানুষের চাহিদাগুলো তুলে ধরার একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে যে অসুবিধাগুলো সামনে আসে, সেগুলো আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, একটি আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক দর্পণ এটাও প্রকাশ করে যে কীভাবে অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের আন্দোলন আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের কারণে উপকৃত হয়েছে। অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের সংগঠনগুলো আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক জোট হিসাবে নিজেদেরকে প্রচার করে, যা বিভিন্ন আন্দোলন এবং বিভিন্ন সদস্যপদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তারা প্রায়ই শ্রমিক আন্দোলন ও নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জোট গঠন করে। কানাডায় অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীরা যাদের পারিবারিক অক্ষমতার কারণে তাদের নাগরিকত্বের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তাদের স্বার্থে এই সংগঠনগুলো কাজ করে, পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার আন্দোলনের সঙ্গেও জোট গঠন করতে চাইছে। বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে কাজ করার এই সুযোগটি অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের সচেতনতা আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। ফার্নান্দো টর্মোস-আপোন্টে ও আমি একটি আসন্ন প্রকাশনায় লিখছি, যেখানে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক সংহতি তৈরির ক্ষমতা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে দেখিয়ে দেয় যে তাদের ভাগ্য পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রগতিশীল সংগঠনগুলো যেগুলো অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের আন্দোলনের অংশ ও অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি তারা সমষ্টিগতভাবে খুজে পায় যে তারা মূল প্রচারণায় যোগ দিয়ে এবং জনসাধারণের বক্তৃতাকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে নিপীড়ন হ্রাস করতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে।

>>

“আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ব্যবহার করে এই আন্দোলনগুলো বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়াটি আমাদের অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের আন্দোলন দ্বারা গৃহীত পদ্ধতির প্রবাহকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে”

> বিলুপ্তি বনাম সংস্কার

একটি আদর্শিক কর্মপরিকল্পনার প্রশ্নে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে মতামতের ভিন্নতা দেখা দেয়। এখানে একটি আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক দর্পণ আবারও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়। কিছু অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের সংগঠন মনে করে, কমবাহী রিভার কালেকটিভেল আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্দোলনগুলো শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং পুরুষতন্ত্রেরর একত্রিত শক্তি কাঠামোকে বিলুপ্ত করার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। এখনো অন্যান্য সংগঠনগুলো বিবেচনা করে যে তাদের প্রচেষ্টাগুলো নীতি পরিবর্তনের জন্য সর্বোত্তমভাবে পরিচালিত হয়। আমার বই, কেয়ার অ্যাক্টিভিজম : মাইগ্রেন্ট ডমেসটিক ওয়ার্কার, মোভমেন্ট- বিল্ডিং এন্ড কমিউনিটি অব কেয়ার, যেটি শিগগির প্রকাশ পাবে, সেখানে আমি এই বিভাগগুলোকে বিলুপ্তি বনাম সংস্কারের ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করেছি : কিছু সংস্থা আন্দোলনের সাফল্যকে বিলুপ্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি হিসেবে দেখে এবং অন্যরা নীতি পরিবর্তনের ভিত্তি হিসেবে দেখে।

> কোভিড-১৯-এর প্রভাব

কোভিড-১৯ মহামারি এই মতাদর্শগত বিভাজনের অনেকগুলোকে উপেক্ষা করেছে এবং আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক বিশ্লেষণকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। যদিও আমি এখনো মনে করি যে বিভিন্ন সংগঠনের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত মতাদর্শের ওপর নির্ভর করে। আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ব্যবহার করে এই আন্দোলনগুলো বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়াটি আমাদের অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের আন্দোলন দ্বারা গৃহীত পদ্ধতির প্রবাহকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। আন্তবিভাজনগত বৈষম্য, ক্ষমতার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের ওপর জোর দেয় যা প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কাঠামোর পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে এবং ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে; এবং সেগুলো হ্রাস করে দেখিয়েছে যে কীভাবে কোভিড-১৯ অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের জন্য বিপর্যয়কর ছিল : রাষ্ট্রীয় নীতি এবং কর্মক্ষেত্রের অবস্থার পরবর্তী পরিবর্তনগুলো ধ্বংসাত্মক ছিল।

মহামারিটি কানাডায় অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের আন্দোলনের জন্য একটি ইশারা ছিল, যা আন্দোলনের মধ্যে সক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে। ২০১৮ সালে বিরোধপূর্ণ অবস্থান গ্রহণকারী একই সংগঠনগুলোর মধ্যে অনেকগুলো মহামারি চলাকালে অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের সমর্থনে এবং আরও দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে উন্নত নীতির আহ্বান জানাতে একত্রিত হয়েছিল। এই পরিবর্তনগুলো কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণকে একটি মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে গ্রহণ করতে কাজ করবে। মহামারিটি অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের আদিবাসী আন্দোলন, সঙ্গে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার এবং অন্যান্য প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জোট গঠনের গুরুত্বকে নতুন করে বিবেচনা করার সাহস জুগিয়েছে। তাদের ভাগ্যকে অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ভাবে মিলতে দেখে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক সংহতির প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য: ইথেল তুঙ্গোহান <tungohan@yorku.ca>

> সঠিক আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক রূপকের অন্বেষণ

আমুন্ড রেক হফার্ট, অসলো বিশ্ববিদ্যালয়, নরওয়ে

আন্তবিভাজনগত বৈষম্য প্রায়শই রাস্তা ও আড়াআড়ি পথের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। কৃতজ্ঞতা: জেরেমি বিশপ/আনস্প্ল্যাস.

ভাষা প্রাত্যহিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় রূপেই রূপকে পরিপূর্ণ। যদি আপনি লেখার মধ্যে রূপকগুলো খুঁজতে থাকেন, তাহলে দেখবেন এগুলো মাশরুমের মত গজিয়ে উঠেছে। রূপক-অলংকার ব্যবহার করে অভিব্যক্তিগুলো শব্দের পরিচিত অর্থকে পরিবর্তন করে অন্য কিছুকে চিত্রিত করে। বিভিন্ন রূপক যেমন-ভগ্নহৃদয়, একটি খারাপ আপেল, একজনের নৈতিক পরিধি, দেরিতে প্রস্ফুটিত, দুই ধারের তলোয়ার ইত্যকার সুপরিচিত জিনিসগুলোকে গতানুগতিক ধারা ব্যতিরেকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে এবং সেগুলোকে নতুন অর্থে রূপান্তরিত করে, যা আশ্চর্যজনক। আমাদের প্রাত্যহিক এবং একাডেমিক ভাষায় রূপকের সম্পদের অনুসন্ধান প্রকাশ করে, কেন তারা বিশেষ কিছু যা নিয়ে আমরা 'জীবনযাপন করি', যেমনটি ১৯৮০ সাল থেকে জর্জ ল্যাকপ এবং মার্ক জনসন তাঁদের রূপকের ওপর ক্ল্যাসিক রচনায় রেখেছিলেন। ভাষার প্রান্তিক ঘটনা থেকে বেশ দূরে গিয়ে, রূপক যা অসাধারণভাবে কবিতা এবং অলংকার শাস্ত্রের অন্তর্গত, আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাভাবনা এবং কর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

> ক্রেনশো-এর ট্রাফিক আন্তবিভাজনগত বৈষম্যে

কিম্বার্লি ক্রেনশো ১৯৮৯ সালে 'জাতি ও লিঙ্গের আন্তবিভাজনগত বৈষম্যে সীমাবদ্ধকরণ : একজন কৃষ্ণাঙ্গ-নারীবাদী সমালোচনা বিরোধী মতবাদ, নারীবাদী তত্ত্ব এবং বর্ণবাদবিরোধী রাজনীতি' প্রবন্ধতে একটি ট্রাফিক সংযোগের রূপকের মাধ্যমে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক ধারণাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের বৈষম্যের অভিজ্ঞতাকে একাধিক দিক থেকে ট্রাফিকের দ্বারা চালিত হওয়ার অভিজ্ঞতা হিসাবে কল্পনা

>>

করার মাধ্যমে ক্রেনশো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনগত মামলাগুলোর বিশ্লেষণের সঙ্গে বিশেষভাবে উদ্দীপক-চিত্র প্রদান করেছেন যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনি মহিলারা বৈষম্য বিরোধী ফাটলগুলোর মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। যদিও ট্রাফিক আন্তবিভাজনগত বৈষম্যে তখন থেকে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের কেন্দ্রীয় চিত্র হিসেবে নেয়া হয়েছে, আবার এটি বেশ সমালোচনার ভাগীদারও হয়েছে। বেশির ভাগ আপত্তি ট্রাফিক আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের চিত্রের সংযোজন মাত্রার ওপর কেন্দ্র করে : এটি সামাজিক বিভাজনগুলোকে আলাদা এবং স্বাধীন হিসেবে স্বীকৃত করে, যেমন লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণি এবং যৌনতা-যা একে অপরের সঙ্গে তাদের যুক্ত করা সম্ভব করে তোলে। এটা অস্বীকার করা কঠিন বলে মনে হচ্ছে ট্রাফিক মোড়ের চিত্রটি এই অর্থে সংযোজনমূলক যে এটি স্বাধীন রাস্তাগুলোকে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের দিকে এবং বাইরে ধাবিত করে। ক্রেনশোর প্রবন্ধ প্রকাশের পর থেকে যে তিন দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, তাতে প্রচুর পরিমাণে কম বেশি উদ্ভট বিকল্প রূপকের প্রস্তাব করা হয়েছে। তা-রপর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে পরিণত হয়েছে, যেখানে আন্তবিভাজনগত বৈষম্য আবর্তিত হচ্ছে : রূপক এবং উপমা দিয়ে ক্রমাগত নতুন ব্যাখ্যা এবং বিশদ বিবরণ প্রদান করে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে।

> সমস্যা সমাধানের একাধিক উপায় রয়েছে!

মজার ব্যাপার হলো আন্তবিভাজনগত বৈষম্য বিষয়ক ট্রাফিক আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের চেয়েও বেশি বিমূর্ত কিছু রূপক রয়েছে যেগুলোর বিকল্প প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন যেমন অক্ষ, হস্তক্ষেপ, রূপরেখা, সম্মিলন, ফ্রাক্টাল, ফাটল (ইন্টারস্টিসেস), ভেক্টর, ভূসংস্থান (টপোগ্রাফি) এবং উত্থানের বিশৃঙ্খল স্থান ইত্যাদি। যারা আরও স্পষ্ট অঙ্গনে রূপক খুঁজছেন, তাদের জন্য রান্না এবং বেকিংয়ের ক্ষেত্রটি স্পষ্টতই অনুপ্রেরণাদায়ক। কারণ, আন্তবিভাজনগত বৈষম্য চিনি, কুকিজ, স্তরায়িত কেক, মার্বেল কেকের স্তর, বাটার এবং স্টুয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। রান্না করা এবং খাওয়ার একটি দিক রয়েছে, যেটি পণ্ডিতদের আরও ভালো আন্তবিভাজনগত বৈষম্য রূপকের সন্ধানের ওপর প্রভাব ফেলেছে : উপাদানগুলো যেভাবে মিশ্রিত হয়, মিলে যায় এবং একে অপরের মধ্যে প্রবাহিত হয়; বিভিন্ন অংশ মিলে যখন পরিপূর্ণ হয়, সম্পূর্ণ অংশ যখন বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়; বিভিন্ন উপাদান একাকার হয়, উপচে পড়ে এবং একসঙ্গে চিবিয়ে খাওয়া হয়। খাদ্যেও পর্বতসম রূপকের ভিড়ে একটি উদাহরণ হলো স্যানন সুলিভানের স্টু, যা তার ২০০১ সালের বই- 'লিভিং আক্রোস অ্যান্ড থ্রো স্কিনস'-এ উপস্থাপিত হয়েছে। গলানো পনিরের তৈরি একটি সুগন্ধী খাদ্য (ফনডু) যেখানে উপাদানগুলো একত্রে গলে যায় এবং বিচ্ছিন্ন হয় এর বিপরীতে সুলিনের স্টুতে থাকা শাকসবজি পাত্রে তাদের নিজস্ব 'পরিচয়' ধরে রাখে কিন্তু একই সঙ্গে অন্যান্য সবজির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় তারা রূপান্তরিতও হয়। আন্তবিভাজনগত বৈষম্যমূলক সামাজিক সম্পর্ক এবং পরিচয়ের রূপক হিসেবে স্টুকে চিন্তা করলে, একজনের সামাজিক পরিচয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে গতিশীল এবং পারস্পরিকভাবে সম্পর্ককে তৈরির বিষয়টি পাত্রের শাকসবজির মতো অলংকৃত হয়, যেমন জাতি, লিঙ্গ, শ্রেণি, যৌনতা, বয়স, সক্ষমতা বা অক্ষমতা এবং আরও অনেক কিছু।

> আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের বিশাল জঞ্জাল

অন্যান্য পণ্ডিতরা রাস্তা এবং ক্রসরোডের ট্রাফিক চিত্রের রূপক নিয়ে কাজ চালিয়ে গেছেন। এ্যান গ্যারি তাঁর ২০০১ এর প্রবন্ধ "ইন্টারসেকশনালিটি, মেটাফোর্স এবং মাল্টিপলিসিটি অব জেন্ডার"-এ ট্রাফিক ইন্টারসেকশনের ধাপে ধাপে আরও উপাদানের সংযোজন করেন : উপাদানগুলো যা ক্রেনশোর মূল রূপকের ওপর রচিত, কিন্তু একই সঙ্গে এটিকে আরও জটিল করে তোলে। গ্যারি এটাকে আরও সহজ করতে এবং নিপীড়ক ব্যবস্থাগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে আরও অনেক রাস্তা, আরও গাড়ি এবং একটি গোলচত্বর সংযুক্ত করেছেন। তবুও এই যুগের উপাদানগুলো এখনো ট্রাফিক আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের চিত্রের সীমাবদ্ধ অনুভূমিকতা প্রকাশ করতে পারে না। এটি করার জন্য আমাদের অবশ্যই গোলচত্বরের সমতল কাঠামোর বাইরে যেতে হবে। বিশেষ অধিকার এবং নিপীড়নের কাঠামো কীভাবে একসঙ্গে কাজ করে এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা বোঝাতে উলম্বতার একটি উপাদান প্রয়োজন। এই জায়গায় গ্যারি পর্বতকে গ্রহণ করে এবং তারপর পর্বতের চিত্রের সঙ্গে চলমান তরলও প্রবর্তন করে। আবার, প্রেষণা নিশ্চিত করে ছবি থাকবে সরল, কঠিন এবং অবিচ্ছিন্ন। গ্যারি ফলাফলসমূহ নিম্নের মত করে কোন বিনির্মাণ করে : তরলগুলো পাহাড় থেকে একটি চৌরাস্তা পর্যন্ত চলে যায়, কেন্দ্রে একটি গোলচত্বর থাকে এবং সেখানে অনেকগুলো রাস্তা এবং গাড়ি মিলিত হয়। যদি চিত্রটি অগোছালো মনে হয়, গ্যারি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, এই ধরনের অগোছালোতা আমাদের রূপকগুলো প্রয়োজন, যা আমাদের আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক জটিলতা বুঝতে সাহায্য করে।

> কোন বিশুদ্ধ নোংরামি নেই

আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের জন্য বিকল্প রূপকগুলোর অনুসন্ধান কিসের দ্বারা তাড়িত হয়? নতুন এবং উন্নত রূপকগুলোর সন্ধান আরও বেশি বেগবান হয়েছে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের কেন্দ্রীয় চিত্রের প্রতি ব্যাপক অসন্তোষ দ্বারা।ট্রাফিক আন্তবিভাজনগত বৈষম্যেও রিপোর্টটি শুধুমাত্র প্রয়োজনীয়তাগুলো পূরণ করে না; এটি পূর্ণতার জন্য পৃথক প্রণালিগুলোর সংযোজনের ওপর একটু বেশিই নির্ভরশীল। তাই বলতে হয় আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের জন্য 'সঠিক' রূপকটি এমন হতে হবে যা সংযোজন দ্বারা অসম্পূর্ণ। এই জায়গায় আমি আমাদের আন্তবিভাজনগত বৈষম্য রূপকগুলোতে অগোছালোতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গ্যারির দৃঢ় অবস্থানের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। যাহোক, আন্তবিভাজনগত বৈষম্যবিষয়ক সঠিক রূপকের অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, বিপরীতভাবে অশুদ্ধের বিশুদ্ধ সংস্করণের দিকে আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ এটি একটি রূপক তৈরি করার প্রয়াস যা সংযোজিত দূষণ থেকে মুক্ত। বিশুদ্ধতার এই ধরনের আদর্শের প্রতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া আমার কাছে অগোছালোতার একেবারে বিপরীত বলে মনে হয় এবং যা আসলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রূপক কল্পনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। আমাদের রূপকগুলোতে 'অগোছালোতার প্রয়োজনীয়তা'-কে গুরুত্ব সহকারে যদি না গ্রহণ করা হতো, তার পরিবর্তে আমাদের চিন্তার সংযোজন মাত্রাগুলোকে স্বীকার করতে হবে এবং তাদের বিব্রত হওয়ার পরিবর্তে একটি সম্ভাব্য সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে? ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : আমুন্ড রেক হফাট : <a.r.hoffart@stk.uio.no>

> সমালোচনামূলক পদ্ধতি হিসেবে

আন্তবিভাজনগত বৈষম্য

ক্যাথি ডেভিস, ফ্রি ইউনিভার্সিটি আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস এবং **হেলমা লুজ,** গোথে ইউনিভার্সিটি ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি

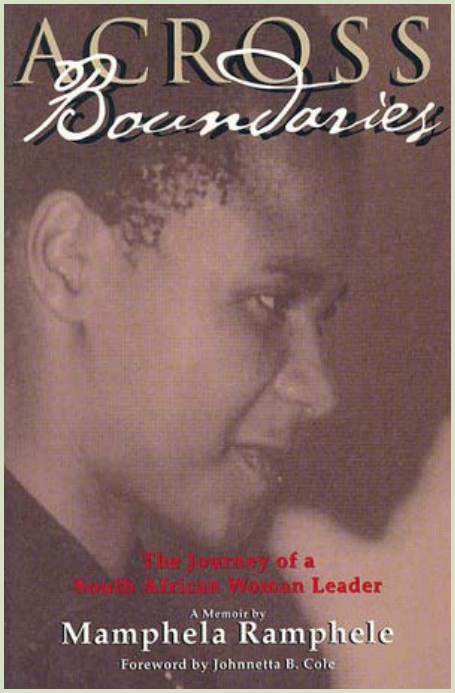

কৃতজ্ঞতা: নিই ইয়র্কের সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীবাদী প্রেস।

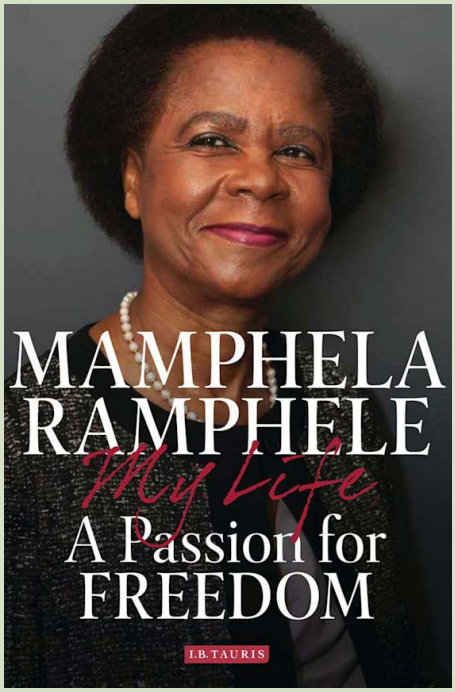

কৃতজ্ঞতা: আই.বি. টরিস।

যদিও লিঙ্গ অধ্যয়নের অনেক তাত্ত্বিক মনে করেন যে আন্তবিভাজনগত বৈষম্য খাঁটি নারীবাদী তত্ত্বের একটি অপরিহার্য অংশ। তথাপি গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের ব্যবহার করা উচিত, তা সর্বদা পরিষ্কার নয়। ব্যবহারিক দিক থেকে আন্তবিভাজনগত বৈষম্য অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ এই বিশ্লেষণে কোন কোন বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? গবেষকদের কি সর্বদা লিঙ্গ, জাতি ও শ্রেণি এই 'বড় তিনটি' বিষয় নিয়ে থাকা উচিত, না কি পরিধি আরও প্রশস্ত করা উচিত? উল্লিখিত বিষয়গুলো আদৌ ব্যবহার করা উচিত কি না, তা নিয়ে কিছু তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন, অভিজ্ঞতা ও পরিচয়ের বৈচিত্র্যকে উল্লিখিত বিষয়গুলো দিয়ে বিশ্লেষণ ব্যর্থ ও বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

> কীভাবে আন্তবিভাজনগত বৈষম্যের ব্যবহার করতে হয়

মার্কিন আইনবিষয়ক পণ্ডিত মারি মাতসুদা আন্তবিভাজনগত বৈষম্য বিশ্লেষণের জন্য একটি সহজ পদ্ধতির কথা বলেছেন। পদ্ধতিটিকে তিনি ব্যাখ্যা করেন 'অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা' দিয়ে। "যখন আমি এমন কিছু দেখি যা বর্ণবাদী বলে মনে হয়, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, 'এতে পিতৃতন্ত্র কোথায়?' যখন আমি এমন কিছু দেখি যা যৌনতাবাদী বলে মনে হয়, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, 'এতে বিষমকামিতা কোথায়?' হয়তো পদ্ধতিটি আশ্চর্যজনকভাবে সাধারণ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু মানুষের জীবনের গল্পে আন্তবিভাজনগত বৈষম্য বলয়গুলো কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে এর বলয়গুলো সক্রিয় ও বাধাপ্রাপ্ত হয়, তা বিশ্লেষণ শুরু করার জন্য এটি অবশ্যই কার্যকর পদ্ধতি।

> কীভাবে স্বাধীনতা একীভূত সংগ্রামের ওপর নির্ভর করে

উদাহরণ হিসাবে, আমরা এ পদ্ধতি দক্ষিণ আফ্রিকার একজন বিখ্যাত ডাক্তার, লেখক ও বর্ণবাদ বিরোধী কর্মী ম্যামফেলা রামফেলের জীবন ইতিহাসে প্রয়োগ করেছি। তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং তাঁর কাজ বহু বছর পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তিনি প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান, বিশ্বব্যাংকের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখানে আমরা 'অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা' করার তিনটি উপায় ব্যবহার করেছি : ক) বিশ্লেষণের আগে নিজেদেরকে গবেষক হিসেবে দাঁড় করানো; খ) বিশ্লেষণের সময় অস্পষ্ট বিষয়গুলো উদ্‌ঘাটন করা; গ) ক্ষমতা সম্পর্ককে যুক্ত করে চিন্তা করা।

ক) ডোনা হারাওয়ের বিখ্যাত যুক্তি অনুযায়ী (নারীবাদী) গবেষকদের স্বীকার করতে হবে যে তাঁরা যে জ্ঞান তৈরি করছে তা সর্বদা স্থান ভিত্তিক, আংশিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমরা স্বীকার করেছি যে শ্বেতাঙ্গ, নারীবাদী, বর্ণবাদ বিরোধী অ্যাজেন্ডা নিয়ে ইউরোপীয় বা মার্কিন গবেষক হিসেবে রামফেলের জীবনী বিশ্লেষণ করার ইচ্ছা আমাদের একটি নির্দোষ প্রচেষ্টা ছিল না। নারীবাদী তত্ত্বে জাতি ও বর্ণবাদ উপেক্ষার সমালোচনা করে আমরা আশাবাদী ছিলাম যে রামফেলের জীবন ইতিহাস আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন সমর্থন দেবে।

>>

যেমন আমরা দেখাতে চেয়েছিলাম যে জাতি সম্পর্কে কথা না বলে, লিঙ্গ সম্পর্কে কথা বলা অসম্ভব। বর্ণবৈষম্যের প্রেক্ষাপটে অথবা বর্ণবাদ নিয়ে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে নিজেকে একজন কালো আফ্রিকান হিসেবে দেখাতে তাঁর আপাত অনিচ্ছায় আমরা প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। এমনকি মনে হয়েছে, তিনি নিজেকে জাতি ও বর্ণবাদ থেকে দূরে সরিয়ে তাঁর অর্জিত অবস্থান বা পদ্ধতি যেভাবে তিনি অসাধারণ বা আলাদা হয়েছেন তার ওপর আলোকপাত করেছেন। এমনকি আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল যে তিনি পুরো সাক্ষাৎকার জুড়ে নিজেকে একজন নারী হিসেবে পরিচয় দিতে আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন। তাঁর লিঙ্গবিষয়ক আলোচনার গুরুত্ব আমাদের গতানুগতিক কথোপকথনকে বাধা দিয়েছে এবং উপলব্ধি করিয়েছে যে আমাদের আবার আসল জায়গা থেকে শুরু করতে হবে।

খ) যখন রামফেল জোর দিয়েছিলেন যে লিঙ্গ বৈষম্য ও যৌনতাবাদ তাঁর বিকাশের পেছনে চালিকাশক্তি, আবার 'অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা' করে আমরা আলোচনার কিছু বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমাদের অনুমানের বিপরীত ধারণা হয়েছে যে বর্ণবাদ বৈষম্য বিরোধী জীবনের তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বর্ণবাদ। এখানে রামফেল তাঁর জীবনকে বোঝার জন্য পিতৃতান্ত্রিক লিঙ্গ সম্পর্কের উল্লেখ করতে থাকেন। তাঁর বর্ণনা কৌশল তাঁর বিশেষ অবস্থান প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ছিল, যা তিনি জাতিগতভাবে বিভক্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর লিঙ্গ পরিচয়ের মাধ্যমে আরও সহজে অর্জন করেছেন। তিনি নিজেকে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী বা দক্ষিণ আফ্রিকান হিসাবে তুলে ধরেননি, বরং তিনি নিজেকে একজন কন্যা ও একজন বোন হিসেবে তুলে ধরেছেন, যাকে পুরুষ ও পুরুষশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁকে বাধা দিয়েছিল তাঁর সব কাজে। এভাবে তিনি নিজেকে তাঁর পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের থেকে আলাদা একজন স্বতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

গ) 'অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে' আমরা বুঝতে পেরেছি, রামফেল নিজেকে একজন স্বাধীনচেতা নারী হিসেবে উপস্থাপন করার দৃঢ় সংকল্প। সমাজে প্রচলিত নারী চরিত্রের প্রতিবন্ধকতাগুলো কাটিয়ে উঠতে তার দৃঢ় সংকল্পই ছিলো একজন স্ব-নির্মিত তাত্ত্বিক, একজন সক্রিয় কর্মী, একজন পেশাদার এবং একজন সিঙ্গেল মাদার হিসেবে তাঁর সাফল্যের ভিত্তি। কাজেই তিনি সেই কাজগুলোতেই মনোনিবেশ করেছিলেন, যা তাঁর পরিসীমার মধ্যে অর্জন করা সম্ভব (যেমন বিখ্যাত ব্যাক পাওয়ার-এর সক্রিয় কর্মী স্টিভ বিকোর প্রেমিক হিসাবে নয়) এবং তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি কীভাবে তাঁর পরিচয়কে দেখছেন, তার জন্য শুধুমাত্র জাতি, বর্ণবাদী রাষ্ট্র বা কালো চেতনা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে কীভাবে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক এবং সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। উদাহরণস্বরূপ এএনসির গুরুত্ব দেওয়া সংগ্রাম নারীবাদের ঊর্ধ্বে বর্ণবাদ বিষয়ে তিনি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছিলেন।

"আপনি স্বাধীনতাকে ভাগ করতে পারবেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কীভাবে নিজেকে একজন মুক্ত ব্যক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করব, যদি আমি একজন কালো মানুষ হিসাবে মুক্ত হয়ে যাই এবং একজন নারী হিসাবে আটকে থাকি? এমন কোনো উপায় নেই, যা দিয়ে আমার শরীরকে আমার মধ্যে থাকা নারী এবং কালো মানুষকে আলাদা করতে পারে। যদি আপনি আমার স্বাধীনতার গুরুত্ব দিতে চান, তাহলে এই দুটোকে একীভূত করতে হবে।"

আন্তবিভাজনগত বৈষম্য চিন্তার এই চমৎকার উদাহরণে তিনি লিঙ্গ ও জাতিকে একত্রিত করেন এবং স্পষ্ট করে বলেন যে স্বাধীনতা নির্ভর করে লিঙ্গ ও জাতি উভয় সংগ্রামের একীভূত হওয়ার ওপর।

> কীভাবে দৈনন্দিন কৌশল ক্ষমতা প্রতিরোধ বা ক্ষমতা সমন্বয় করতে আমাদের সাহায্য করে

'অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা' করার পদ্ধতিটি আমাদের নিজস্ব অনুমান এবং সামাজিক অবস্থানকে সমালোচনামূলকভাবে প্রশ্ন করার মাধ্যমে রামফেলের জীবনী সম্পর্কে আন্তবিভাজনগত বৈষম্য ধারণা তৈরি করতে সক্ষম করে। এ পদ্ধতি আমাদের অস্পষ্ট ধারণাগুলো কীভাবে আমাদের সাক্ষাৎকারের বিশ্লেষণে বাধা সৃষ্টি করে, তা সনাক্ত করতে এবং শেষ পর্যন্ত কীভাবে সাক্ষাৎকারকারী নিজেই তাঁর জীবনের একটি মিশ্রিত পুনর্গঠন প্রদান করেছেন, তা খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছে। যেখানে আমরা রামফেলের কাছে বোধগম্য লিঙ্গ, জাতি এবং অন্যান্য সামাজিক পার্থক্যের একটি আন্তবিভাজনগত বৈষম্য উপলব্ধির বর্ণনা ব্যবহার করেছি। আন্তবিভাজনগত বৈষম্য বিশ্লেষণের ব্যবহার শুধুমাত্র গবেষক, সমাজবিজ্ঞানী, নারীবাদী ও জাতিবিষয়ক সমালোচনামূলক তাত্ত্বিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সাধারণ মানুষ নিজেরাও এটা ব্যবহার করতে পারেন। তাই আন্তবিভাজনগত বৈষম্য বিশ্লেষণের জন্য মানুষ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং তাঁদের জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে কীভাবে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরে সেদিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। এর অর্থ হলো দুর্বলতাগুলো স্বীকার করা, যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে সমান বা অনুরূপ নয় এবং কীভাবে ব্যক্তিরা এই দুর্বলতাগুলোকে ঢেকে দিতে বা কাটিয়ে উঠতে বিভিন্ন কৌশল (যা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদস্বরূপ) তৈরি করে তা খুঁজে দেখা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্ষমতা প্রতিরোধ বা সমন্বয় করতে মানুষ দৈনন্দিন যে কৌশলগুলো ব্যবহার করে, এটি তা অন্তর্ভুক্ত করে। এ কৌশলগুলো ছিলো আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে অনিবার্যভাবে আরও জটিল এবং পরস্পরবিরোধী। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ক্যাথি ডেভিস : <k.e.davis@vu.nl>
হেলমা লুজ : <lutz@soz.uni-frankfurt.de>

১. এই বিশ্লেষণটি রামফেলের নিজের লেখা বেশ কয়েকটি আত্মজীবনীর পাশাপাশি একজন সহকর্মী, প্রাক্তন নাগরিক অধিকার কর্মী এবং মৌখিক ইতিহাসবিদ মেরি মার্শাল ক্লার্ক দ্বারা পরিচালিত একটি সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে লেখা।

> ফ্রাইডেস ফর ফিউচার:

একটি সামাজিক আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ

কোইচি হাসেগাওয়া, শোকেই গাকুইন বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান এবং আইএস-এর পরিবেশ ও সমাজবিষয়ক গবেষণা পর্ষদের (আরসি২৪) সদস্য।

মূল ছবি: গ্লোবাল ডে অফ অ্যাকশন ফর ক্লাইমেট জাস্টিস। ২০২১ সালের ৬ নভেম্বর গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কপ–২৬ সম্মেলনে জলবায়ু মিছিলে ১০০,০০০ মানুষ যোগদান করেছিল। কৃতজ্ঞতা: হানায়ে তাকাহাশি (ফ্রেন্ডস অফ দ্য আর্থ জাপান)।

ছোট ছবি: লন্ডনে জলবায়ু মিছিল, ৬ নভেম্বর, ২০২১। কৃতজ্ঞতা: অ্যামেলিয়া কলিন্স (ফ্রেন্ডস অফ দ্য আর্থ ইন্টারন্যাশনাল)।

ফ্রাইডেস ফর ফিউচার হলো তরুণদের একটি নেটওয়ার্ক, যারা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে। কোভিড-১৯ অতিমারির মতো বিরূপ পরিস্থিতিতেও এই নেটওয়ার্ক কাজ চালিয়ে গেছে। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (কপ ২৬) চলাকালীন প্রায় ১ লক্ষ মানুষ পরিবর্তন সংকট মোকাবিলায় দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে মিছিল করেছিল। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই প্রচারাভিযানটি বিশ্বব্যাপী ৭ দশমিক ৬ মিলিয়নের বেশি তরুণ-তরুণীকে একত্রিত করতে সফল হয়েছে, যা সংখ্যার ভিত্তিতে রাজপথের বিভোক্ষ মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি বিশ্বরেকর্ড। তাই এটিকে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে সফল যৌথ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। প্রচারণাগুলোরর সফলতার কারণ সহজে অনুমানযোগ্য। যাহোক, এই বৈশ্বিক সাফল্য সত্ত্বেও অন্য দেশের তুলনায় জাপানে প্রচারণার মাত্রা ছিল ছোট ও ধীর প্রকৃতির। জাপানে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কেন এই প্রচারাভিযানগুলো এত সীমিত ছিল? সামাজিক আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই নিবন্ধটিতে আমি সাংস্কৃতিক কাঠামো, সংস্থানের গতিশীলতা এবং রাজনৈতিক সুযোগের কাঠামোর প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের কিছু উত্তর দিয়েছি।

> ফ্রাইডেস ফর ফিউচার : সফলতম যৌথ উদ্যোগ

২০ আগস্ট ২০১৮। সুইডেনের পার্লামেন্টের সামনে গ্রেটা থুনবার্গ নামের একটি মেয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল। সুইডিশ মেয়ে গ্রেটার এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই ফ্রাইডেস ফর ফিউচার আন্দোলনের সূচনা। দিনটি ছিলো সুইডেনের স্কুলগুলোতে নতুন সেমিস্টারের প্রথম দিন। এ সময় সুইডেনে সাধারণ নির্বাচনের প্রচারণাও চলছিল। গ্রেটার মূল পরিকল্পনা ছিল সাধারণ নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিন (৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার) পর্যন্ত তিন সপ্তাহের জন্য ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া। সে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সরকারি ব্যবস্থা জোরদারের দাবিতে 'জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ধর্মঘট' এবং ক্লাস বর্জনের মাধ্যমে 'বিদ্যালয় ধর্মঘট' শুরু করেছিল। খুব দ্রুতই তাঁর এই ধর্মঘট এসএনএস (সামাজিক নেটওয়ার্কিং সেবা) এবং মিডিয়া কভারেজের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়াটি হয় অনেক বড়। ফলে গ্রেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সাধারণ নির্বাচনের পর প্রতি শুক্রবার সে ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত সুইডিশ সরকার ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির অধীনে তার প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আরও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে তার টেড টক আলোচনা এবং একই বছরের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে (কপ ২৪) তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল। এভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ঘর্মঘট অবিলম্বে ফ্রাইডেস ফর ফিচার প্রচারণা হিসেবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রেটার প্রথম প্রতিবাদের সাত মাস পর (শুক্রবার, ১৫ মার্চ, ২০১৯) প্রচ-

>>

ারাভিযানটি বিশ্বের ১২৫টি দেশের ২ হাজারের বেশি শহরে ১ দশমিক ৪ মিলিয়নের বেশি লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশই ছিলো তরুণ। প্রতিবাদ শুরু হওয়ার ১৩ মাস পর (শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯) জাতিসংঘ ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিট (২৩ সেপ্টেম্বর) শুরু হওয়ার ঠিক আগে, ১৬৩টি দেশে ৪ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল। এই প্রচারাভিযানটি আট দিনের বেশি সময় ধরে (২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত) মোট ১৮৫টি দেশে ৭ দশমিক ৬ মিলিয়নের বেশি অংশগ্রহণকারী নিয়ে অব্যাহত ছিল। বেশিরভাগ দেশে অনেক যুবক স্বেচ্ছায় এ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল।

যেকোনো ইস্যুতে বা যেকোনো ক্ষেত্রে এটিই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় যৌথ পদক্ষেপ। গ্রেটার এ পদক্ষেপের আগে নিউইয়র্কে সবচেয়ে বড় জলবায়ু পরিবর্তনের বিক্ষোভ হয়েছিল ২০১৪ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনের ঠিক আগে। নিউইয়র্কের এ বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লক্ষ।

২০২০ সালে, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে বেশিরভাগ দেশে পথ আন্দোলন কঠোরভাবে সীমিত ছিল। কিন্তু ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ (শুক্রবার)-এ একটি গ্লোবাল ডে অব ক্লাইমেট অ্যাকশন ডাকা হয়েছিল। অতিমারি সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে ৩ হাজার ২০০টি স্থানে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। জার্মানিতে ২ লক্ষ মানুষ ৪৫০টি স্থানে পথের বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল।

সারা বিশ্বের তুলনায় জাপানের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাত্রা ছিল অত্যন্ত সীমিত। ১৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখে যে বিক্ষোভ হয়েছিল সেটি শুধু টোকিও ও কিয়োটা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২০০ জন। তবে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে 'গ্লোবাল ক্লাইমেট মার্চ' নামের বিক্ষোভে ২৩টি প্রিফেকচারের ২৭টি শহরে ৫ হাজার জনের বেশি লোক অংশগ্রহণ করেছিল। টোকিওতে প্রায় ৩ হাজার জন অংশগ্রহণ করেছিল। জনগণের অংশগ্রহণ সহজ করার জন্য জাপানে ধর্মঘট বা কর্মের পরিবর্তে তুলনামূলক কম আক্রমণাত্মক শব্দ মার্চ (এগিয়ে যাও) করা হয়েছিল।

এই আন্দোলনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো খুব আকর্ষণীয় : (১) এই সম্মিলিত পদক্ষেপটিতে মূলত তরুণ প্রজন্ম যেমন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই জড়িত ছিল। (২) অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগই আগে কখনো কোনো সামাজিক আন্দোলন বা বিক্ষোভে জড়িত ছিল না। (৩) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে তরুণদের স্কুলের ক্লাস বর্জন করা এবং রাস্তার প্রতিবাদে যুক্ত হওয়ার পদক্ষেপটি ছিল মূলত নিঃস্বার্থ। (৪) এটি একটি একক ইভেন্ট নয়, তবে এখনো বিশ্বব্যাপী প্রতি শুক্রবার অব্যাহত থাকে এবং পদক্ষেপটি কোভিড মহামারি চলাকালীনও বেশ কয়েকবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। (৫) এটি উন্নয়নশীল দেশসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। (৬) আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানোর জন্য এসএনএসকে একটি টুল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। (৭) অবশেষে এটি এমন একটি একক কার্যকলাপ, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

> সাংস্কৃতিক কাঠামো, সংহতি কাঠামো এবং রাজনৈতিক সুযোগ কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্লেষণ

সামাজিক আন্দোলন বিশ্লেষণের জন্য আমি *ম্যাকঅ্যাডামের (১৯৯৬)* সামাজিক আন্দোলনের ত্রিকোণ মডেল (টিআরআইএম) ব্যবহার করেছি। এই মডেলে তিনটি উপাদান আছে। উপাদানসমূহ হচ্ছে : সাংস্কৃতিক কাঠামো, সংঘবদ্ধকরণ কাঠামো এবং রাজনৈতিক সুযোগ কাঠামো *(হাসেগাওয়া ২০১৮)*। সাংস্কৃতিক ফ্রেমিং সেই সব সাধারণ পরিস্থিতিকে সংজ্ঞায়িত করে যেগুলো সব অংশগ্রহণকারীদের জন্যে একই ছিল। এ ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ফ্রেমিং হচ্ছে আন্দোলনের বিশ্ব চিত্র ও স্বচিত্র, যা সামাজিক আন্দোলন এবং কার্যক্রমকে ন্যায্যতা দেয় ও নাগরিকদের অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে। সাংস্কৃতিক কাঠামো একটি গতিশীল এবং কৌশলগত প্রক্রিয়া, যা পরিবর্তনের প্রতি মানুষের অসন্তোষকে হ্রাস করে এবং অভিযোজনে সাহায্য করে। সংহতি কাঠামো কোন অবস্থার অধীনে কী কী সম্পদ একত্রিত করা যায় তার ওপর ফোকাস করে। উদাহরণস্বরূপ মানবিক, আর্থিক, বস্তুগত এবং তথ্যগত, সেই সঙ্গে বৈধতা বা ন্যায্যতার মতো প্রতীকী সংস্থানগুলোর একত্রীকরণ। সবশেষে রাজনৈতিক সুযোগ কাঠামো হলো প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক অবস্থার পুরোটাই, যা সামাজিক আন্দোলনের উত্থান, বিকাশ এবং পতনের সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে।

এটি একটি বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো, যা সমষ্টিগত আচরণের দৃষ্টিকোণ, নতুন সামাজিক আন্দোলনের তত্ত্ব এবং সম্পদ সংহতকরণের দৃষ্টিকোণকে একীভূত করে। এই কাঠামো গড়ে ওঠেছে মূলত 'সামাজিক আন্দোলন ও সংস্কৃতি', 'সামাজিক আন্দোলন ও সংগঠন' এবং 'সামাজিক আন্দোলন ও রাজনীতি-এই তিন ক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ।

ফ্রাইডেস ফর ফিউচার নামটি এবং গ্রেটা থুনবার্গের প্রতীকী আইকন অত্যন্ত কার্যকর ছিল। ইতিপূর্বে জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যু ঘিরে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার মূল খেলোয়াড়দের পক্ষে বহু বছর ধরে শক্তিশালী প্রতীক হিসাবে টিকে থাকা কঠিন বলে বিবেচিত হয়েছে, যদিও মেরু ভালুকের মতো দীর্ঘস্থায়ী প্রতীকী আইকন এখনো রয়েছে। প্রতীকী চরিত্রসমূহ প্রাক্তন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যিনি ২০০৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার জিতেছিলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে ব্যক্তিগতকরণের ক্ষেত্রে, গ্রেটা থুনবার্গ স্পটলাইটে আবির্ভূত হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে, ফেব্রুয়ারি মাসে ইইউ পার্লামেন্টে এবং সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের জলবায়ু অ্যাকশন সামিটে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং বারংবার তার কণ্ঠ সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। একই বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি টাইম ম্যাগাজিন কর্তৃক বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত হন।

ফ্রাইডেস ফর ফিউচার আন্দোলনটি একটি শুক্রবারে শুরু হয়। দিনটি ছিলো গ্রেটার প্রতিবাদের একটি টার্গেট দিন, যা অবশ্যই একটি ভালো ফ্রেমিং। #মিটু (#MeToo) আন্দোলনের মতো, এই শব্দগুলো এবং বাক্যাংশগুলি ইংরেজিভাষী দেশগুলোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা বুঝতে পারে। বার্তাটি সোজা এবং ইতিবাচক। এটি আক্ষরিক অর্থে ভবিষ্যৎমুখী। এটিতে মাত্র ১৬টি অক্ষর রয়েছে, তবে এটি শুক্রবারের জন্য একটি আহ্বান, যা ভবিষ্যতের জন্য সংকটের অনুভূতি প্রকাশ করে। এটিকে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে ব্যবহার করাও সহজ এবং হ্যাশট্যাগের জন্য সুবিধাজনক। যেমন #এফএফএফ সেন্দাইয়ের (#FFFSendai)-এর মতো ফ্রাইডেস ফর ফিউচার হ্যাশট্যাগের শেষে নামের ব্যবহার করাও বেশ সুবিধাজনক। যেমন ফ্রাইডেস ফর ফিউচার কিয়োটো বা ফ্রাইডেস ফর ফিউচার কোবে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র একটি দেশের নামই নয়, স্থানীয় জায়গার নামও যোগ করতে পারি। এতে স্থানীয়করণ করা সহজ হবে। তরুণদের জন্য তাঁদের নিজস্ব এলাকায় এটিকে ঘিরে সংগঠিত করাও সহজ হবে। জাপা ফ্রাইডেস ফর ফিউচারের মোট ৩০টির বেশি দল প্রতিটি অঞ্চলে ক্রমাগত প্রতিবাদ করেছে। নেতিবাচক, নিষিদ্ধ এবং অভিযোগমূলক ফ্রেমিং যেমন 'বিপরীত', 'এন্টি-এক্সএক্স', এবং 'এক্সএক্স করবেন না' এর তুলনায় এই আন্দোলনে বাধা আসার সম্ভাবনা কম। এর ফলে ফ্রাইডেস ফর ফিউচার বিষয়ে এটি জনগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।

সংগঠিতকরণ কাঠামোর ক্ষেত্রে গ্রিনপিস, ফ্রেন্ডস অব দ্য আর্থ এবং ডব্লিউড-ব্লিউএফ (ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ফান্ড ফর নেচার)-এর মতো সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবেশবাদী এনজিওগুলো পিছিয়ে আছে। যদিও কিছু প্রতিষ্ঠিত পরিবেশবাদী এনজিওর সদস্য এবং তাদের সচিবালয়ের সার্বক্ষণিক কর্মীরা সহায়তা প্রদানের জন্য কম বেশি যোগ দিচ্ছেন; কিন্তু এটি মূলত একটি সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে না। তবে এই ফ্রেমিং সাফল্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে ফ্রাইডেস ফর ফিউচারের নামে তরুণরা জলবায় সংকটের মোকাবিলায় অংশগ্রহণ করছে।

তরুণরা তথ্য আদান-প্রদানের জন্য এসএনএস (বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম) ব্যবহার করে। টুইটারে গ্রেটার ফলোয়ারের সংখ্যা

>>

৫ দশমিক ০৫ মিলিয়ন (২০২২ সালের জুনের শেষ পর্যন্ত)। তাঁ ফেসবুক পেজেও ৩ দশমিক ৫৫ মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে। তাঁর বেশির ভাগ ফেসবুক নিবন্ধগুলি ১০ হাজারের বেশি লাইক পেয়েছে এবং কিছু ১ লাখের বেশি লাইক পেয়েছে। যারা একত্রিতকরণ সম্পর্কে শিখতে চায়, তারা গ্রেটার কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারে। কারণ, প্রচার-প্রচারণা সম্পর্কে গ্রেটার জ্ঞান, সমস্যা-উত্থাপন করার ক্ষমতা এবং সুসংগত মনোভাব দুর্দান্ত।

২০১৯ সালের রাজনৈতিক সুযোগের সময়টি গ্রেটার ক্রিয়াকলাপের দুর্দান্ত প্রতিক্রিয়ার জন্য সহায়ক ছিল। ২০১৯ সাল ছিল ২০২০ সালে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ার আগের বছর এবং মিডিয়ার পক্ষে এটি কভার করা সহজ ছিল। যদি পদক্ষেপটি ২০১২ সালে সংঘটিত হতো, তবে এটি এমন প্রতিক্রিয়া পেত কি না সন্দেহ।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে প্রতিবেদন করা বিশ্বের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান পত্রিকা। ২০১৯ সালের মে মাসে তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছিল, জলবায়ু পরিবর্তন নামটি সেই সময়ে বাস্তবতার গুরুতরতাকে পুরোপুরি প্রকাশ করেনি। তারপর একটি নীতি পরিবর্তন ঘোষণা করে, পত্রিকাটি পরিস্থিতিটিকে জলবায়ু-সংকট বা জলবায়ু জরুরি অবস্থা হিসাবে বর্ণনা করতে শুরু করে।

গ্রেটার কাজে ধারাবাহিকতা আছে। ২০২২ সালের ১৭ জুন (শুক্রবার) তার স্কুল ধর্মঘট ২০০তম সপ্তাহে পৌঁছেছে। মোটাদাগে এই আন্দোলন গত চার বছর যাবৎ চলে আসছে।

> জাপানে প্রচারাভিযান কম থাকার কারণ

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে দেখা যায়, জাপানে ফ্রাইডে ফর ফিউচার ক্যাম্পেইন অত্যন্ত সীমিত ছিল। এর কারণ কী? কেন জাপানের বাসিন্দারা এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করছে না?

জাপানের তরুণেরা অনুবাদ ছাড়াই ইংরেজিতে ফ্রাইডেস ফর ফিউচার নামটি ব্যবহার করে। এটি একটি সরল বাক্যাংশ, কিন্তু জাপানি ভাষায় এটি প্রকাশ করা খুব কঠিন এবং কোনো ব্যক্তিই জাপানি ভাষায় এর একটি ভালো প্রতিরূপ বাক্যাংশ তৈরি করেনি। একইভাবে, জাপানে গ্রেটার মতো কোনো প্রতীকী আইকনও ছিল না। জাপানে রাস্তার বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের ছিলেন বিদেশি এবং আন্তর্জাতিক স্কুলের ছাত্র। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় জাপানি তরুণেরা ছিলেন নীরব, হতাশাবাদী কিংবা উদাসীন। সামাজিক আন্দোলন অর্জনের ক্ষেত্রে এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশের সঙ্গে তুলনা করলে জাপানের সামাজিক আন্দোলন তহবিল, মানবসম্পদ, সাংগঠনিক ভিত্তি এবং বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্বল। সাংস্কৃতিক কাঠামো, সম্পদ সংগ্রহ এবং সামাজিক আন্দোলনের জন্য রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সবই দুর্বল হওয়ায় তাদের ক্ষমতা কম। হয়তো একসময় জাপানে সংহতির সম্প্রসারণ চরমে উঠবে। আবার এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে রাজনৈতিক কার্যকারিতা হ্রাস পারে আমরা অসহায় পরিস্থিতির মুখোমুখি হব এবং পরিশেষে আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও হয়তো আমরা উল্লেখযোগ্য কোনো ফলাফলও পাব না। বর্তমানে আন্দোলনের এই পুনরাবৃত্তি ও আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি বজায় রাখা, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী তরুণদের মনোবল ধরে রাখা এবং মিডিয়া কভারেজ শক্তিশালী রাখা একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক সুযোগের কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে যুব গোষ্ঠীগুলো বিশ্বকে কোনো কার্যকর জলবায়ু নীতি গ্রহণ করতে একটি কার্যকর রাজনৈতিক পথ খুঁজে পেতে সফল হয়নি। রাজপথে বিক্ষোভের কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। ভবিষ্যতের প্রচারাভিযানের জন্য শুক্রবারকে কীভাবে নতুন দিকনির্দেশনায় সংগঠিত করা উচিত; পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত এবং তাদের রাজনৈতিক মিত্র কারা হওয়া উচিত? এই সব এখনো খুব অস্পষ্ট। সক্রিয়তার কারণে সৃষ্ট উত্থান কোনো জাতীয় নির্বাচনে বিজয় এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সাংগঠনিক পটভূমির সীমাবদ্ধতার কারণে কর্মীদের জন্য রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন করা এখনো একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। নৃতাত্ত্বিক-কেন্দ্রিকতা এবং জনতুষ্টিবাদ দ্বারা চালিত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও গণমাধ্যমে রাজনৈতিক চাপের কারণে জাপানের নাগরিক সমাজ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে নাগরিক সক্রিয়তা একটি চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ দিকটি অনিশ্চিত রয়ে গেছে। এটি শুধু জাপানের শুক্রবারের ভবিষ্যৎ প্রচারণার জন্য নয়, বিদেশি প্রচারণার জন্যও একটি সাধারণ সমস্যা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে জাপানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কীভাবে এই আন্দোলন টিকিয়ে রাখা যায় এবং সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই সমস্যাটি মোকাবিলা করা খুব কঠিন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
কোইচি হাসেগাওয়া <k_hasegawa@shokei.ac.jp>

> রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

কীভাবে সমাজবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে

নাটালিয়া চেরনিশ, ইভান ফ্রাঙ্কো লভিভ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউক্রেন

এই উক্রেনের সমাজতাত্ত্বিক সমিতির তৃতীয় কংগ্রেসে দেওয়া আমার বক্তৃতায়, আমি বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশের চারটি পর্যায় চিহ্নিত করেছি। কাঠামোগতভাবে প্রতিটি পর্যায়ে সাতটি উপাদান রয়েছে, যা আমি এর সুনির্দিষ্টতা বোঝার জন্য এবং সাধারণ বিকাশের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য প্রাথমিক গুরুত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছি। উপাদান সাতটি হলো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি, এর সংজ্ঞাগত বৈশিষ্ট্য, এর মৌলিক ধারণা, এর মূল থিম, এর মুখ্য কার্যাবলি, এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং অভিজ্ঞতামূলক গবেষণায় নিযুক্ত প্রধান পদ্ধতি।

> বিশ্বায়নের সমাজবিজ্ঞান

পর্যায় ১ : বিশ্বায়নের আগে সমাজবিজ্ঞানে (সমাজবিজ্ঞানের শুরু থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত সময়কাল) যখন প্রথম সমাজতাত্ত্বিক কাজ প্রকাশিত হয়েছিল, তখন সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হতো। এর বিমূর্ত আদর্শ ছিল তার আঞ্চলিক ও জাতি-রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে একটি পশ্চিমা ধরনের সমাজ। ২০০০ সালে, ইউ বেক এটিকে "ধারক" সমাজবিজ্ঞান নামে অভিহিত করেছিলেন। এটি ছিল সমাজতাত্ত্বিক আনুশাসন গঠনের সময়কাল।

পর্যায় ২ : (১৯৮৫-২০০২) এই পর্যায়টি হলো শক্তিশালী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া স্থাপনের যুগের সমাজবিজ্ঞান। এ সময় সমাজবিজ্ঞান মানবতার একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়, যা পাশ্চাত্যীকরণের আকারে পশ্চিমা আদর্শ অনুসরণ করে বিশ্বায়িত হয়। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে আমেরিকানাইজেশন (এমনকি আরও নির্দিষ্টভাবে বললে বলা যায়, ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন)। এ জন্য পি বার্গার আমেরিকানদের প্রধান বিশ্বায়নকারী বলেছেন। এই পর্যায়ে, সমাজতাত্ত্বিক অনুশাসন গঠন চলমান থাকে।

পর্যায় ৩ : (২০০২-২০১৬) এই পর্যায়টি একাধিক বিশ্বায়নের যুগের সমাজবিজ্ঞান (যেমন প্রাচ্যায়নের উত্থান, বিকল্প বিশ্বায়ন ইত্যাদি)। অর্থাৎ একটি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান গঠিত হচ্ছে, যা বিভিন্নভাবে বিশ্বায়িত হওয়ার মাধ্যমে মানবতার বিজ্ঞান হয়ে উঠছে। এতে স্থানীয় লোকজনের অস্তিত্বের অধিকার অর্জন করে এবং যেমনটি এম বুরাওয়ে ২০০৮ সালে এটিকে বলেছিলেন তেমনভাবে বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা, "উত্তরের সমৃদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক"-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক সংলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। সেই অনুযায়ী, সমাজতাত্ত্বিক অনুশাসনের বাইরে সমাজতাত্ত্বিক কাজের সংখ্যা দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

পর্যায় ৪ : (২০১৬-বর্তমান) : বিশ্বায়ন-পরবর্তী যুগের সমাজবিজ্ঞান, কারণ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার হ্রাস এবং বিশ্বে আঞ্চলিককরণের কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলোকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। (উল্লেখ্য যে আমি ডি বেলের ব্যবহৃত শব্দ "উত্তর-শিল্পায়ন" (post-industrial)-এর সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে "উত্তর-বিশ্বায়ন" (post-globalization) শব্দটি ব্যবহার করেছি, যেটি শিল্প সমাজকে প্রতিস্থাপন করে, কিন্তু প্রাক-শিল্প এবং শিল্প খাতকে সংরক্ষণ করে।) অতএব এই সময়ের সমাজবিজ্ঞান ক্রমবর্ধমানভাবে আঞ্চলিক গঠনের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে খণ্ডিত মানবতার বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কাজগুলো যেমন আনুশাসনিক এবং অ-আনুশাসনিকের চরিত্র সংলাপমূলক বৈশিষ্ট্য এবং আন্তবিভাগীয়তার তীব্রতার সঙ্গে গঠিত হয়।

>বিশ্বায়নের সমাজবিজ্ঞান এখন যেখানে দাঁড়িয়েছে

এই চতুর্থ পর্যায় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অদৃশ্য হওয়া এবং বিশ্বায়নের সমাজবিজ্ঞানের পতনকে বোঝায় না; বরং নতুন আর্থ-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা আবির্ভূত হচ্ছে এবং বিশ্বায়নের পরিস্থিতির আপেক্ষিকভাবে হ্রাসের সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানের আরেকটি পুনর্বিন্যাস ঘটছে। উদাহরণস্বরূপ কোভিড-১৯ মহামারির উত্থান অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বন্ধন এবং সম্পর্কের পতন, সীমান্তের পুনঃআবির্ভাব বা আন্তর্জাতিক সত্তা এবং প্রক্রিয়াগুলোর হ্রাস, যা সমাজবিজ্ঞানীদের ক্রমবর্ধমান-সংখ্যক কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

এই বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়টি রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধের সময় একটি নতুন পরিচয় গ্রহণ করে। আজ আমরা একটি নতুন ধরনের বিশ্বব্যবস্থার জন্ম প্রত্যক্ষ করছি, যাকে ইউক্রেনের হৃদয় দিয়ে পশ্চিমের পুনর্জন্ম হিসাবে (এখন তথাকথিত 'ঐক্যবদ্ধ যৌথ পশ্চিম' আকারে) চিত্রিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ আমার মতে, আজকে বৈশ্বিক ও স্থানীয়ের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই এবং স্থানীয়কে বৈশ্বিকে রূপান্তরিতও করা হয়নি। বৈশ্বিকের মধ্যে স্থানীয়ের একটি বৃদ্ধি রয়েছে, যেখানে বিশ্বব্যাপী প্রধান হয়ে ওঠে স্থানীয়। অন্য কথায়, একটি নতুন ধরনের বৈশ্বিক-স্থানীয় গঠন রয়েছে, যেখানে সর্বজনীন মূল্যবোধের আধিপত্য অপাশ্চাত্য বিশ্বে সেই মূল্যবোধের জন্য সংগ্রামে মূর্ত হয়েছে; এই ক্ষেত্রে, ইউক্রেনে নতুন বৈশ্বিক সামাজিক আন্দোলন উদ্ভূত হচ্ছে, প্রথমত এটি হলো ইউক্রেনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের আন্দোলন। তাদের বিশেষত্ব হলো সরকারগুলোর ওপর তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় কমানো। নতুন আঞ্চলিক জোটগুলো একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে, কখনো কখনো এমন দেশগুলোর মধ্যে যার সঙ্গে তাদের কোন সাধারণ সীমানা নেই (যেমন আমার মতে তথাকথিত 'ছোট জোটভুক্ত দেশ' যেমন গ্রেট ব্রিটেন-ইউক্রেন-পোল্যান্ড বা সংযুক্ত ত্রয়ী : ইউক্রেন-মলদোভা-জর্জিয়া)।

অবশ্যই এই প্রক্রিয়াগুলোর জন্য সমাজতাত্ত্বিক প্রতিফলন এবং আলোচনা বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয় এবং আন্দোলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে সংলাপ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধ ইতিমধ্যে সমাজতাত্ত্বিক

>>

“আজ বৈশ্বিকের মধ্যে স্থানীয়ের একটি বৃদ্ধি রয়েছে, যেখানে বিশ্বব্যাপী প্রধান হয়ে ওঠেছে”

তাৎপর্য লাভ করছে। আমি আইএসএ-এর প্রেসিডেন্ট, *সারি হানাফির* একটি চিঠির উল্লেখ করছি, যেখানে পুতিনের সাম্রাজ্যিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে এবং মধ্য প্রাচ্যের জন্য এই যুদ্ধ থেকে চারটি পাঠ তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণভাবে, আমি সেই পাঠ্যের অনেক নিবন্ধের সঙ্গে একমত, তবে একই সঙ্গে আমি মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধকে ইউক্রেনের বর্তমান যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি তুলনা করাকে সঠিক বলে মনে করি না, যেখানে ইউক্রেনীয় জনগণের গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে। প্রতিটি যুদ্ধই ভয়ানক, কিন্তু ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসন শুধুমাত্র ইউক্রেনের জন্যই নয়, বিশ্বের অন্য অনেক দেশের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, যদি আমরা সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে একটি শাসনকে ধ্বংস করতে একসঙ্গে কাজ না করি।

> কোথায় যাচ্ছে সমাজবিজ্ঞান

এখন আমি এখানে যে ধাপগুলো তুলে ধরেছি, তার সারসংক্ষেপ অনুসারে আমরা বর্তমান সমাজবিজ্ঞানের প্রবণতা স্থাপন করতে পারি। একটি অস্থায়ী তালিকায় নিম্নলিখিত ১০টি ধারণা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে :

(১) সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং অধ্যয়নের উদ্দেশ্য শৃঙ্খলার স্বার্থে আনুশাসনিক বলয়ে প্রবেশের ফলে এবং সেই সঙ্গে কৃত্রিম বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনার সমাজতাত্ত্বিক প্রতিফলনের ক্ষেত্রে প্রবর্তনের ফলে সমাজবিজ্ঞানের সীমানার (অপার্থিব বাস্তবতা, বর্ধিত বাস্তবতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি) দ্রুত বিস্তৃতি ঘটে।

(২) একটি সংকর প্রকৃতির বহুমাত্রিক ও বহুমুখী সমাজতাত্ত্বিক প্রতিচ্ছবিতার বিকাশ এবং লালন, যা বৈশ্বিক আঞ্চলিক বা স্থানীয় অনুপাতের পরিশীলিত স্ব-নিয়ন্ত্রক পদ্ধতির ধারণা ও মডেল তৈরির কাজ পর্যন্ত সামাজিক অনুশীলনে তাদের বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সম্ভাবনা তৈরি করে।

(৩) আন্তবিভাগীয়তা থেকে ট্রান্সডিসিপ্লিনারিটিতে স্থানান্তর ও ট্রান্সডিসিপ্লিনারি সমন্বয়বাদ ও সামগ্রিক চিন্তাভাবনার ওপর ভিত্তি করে একটি উপযুক্ত ধরনের তাত্ত্বিক ধারণার অবস্থানগত পরিবর্তনের (মেটাথিওরাইজিং) উপস্থিতি।

(৪) আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্পের ধারণার সঙ্গে স্থানীয়, বিশ্বব্যাপী, বৈশ্বিক, অ-বৈশ্বিক ও বিশ্ব-পরবর্তী প্রক্রিয়া এবং ঘটনাগুলোর সহাবস্থানের বিষয়গুলোর তাৎপর্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি।

(৫) সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সেই সঙ্গে প্রযুক্তি ও মানবিক থেকে উদ্ভূত সংকর পদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে পরিভাষার একটি উল্লেখযোগ্য পরিশীলিততা প্রতিফলিত হয়, যার সঙ্গে ধ্রুপদী পরবর্তী ও অ-ধ্রুপদী পরবর্তী সমাজবিজ্ঞানের ধারণার সংশ্লেষণ রয়েছে।

(৬) সমাজবিজ্ঞানীদের মনোযোগের স্থানান্তর বেশির ভাগ স্থির থেকে প্রধানত গতিশীল এবং এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক রূপান্তরের দিকে হয়ে থাকে।

(৭) জটিল (প্রধানত অ-বস্তুগত) সামাজিক বৈষম্যের অধ্যয়নের ক্রমবর্ধমান তাৎপর্য, যা সামাজিক উত্তেজনা এবং বিরোধী স্বার্থ ও মূল্যবোধকে ঘিরে নতুন ধরনের দ্বন্দ্বে মূর্ত বৈষম্যের নতুন আকারের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেয়।

(৮) নতুন প্রযুক্তি এবং বর্তমান সংকর যুদ্ধের অব্যাহত প্রবর্তনের ফলে ক্রমবর্ধমান অমানবিককরণের কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সংবেদনশীলতা প্রদর্শন (হাইপারেরজিয়া) বা অতিরিক্ত উদ্দীপনাবাদ (বা হাইপারডাইনামজম) এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক রূপান্তরের অবস্থার অধীনে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও জ্ঞানমূলক ক্রিয়াকলাপের ক্রমবর্ধমান তাৎপর্য।

(৯) নতুন সংশ্লেষিত ও পরিবর্তিত; পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতির পাশাপাশি অন্যান্য শাখা থেকে পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সমাজতাত্ত্বিক বৃত্তিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং কৌশলগুলোর বৈচিত্র্যকরণ হচ্ছে। তাদের সম্মিলিত প্রভাব সমাজবিজ্ঞানীদের দ্রুত এবং বৈধ সামাজিক ফলাফল পেতে সক্ষম করে।

(১০) সমাজতাত্ত্বিক বৃত্তির মৌখিক এবং অ-মৌখিক পদ্ধতি থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে স্থানান্তর করা ইত্যাদি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য: নাটালিয়া চেরনিশ : <nchernysh@gmail.com>

১. নাটালিয়া চেরনিশ (অক্টোবর ২০১৭) “বর্তমান সমাজবিজ্ঞান বিকাশের প্রবণতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি” http://stmm.in.ua/archive/ukr/2017-4/4.pdf (রাশিয়ান ভাষায়).

> সমষ্টি ও ব্যক্তিগত মানসিক আঘাত

ইউরি প্যাকভস্কি, লিভিভ আইভান ফ্রাংকো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইউক্রেন।

কৃতজ্ঞতা: Nastyaofly/Depositphotos.

চলমান রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যকার যুদ্ধ সমগ্র সভ্য বিশ্বের জন্য একটি হুমকি। ইউক্রেনের প্রেক্ষাপটে আজ আমরা রাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক সহাবস্থানের সব নীতির পতন এবং কীভাবে মানুষের ভাগ্য স্বেচ্ছাচারিতা ও একটি দেশের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভরশীল বা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের একজন প্রধান ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল, যিনি তাঁর অমানবিক আদর্শকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে চান, তা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। ইউক্রেনের প্রতিটি নাগরিক আজ যে যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুভব করছে, তা বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রায় সব ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে, যা তার নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য বৈশ্বিক হুমকির সম্মুখীন হয়, বিশেষ করে, রাশিয়ার পারমাণবিক হুমকি, সেই সঙ্গে সর্বশেষ অভিবাসন চ্যালেঞ্জ, বৈশ্বিক ক্ষুধা, শক্তি ও পরিবেশগত-সংকট। ইউক্রেনের সব মানুষ যে শোকাবহ পরিস্থিতি ও গণহত্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তার তুলনায় এগুলো ছোট মনে হতে পারে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, যুদ্ধের প্রথম ১১৫ দিনের মধ্যে রাশিয়া ইউক্রেনে যে শিশুহত্যা করেছে, তা পুরো ২০২১ সালে সিরিয়ায় বা ১৯৯২-১৯৯৫ সময়কালে বসনিয়ায় করা হত্যাযজ্ঞয়ের চেয়ে বেশি।

যুদ্ধের সমস্যা ও এর পরিণতিগুলোর আলোকে, একজন সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী হিসেবে আমি অনেকগুলো তুলনা এবং সাদৃশ্য সম্পর্কে চিন্তা করি, যা সামাজিক আতঙ্ক ধারণার সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খায় (পি. স্টোমপকা, জে সি আলেকজান্ডার, আর. ইয়ারম্যান, প্রমুখ): একটি বৈশ্বিক হুমকি হিসেবে যুদ্ধ; যুদ্ধ যা মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ে; মানব অস্তিত্বের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ তৈরি ও নির্মাণের উপায় হিসেবে যুদ্ধ; উদ্বেগ ও জীবনের অভিজ্ঞতা হিসেবে যুদ্ধ; মানুষের কার্যকলাপ ও আত্মার শক্তির উৎস হিসেবে যুদ্ধ; ব্যক্তিগত ভবিষ্যত ও প্রজন্মের ভাগ্য-সংগ্রাম হিসেবে যুদ্ধ; গণহত্যা হিসেবে যুদ্ধ; যুদ্ধ একত্রীকরণ ও সংহতির পথ হিসেবে ইত্যাদি। এভাবেই সব চলতে থাকে। যাহোক, যা যুদ্ধের সঙ্গে এসব সংস্থাগুলোকে একত্রিত করে তা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের একটি আঘাতমূলক ঘটনাকে অতিক্রম করার একটি উপায় প্রয়োজন, যা প্রতিটি ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করে, সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজকেও। প্রত্যেক ব্যক্তি যে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করে বা এর অগ্নিপরীক্ষায় পতিত হয়, তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র এবং অনন্য জীবন কাহিনী রয়েছে। তাদের সংমিশ্রণে এই জীবন কাহিনীগুলো 'অবিচ্ছেদ্য' বা সেই দেশের সঙ্গে সংযুক্ত, যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, যেখানে আমরা বাস করি ও কাজ করি এবং যার ইতিহাস আমরা তৈরি করি।

ইউক্রেনের ইতিহাস একটি আহত পাখির উড়ার মতো, যে অন্ধকার এবং অনিশ্চয়তা থেকে আলোর দিকে আরও উঁচুতে ওঠার লড়াই করে। এর অগ্রগতির সময়, ইউক্রেন ঐতিহাসিক দোলাচল সহ্য করেছে (যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনাগুলো, বলশেভিক রাশিয়া থেকে স্বাধীনতার জন্য ইউক্রেনীয়দের সংগ্রাম, ১৯৩০ সালের হলোডোমোর, ১৯৪১-১৯৪৫ সালের বিধ্বংসী জার্মান-সোভিয়েত যুদ্ধের ঘটনা, ১৯৮৬ সালে চেরনোবিল এবং এখন রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধ, যা ২০১৪ সাল থেকে চলছে এবং যার ফলে রাশিয়া-ক্রিমিয়া এবং ডোনেস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চলের কিছু অংশ যুক্ত করেছে) পাশাপাশি বিংশ শতকের শেষের এবং একুশ শতকের প্রথম দিকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দোলাচল, যা ২০০৪ সালের কমলা বিপ্লবের সময় গণতন্ত্রের জন্য লড়াই এবং ২০১৩-১৪ সালে বিপ্লবের সময় ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত লড়াইয়ের সঙ্গে সামাজিক রূপান্তরের একটি দীর্ঘ সময় এবং মূল্যবোধের পুরোনো ব্যবস্থার বিযুক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সংগ্রাম ও কষ্টের দীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ ইউক্রেনীয় জনগণের সামাজিক স্মৃতিতে খোদাই করা রয়েছে; গভীর মানসিক অভিজ্ঞতা সামাজিক গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিপর্যায়ে মানসিক আতঙ্কের দিকে পরিচালিত করেছে। ইউক্রেনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, প্রায় ১৫ মিলিয়ন ইউক্রেনীয়দের আজ পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধের কারণে মানসিক সহায়তার প্রয়োজন হবে এবং ৩-৪ মিলিয়নের মানসিক রোগের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। যুদ্ধের ফলস্বরূপ প্রতিদিন যুদ্ধ চলতে থাকায় মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন এমন লোকের সংখ্যার সঙ্গে কমপক্ষে প্রতি পাঁচজনে একজন ইউক্রেনীয় বিরূপ স্বাস্থ্যপরিস্থিতে পড়বে।

ইউক্রেনীয় জনগণের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান যুদ্ধ বাস্তবতার একটি নতুন উপলব্ধি তৈরি করেছে; সাধারণ ইউক্রেনীয়দের মাঝে 'রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় ভ্রাতৃত্ব'-এর সব পূর্ব-বিদ্যমান পৌরাণিক কাহিনীগুলোর সঙ্গে পার্থক্য প্রতিভূত রয়েছে। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে অর্থনীতির পুনর্গঠনের মাধ্যমে এ পথের সৃষ্টি। এই উপলব্ধি যে আমরা আলাদা, এমনকি সেই ইউক্রেনীয়দের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যারা সাধারণ স্লাভিক শিকড়কে ধ্বংস করার ধারণাটি বিবেচনা করতে চাননি। এই পরিচয় বিশেষত যুদ্ধের উপলব্ধির মাধ্যমে সনাক্ত করা যেতে পারে, যা আমাদের ইউক্রেনীয়দের জন্য, আমাদের স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং অস্তিত্বের জন্য একটি যুদ্ধ (রাশিয়ানদের জন্য এটি একটি যুদ্ধ নয়, তবে একটি তথাকথিত বিশেষ অভিযান : তাদের হত্যাকারী নেতাদের বীরত্ব এবং ইউক্রেনীয় সবকিছুর প্রতি ঘৃণার প্রকাশ)। আমাদের ইউক্রেনীয়দের জন্য যুদ্ধটি একটি গভীর ভীতিকর ঘটনা, কিন্তু তাদের জন্য এটি মানসিক উচ্ছ্বাস ও চেতনার জেড এবং ভি প্রতীকগুলোর বিজয়ের একটি উপলক্ষ। এই নতুন জীবনের জন্য সব ইউক্রেনীয়দের একটি মহান প্রচেষ্টা, সংগ্রাম এবং একত্রীকরণ প্রয়োজন, যেমনটি সমগ্র গণতান্ত্রিক বিশ্ব এবং বিশেষ করে, সব ইউরোপীয়রা ব্যতিক্রম ছাড়াই করে।

এই যুদ্ধের বিশেষ দুঃখজনক বিষয়টি ছিল অপ্রত্যাশিত। আমরা দেশের পূর্বাঞ্চলে সামরিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছিলাম, যা গত আট বছর ধরে

>>

চলছিল এবং (ভুল) বোঝাবুঝি যা সারা দেশে ও আমাদের প্রত্যেকের ওপর 'চাপানো' ছিল। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ আমাদের জন্য একটি নতুন গল্পের শুরুর প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যখন আমরা সব প্রাপ্তবয়স্করা নিজেদেরকে এই ভয়ংকর প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিল : "আমি কি ইউএসএসআর-এ ফিরে যেতে চাই?" অথবা বিকল্পভাবে : "আমি কি এমন একটি দেশে বাস করতে চাই, যেখানে মানবাধিকার, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান আছে?" এটি আসলে একটি নতুন ক্ষণগণনার সূচনা, একটি বিশাল অভিঘাত (একটি উদ্বেগজনক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত মানসিক অবস্থা), তখনই আমাদের দেশের ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছিল, যখন প্রথম ৫-৭ দিনের মধ্যে পারস্পরিক সীমানাযুক্ত ১০০০ কিলোমিটার জুড়ে রাশিয়ান বিশাল আক্রমণের ঘটনা ঘটে। আমি লভিভের ইভান ফ্রাঙ্কো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদেরকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গত তিন মাসে তাদের উপলব্ধি বর্ণনা করতে বলেছি। তাদের জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী মানসিক অভিব্যক্তিগুলো শুরুর দিনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল:

"আমার জন্য যুদ্ধের শুরুর সকালটি এমন ছিল, যেন একজন প্রিয়জন মারা গেছে এবং আমি শেষকৃত্যে যাচ্ছিলাম। সবাই ভয় পেয়ে গেল। প্রথম কয়েকদিন বাইরে যেতে ভয় পেতাম, সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে খবর দেখতাম। যুদ্ধের তৃতীয় দিনে, আমি প্রথমবার বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম এবং রুটির জন্য বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম; দোকানে সারি দীর্ঘ ছিল এবং যেখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকা উচিত ছিল, সেগুলো প্রায় খালি ছিল। আমি অস্বস্তি অনুভব করছিলাম এবং ভয় পেয়েছিলাম।" (ভিরা, ১৯ বছর বয়সী)

"যুদ্ধ ঘোষণার পর প্রথম রাতটি আমার জন্য দীর্ঘ ছিল, বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া প্রতিটি গাড়ি ছিল হেলিকপ্টার বা রকেটের মতো; এই ক্রমাগত চাপের কারণে আমি ঘুমাতে পারিনি..." (দিমিত্র, ২১ বছর বয়সী)

"প্রথম রাতটি প্রায় সবচেয়ে খারাপ ছিল। অবিশ্বাস্য মানসিক চাপের কারণে অনিদ্রা শুরু হয়েছিল। আমি সারাক্ষণ খবর দেখতাম, আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না, আমি আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম। ভোর তিনটার দিকে তিনটি যুদ্ধবিমান বাড়িটির ওপর দিয়ে উড়ে যায়। এটি এতই জোরে, ভারি এবং দীর্ঘস্থায়ী শব্দ ছিল যে তারা উড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি অনন্তকালের মতো মনে হয়েছিল। তার পর থেকে আমার আতঙ্ক দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কিছু দিনের স্বাভাবিক ঘুম ও পুষ্টিহীনতা, ভীষণ ভয় ও আতঙ্ক অবসাদগ্রস্ত করে ফেলে। যেহেতু আমি পড়াশোনা করতে পারিনি, তাই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এভাবে আমি কাউকে সাহায্য করতে পারবনা এবং কোথায় আমি কাজে লাগতে পারি, তা খুঁজতে লাগলাম।" (আনাস্তাসিয়া, ২০ বছর বয়সী)

"যখনই আমি মনে করি, আমার কারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা দরকার বা আমি কাউকে হারাতে পারি, কান্না করে ফেলি... আমি বিশ্বাস করি, এটি সিনেমার মতো ভীতিকর নয়, আমাদের এটির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আমি আমার পরিবার এবং আমার আত্মীয়দের খুব ভালোবাসি, সব ঝামেলা এবং ঝগড়া সত্ত্বেও। আমি চাই, আমরা সবাই সুস্থ ও বেঁচে থাকি এবং একসঙ্গে থাকি। সবাই ভালো থাকুক। আমি বাঁচতে চাই।" (কসেনিয়া, ১৮ বছর বয়সী)

"লভিভে ভোর ৭টা বেজে ৪৪ মিনিটে প্রথমবারের মতো একটি বিমান হামলার সতর্কতা শোনা গিয়েছিল। আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লাম এবং প্রতিবেশীদের কাছে হলঘরে দৌঁড়ে গেলাম। আমার মুখে কাতর হাসি দেখা দিল এবং একটা কম্পন আমার শরীরে ছড়িয়ে পড়ল..." (মার্থা, ১৮ বছর বয়সী)

এটা বিশ্বাস করা হয় যে আঘাত কাটিয়ে উঠতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন, যা শক্তিশালী মানসিক অভিজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করেছিল। ব্যক্তির ওপর ঘটনার প্রভাবের শক্তি এবং মানসিক চাপের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের ওপর নির্ভর করে 'কাটিয়ে ওঠার' এই প্রক্রিয়াটি মাস, বছর বা এমনকি কয়েক দশক সময় নিতে পারে। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার মতে, বর্তমানে 'স্বচক্ষে দেখাজনিত আতঙ্ক', 'মানুষের যন্ত্রণা', 'জীবনের একটি নতুন অর্থের সন্ধান', 'সামরিক প্রেক্ষাপটজনিত আতঙ্ক', 'আতঙ্ক থেকে পারস্পরিক মুক্তি' ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে একটি তীব্র সামরিক চাপ হিসেবে যুদ্ধের সামগ্রিক আতঙ্কের অধ্যয়ন আগের চেয়ে অধিকতর সময়োপযোগী। ইউক্রেনীয় সমাজের বর্তমান অবস্থা একটি উচ্চ একক সংগঠনের চিত্রায়ন করে। এই উদাহরণটি সম্মিলিত আতঙ্ক প্রতিরোধের জন্য আরও বিস্তৃতভাবে একটি অনুপ্রেরণা হতে পারে, যার পরিণতিগুলোর একটি গভীর মনোজাগতিক তাৎপর্য রয়েছে যথা সামগ্রিকভাবে সমাজের ওপর আপাত বিপরীত- গঠনমূলক প্রভাব। ইউক্রেনের জন্য সম্মিলিত আতঙ্ক হিসেবে যুদ্ধ কাটিয়ে ওঠার অর্থ হলো :

১) সোভিয়েত অতীতের সঙ্গে চূড়ান্ত বিরতি এবং যা রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদী দখলদারিতা এবং 'রাশিয়ান বিশ্বের' সঙ্গে যুক্ত;

২) নিরাপত্তা ও শান্তির আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তা এবং ভূমি ইজারা প্রদানের সঙ্গে সমন্বয়ে এর আঞ্চলিক অখণ্ডতা পুনরুদ্ধার করার একটি সুযোগ;

৩) সুশীল সমাজ গড়ে তোলা এবং প্রথমত, স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের সক্ষমতা, যা ব্যাপক হয়ে উঠেছে এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হয়ে উঠেছে;

৪) ইইউ সদস্যপদের জন্য প্রার্থী দেশ হিসাবে ইউক্রেনের জন্য একটি নতুন ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার;

৫) পশ্চিমা বিনিয়োগের সম্পৃক্ততার সঙ্গে দেশটির পুনর্গঠনের একটি যুদ্ধোত্তর সম্ভাবনা হিসাবে উদ্ভাবনী অগ্রগতি এবং বিশেষ করে, শত্রুতা দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলগুলোকে সমর্থন করার জন্য বিস্তৃত আন্তর্জাতিক কর্মসূচি;

৬) গণতান্ত্রিক (সভ্য) মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখা, আধুনিক বিশ্বে তাদের অলঙ্ঘনীয়তা;

৭) যুদ্ধ দ্বারা সৃষ্ট বৈশ্বিক হুমকিগুলোর একটি সাধারণ বোঝাপড়ার মাধ্যমে একত্রিত দেশগুলোর মধ্যে সংহতির একটি নতুন ধারা তৈরি করা;

৮) তাদের স্বাধীনতা রক্ষায় ইউক্রেনের জনগণের অটলতার বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং উপলব্ধি করা যে ইউক্রেন ইতিমধ্যেই তার অনুপ্রাণিত প্রতিরোধের মাধ্যমে রাশিয়ান আগ্রাসীকে পরাজিত করেছে।

অবশ্যই, একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে কেবল সমগ্র ইউক্রেনীয় সমাজের সমন্বিত পদক্ষেপ নয়, যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোর অধ্যয়নও প্রয়োজন। আমার মতে, সে একত্রকরণকারী শক্তি যা সামগ্রিক ক্ষেত্রে এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ বাতলে দিতে পারে, তা হলো প্রত্যেকের মধ্যে থাকা বিজয়লাভের প্রবল বিশ্বাস।

লিভিভ, জুন ২৫, ২০২২ ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য: ইউরি প্যাকভস্কি <ypachkovskyy@gmail.com>

১. (ইউক্রেনীয় ভাষায়) https://molodost.in.ua/news/7002/ (জুন ১৯, ২০২২)।
২. (ইউক্রেনীয় ভাষায়) https://poglyad.tv/u-moz-vvazhayut-shcho-cherez-viynu-kozhen-p-yatiy-ukrayinec-matime-problemi-z-psihikoyu-article (জুন ১০, ২০২২)।

> ইউক্রেন যুদ্ধ

আমাদের অনুমিত জানাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে

ড্যারি ক্রিস্টি, ইউনিভার্সিটি অব বুকারেস্ট, রোমানিয়া

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা অধ্যয়নের সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতির দুর্বলতা সম্পর্কে এবং সাংবাদিকতা বিষয়ের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ও সম্ভবত নিয়তিমূলক সংযোগের বিষয়ে আমি অন্যান্য উপলক্ষে লিখেছি। সামাজিক বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কার্যক্রমে আবিষ্ট। সম্ভবত, কার্যকারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে তাঁদের সামর্থ্যকে প্রমাণ করার জন্য তাঁরা সংকট, প্রচলিত ধারা ও নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সচেষ্ট এবং প্রতিবারই তাঁরা ভুল হিসেবে অভিযুক্ত হয় : ২০২০ সালের আগে সমাজবিজ্ঞান একটি সম্ভাব্য মহামারির প্রতি মনোযোগ দেয়নি; ইউক্রেন যুদ্ধের সংকেতগুলো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল; প্রত্যেক নির্বাচনী জরিপগুলোর ফলাফল সংবাদ মাধ্যম এবং জনগণের পছন্দমতো সঠিক হয়নি।

> বিস্ময়ে পরিপূর্ণ দুই বছর :

গত আড়াই বছর ছিল বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। ভিন্ন একটি ফ্লু (কোভিড-১৯ মহামারি)-এর বিস্ময়ের পরে এলো যুদ্ধের বিস্ময়, যেটির আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে যা আমরা গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেখেছিলাম তার সঙ্গে। যুদ্ধ ইউক্রেনে যে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে, সেটি অপরিসীম এবং অনেক আলোচিত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে যুদ্ধের ধাক্কা, উদ্বাস্তুদের চিত্র থেকে শুরু করে বোমা হামলা, ট্যাংক এবং ধ্বংস হওয়া শহরগুলোর চিত্রও জানার জন্য জরুরি। একটি বাস্তব বহিরাগত চর্চার মতো লোকজন প্রায় তিন দশক ধরে বিশ্বাস করে আসছিলো যে এই সমস্যাগুলো সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কৌশলগত ও নিরাপত্তা অধ্যয়ন, সামরিক বিজ্ঞান এবং কূটনীতি দ্বারা সমাধান করা হচ্ছে। পশ্চিমা সমাজ এই ধরনের উদ্বেগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল : সেখানে কি এমন লোক ছিল না, যাঁরা এই সমস্যাগুলো অধ্যয়ন করছিল এবং এই জাতীয় সমস্যাগুলোকে আবার ঘটতে না দেওয়ার জন্য কাজ করেছিল? সুতরাং ইউক্রেনে যা ঘটছে, তা থেকে সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমরা কী শিখেছি।

> রোমানিয়া এবং ন্যাটোর প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে একটি দৃষ্টিভঙ্গি

ন্যাটো এবং ইইউতে রোমানিয়ার প্রবেশের পর থেকে রোমানিয়ানরা অটলভাবে ইইউতে সবচেয়ে ন্যাটোপন্থী, ইইউপন্থী এবং আমেরিকানপন্থী জনগণ হিসেবে আছে এবং এটা ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণ দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ন্যাটোর প্রধান সমালোচনা হলো ন্যাটোর মতো একটি মহাশক্তি অকার্যকর হয়ে পড়ে, একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল নিরাপত্তা পরিবেশে যেখানে হুমকিগুলো আর রাষ্ট্র দ্বারা প্রতিনিধিত্ব হয় না, বরং অরাষ্ট্রীয় প্রভাবকগুলোর (যেমন সন্ত্রাসবাদ) সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ দ্বন্দ্ব দ্বারা অথবা বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো যেমন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব দ্বারা। ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার আক্রমণ, যদিও রাশিয়াতে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত নয়, সদস্যরাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা নির্ধারক হিসেবে ন্যাটোর প্রাসঙ্গিকতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং জোটনিরপেক্ষতার ধারণার (ফিনল্যান্ড ও সুইডেন বিবেচনা করুন) সঙ্গে আপস করেছে।

> কাঠামোবিরোধী দল

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইউরোপে কম বেশি সফল কাঠামোবিরোধী দলগুলোর উত্থান ঘটেছে, যার মধ্যে অনেকেরই নির্দিষ্ট জনতাবাদী, সার্বভৌম বা ইউরোসেপ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। মহামারি এবং এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর প্রচেষ্টা এই আন্দোলনগুলোকে একটি স্থায়ী অবস্থান প্রদান করেছে, যার বেশির ভাগই ভ্যাকসিনবিরোধী ও বিধিনিষেধকে বা মহামারির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। রোমানিয়ায়, ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ এই ধরনের কাঠামোবিরোধী আন্দোলনগুলোর আবেদন কমিয়ে দিয়েছে এবং ন্যাটো ও ইইউ-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে।

রাশিয়ার সঙ্গে বা রাশিয়ান প্রপাগান্ডার বিষয়বস্তুর সঙ্গে কাঠামোবিরোধী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করা হয়েছে যদিও এটি অত্যন্ত জটিল এবং প্রমাণ করা কঠিন। গত তিন মাসে আমরা দেখেছি যে যুদ্ধের সঙ্গে এই আন্দোলনগুলোর সম্পর্কটি অস্বাভাবিক : জনসম্মুখে যুদ্ধের ইস্যুটি নিয়ে কথা না বলা থেকে শুরু করে এটি বলা পর্যন্ত যে ইউক্রেন খুব বেশি গণতান্ত্রিক নয় (যেন এটি এই সত্যটিকে পরিবর্তন করতে পারে যে রাশিয়া এই যুদ্ধে স্পষ্ট আগ্রাসী); যুদ্ধে ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি হ্রাস করা থেকে শুরু করে ইউক্রেনে রোমানিয়ান সংখ্যালঘুদের প্রতি উদ্বেগ, আগ্রাসীর শনাক্তকরণকে আপেক্ষিক করা পর্যন্ত। সুতরাং ইউক্রেনের যুদ্ধ কাঠামোবিরোধী দলগুলো এবং তাদের পুতিনের রাশিয়ার প্রতি বিদ্যমান ধারণাতীত দুর্বলতার জন্য একটি প্রকৃত লিটমাস পরীক্ষা।

> বাস্তববাদের প্রতিশোধ

১৯৯০-এর পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমাজবিজ্ঞান বেঁচে ছিল ইতিহাসের শেষ উদাহরণে : মহান যুদ্ধগুলো শেষ হয়েছিল, এমনকি স্নায়ুযুদ্ধও; উদারনীতিবাদ বাস্তববাদের উপর জয়লাভ করেছিলো। স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইস্যুগুলো দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় এমন একদফা যুদ্ধগুলো ছিল; কিন্তু বিশ্ব একমেরুতে পরিণত হয়েছিল, যেখানে মধ্যমশক্তিগুলোর একটি ধারাসহ যেটি একমাত্র পরাশক্তির দৃষ্টান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করতে অক্ষম। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর পর ইতিহাস আবার লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়, কিন্তু শুধু দৃশ্যত। একটি নতুন প্রতিপক্ষ (সন্ত্রাসবাদ) আবির্ভূত হলো যেটি রাষ্ট্রীয়পক্ষ দ্বারা প্রতিপালিত একটি অশুভ চক্র এবং যুদ্ধ নয়, বরং বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা, সশস্ত্র সংগ্রাম ইত্যাদি অপরাধের কার্যক্রম হয়ে উঠল। ১৯৯০-এর পরে যেমন ভাবা হতো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা আর তেমন শান্তিপূর্ণ (যদিও একদফা যুদ্ধের দ্বারা অনেকবার ব্যাহত হয়েছিল) ছিল না। একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অভিনব শত্রু আবির্ভূত হলো কিন্তু সামরিকভাবে বলতে গেলে বিশ্ব বড় বিপদের মধ্যে ছিল না, পশ্চিমে সাধারণ যুদ্ধের ভয় নগণ্য ছিল এবং মার্কিন

>>

“সামাজিক বিজ্ঞানের বহুমুখী চরিত্রটি একটি ব্যতিক্রমী গুণ হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে যদি আমরা এই বহুমুখী চরিত্রটিকে আমাদের অনুমানের বৈধতা যাচাইয়ের চেয়ে বিশ্বব্যবস্থাকে বোঝার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে জানি”

যুক্তরাষ্ট্র বা ন্যাটো তখনো বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রীয় পরাশক্তি ছিল। সিস্টেমটি তখনো উদারনৈতিক ছিল। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জি ডব্লিউ বুশ বলেছিলেন যে রোমানিয়া ‘নতুন রাশিয়ার সেতু’ হয়ে উঠবে। পশ্চিমা বিশ্বের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির পেছনে ছিল সফ্‌ট-পাওয়ার ফ্যাক্টর। পশ্চিম প্রসারিত হচ্ছিল, কারণ এর প্রার্থী দেশগুলো তার দরজায় কড়া নাড়ছিল।

কিন্তু বাস্তববাদ তার প্রভাব বিস্তার করতে প্রায় উন্মুখ ছিল। ২০১০-এর পর অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চীনকে আর উপেক্ষা করা গেল না। প্রায় একই সময়ে চীন ও রাশিয়া কাউকেই পূর্ববর্তী বিশ বছরের বিশ্বব্যবস্থায় সম্মতি দিতে ইচ্ছুক মনে হলো না। নিবিড়ভাবে রাশিয়াকে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই, ২০০৮-এ এর জর্জিয়ার ওপর আক্রমণ; ২০১০-এর গোড়-ার দশকে ইউক্রেন এবং মলদোভা দ্বারা একটি সম্ভাব্য ইউরো-আটলান্টিক পরিবর্তনকে বন্ধ করতে রাশিয়ার কিছু বৃহৎ প্রচেষ্টা; ২০১৪-তে রাশিয়ার সমর্থনে ডনবাস বিদ্রোহ, তারপর রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখল। পশ্চিমা জনগণ আর ইউরোপে যুদ্ধের সম্ভাব্যতা দেখেনি, সুতরাং এই পর্বগুলো তুলনামূলক স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হলো। ২০১০-এর পূর্বে রাশিয়া যে রকম দেশ ছিল, সে রকম আর রইল না, একটি সম্ভাব্য আগ্রাসী হিসেবে এটি বিবেচিত হতে লাগল, কিন্তু বিশ্বব্যবস্থা বজায় ছিল।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ একটি স্পষ্ট আগ্রাসনের কাজ হিসেবে প্রকাশিত হলো, যেটি সাধারণ জনগণের কাছে বোধগম্য নয়। পশ্চিমের প্রতি ইউক্রেনের ঝোঁক রাশিয়াকে ন্যাটো ও ইইউ-এর কাছে দুর্বল করে তোলে; এই ধারণাটি বোঝা নৈতিকভাবে কঠিন : ২০১৪ সাল রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে একটি স্পষ্ট ফাটল চিহ্নিত করেছে। যুদ্ধের প্রতি রাশিয়ান জনসাধারণের সমর্থন আশ্চর্যজনক। কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞ স্বীকৃতি দিতে পারে বাস্তববাদী ব্যাখ্যার গ্রহণকে এবং সেই উদারতাবাদের প্রত্যাখ্যানকে, যেটি প্রায় একশ বছরের তাত্ত্বিক প্রতিযোগিতার পর পারস্পারিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাখা বিতর্ক জিতেছে বলে মনে হয়।

উপরন্তু যুদ্ধ যেমনটি ছিল ৫০ বছর আগের তথ্যচিত্র এবং চলচ্চিত্রগুলোতে– এর ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাংক, হেলমেট এবং মেশিনগানসহ এটি স্পষ্ট করল যে যুদ্ধ অদৃশ্য হয়ে যায়নি। পারমাণবিক অস্ত্র যেটি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বগুলো ১৯৯০ সাল থেকে খুব সামান্যই বলেছে, সেটিও অদৃশ্য হয়ে যায়নি। এমনকি বিষয়টির পেছনের তত্ত্বটিও নতুন নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা অধ্যয়নের দশকগুলো বৃথা গেছে বলে মনে হয়, যেন আমরা কোরিয়ান যুদ্ধ ও কিউবান ক্ষেপণাস্ত্র সংকটে ফিরে যাচ্ছি।

সংক্ষেপে আমরা একটি মৌলিক পূর্ণ-বিকশিত নিরাপত্তা দ্বিধায় আছি। ন্যাটো ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত নয়, তবে উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। রাশিয়া কোথায় থামবে? ১৯৯০ সাল থেকে পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধের ভয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। আধুনিক যুদ্ধ অতীত থেকে ভিন্ন নয় : এটি অর্থনৈতিক নয়, এটি অনলাইন নয়, এটি সভ্য নয়, এটি বেসামরিকদের জন্য প্রতিরক্ষামূলক নয়। আধুনিক যুদ্ধ যতটা মৌলিক হতে পারে, তার চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক। রাজনীতিবিদ, সামরিক বাহিনী, বিশ্লেষক এবং সাধারণ জনগণ দুই দশক ধরে ভ্রান্ত স্বস্তিতে বেঁচে রয়েছে। আমরা ভুলে না যাই যে মিথ্যা খবর এবং রাশিয়ান প্রোপাগান্ডা বছরের পর বছর ধরে আলোচিত হয়েছে বিশেষ করে, ২০১৪ সালের পর থেকে, কিন্তু অধিকাংশই ‘সাইবার যুদ্ধ’ শব্দটি ব্যবহার করেছে, যেন এটি প্রকৃত যুদ্ধকে প্রতিস্থাপন করেছে। আমরা এখন দেখতে পাই যে মিথ্যা সংবাদ প্রোপাগান্ডার মতোই কাজ করে। এটি প্রকৃত যুদ্ধের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করেছে এবং এখন এটি যুদ্ধ পরিচালনা করতে সহায়তা করছে।

> আসুন মলদোভার কথা ভুলে না যাই

যদি আমরা রোমানিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে ইউক্রেনের যুদ্ধকে বিবেচনা করি, আমাদেরকে অবশ্যই মলদোভার কথা উল্লেখ করতে হবে। মলদোভা প্রজাতন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট পরিচয় বন্ধন সম্পর্কে রোমানিয়ার সংবেদনশীলতা সবারই জানা। যখন ১৯৯০-এর পাশা ঘুরানো হয়েছিল, মলদোভা আবার ‘প্রাচীর’-এর অপর প্রান্তে থেকে গেল, যখন রোমানিয়ার ইউরো-আটলান্টিক একীকরণ নামে একটি সুসংগত রাজনৈতিক প্রকল্প ছিল; এবং মনে হচ্ছে প্রকল্পটি কাজ করেছে। বর্তমান আশঙ্কাগুলোর মধ্যে একটি ট্রান্সনিস্ট্রিয়া এবং মলদোভা প্রজাতন্ত্রের সংঘাতের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সম্পর্কিত (এখনও পর্যন্ত অশ্রুত)। মলদোভা সম্ভবত একটি রাষ্ট্রের সর্বোত্তম উদাহরণ, যেটি বিশ্বাস করে যে নিরপেক্ষতার কিছু ব্যবহার রয়েছে। এটি বাস্তববাদের দিকে একটি প্রচেষ্টা : মলদোভা প্রায় ৩০ বছর ধরে ইইউ বা রোমানিয়া এবং রাশিয়ার সঙ্গেও একটি কার্যকর সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

সংক্ষেপে, আমি বিশ্বাস করি যে গবেষকদের প্রথম বাধ্য-বাধ্যকতা হলো ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেওয়ার দাবির পরিবর্তে মনোযোগ দেওয়া এমন সম্ভাব্য পরিস্থিতির ওপর, যাতে তারা উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পেতে পারে। এটা ইতিহাসে প্রথমবার নয় যে বাস্তবতা তত্ত্বের সঙ্গে মিলে না। সর্বোপরি, সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর প্রধান ত্রুটি হলো তাদের বহুমুখী চরিত্র-যেটা একটি বিশেষ গুণ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে, যদি আমরা জানি যে এটিকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, যখন প্রকল্প যাচাই করার চেয়ে বিশ্বকে বোঝা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : ড্যারি ক্রিস্টি <darie.cristea@sas.unibuc.ro>

> কেন আমাদের তুলনামূলক আন্তবিভাজনগত এলজিবিটি+ তথ্য দরকার

সাইত বায়রাকদার, কিংস কলেজ লন্ডন, ইউকে এবং **অ্যান্ড্রু কিং,** ইউনিভার্সিটি অব সারে, ইউকে

এলজিবিটি+ জনগণের জীবনকে উন্নত করার জন্য প্রচলিত নীতিসমূহ প্রণয়নের জন্য অসমতার মাত্রা বোঝা অপরিহার্য। কৃতজ্ঞতা: সাইত বায়রাকদার

গত কয়েক দশকে ইউরোপের অনেক দেশে কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, গবেষণায় দেখা যায় যে নারী সমকামী, পুরুষ সমকামী, উভকামী, ট্রান্স ও অন্যান্য যৌনতা এবং লিঙ্গ বৈচিত্র্য (এলজিবিটি+) ব্যক্তিদের প্রতি অসমতা অব্যাহত রয়েছে। অনেক মানুষ বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ, কর্মক্ষেত্র এবং জনসম্মুখে অথবা জনসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের সম্মুখীন হয়।

>বর্তমান অসমতা-বিষয়ক তথ্যের সীমাবদ্ধতা

এলজিবিটি+ জনগণের জীবনকে উন্নত করতে অবহিত অন্তর্ভুক্তি নীতি প্রণয়নের জন্য এই ধরনের বৈষম্যের পরিমাণ বোঝা অপরিহার্য। যাহোক, এখন অবধি নীতিনির্ধারকদের এ ধরনের জ্ঞানার্জনে সহায়ক হবে এমন তথ্যের বা উপাত্তের উৎস পাওয়া যায়নি। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত, অনেক জরিপ নিয়মিতভাবে যৌন অভিমুখীতা বা লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেনি; আজও, অনেক বড় জরিপে এখনো লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কিত প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

এই তথ্যের বা উপাত্তের সীমাবদ্ধতা এলজিবিটি+ বৈষম্যের প্রাদুর্ভাবের দেশগুলোর মধ্যে তুলনা করার সুযোগকে সীমিত করেছে। সমীক্ষার তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের প্রচেষ্টাগুলো মূলত জাতীয় সীমানার মধ্যে থেকে গেছে। গবেষকেরা প্রায়শই তাঁদের নিজের দেশে তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের পরিধি সীমিত করে থাকেন এবং তারপর জাতীয় আইন, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অভিজ্ঞতা এবং বৈষম্য অন্বেষণ করেন। নিঃসন্দেহে, পৃথক দেশে সংগৃহীত এ তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। যাহোক, এই ধরনের পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত প্রায়ই ব্যবহারিক এবং স্থানীয় ভাবনার বিষয়বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ, যা বৃহত্তর পরিস্থিতিতে এলজিবিটি+ বৈষম্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করে না। গবেষণায় ব্যবহৃত একটি একক দেশের তথ্য গবেষকদের কীভাবে দেশ-স্তরের প্রাসঙ্গিক তথ্য এলজিবিটি+

>>

অসমতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তা পরীক্ষা করার অনুমতি দেয় না। যদিও কিছু নীতিগত হস্তক্ষেপের প্রভাব অনুদৈর্ঘ্য তথ্য বা উপাত্ত ব্যবহার করে তথ্য বের করা যেতে পারে। প্রাসঙ্গিক কারণগুলো যেগুলো দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোতে অনুবিদ্ধ করা হয় তা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ প্যানেল অধ্যয়নের মধ্যেও নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

> কেন তথ্য তুলনামূলক এবং আন্তবিভাজনগত হওয়া উচিত

একটি তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করার মাধ্যমে একজন গবেষক দেশজুড়ে বৈষম্য অন্বেষণ করে, যেটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কীভাবে প্রাসঙ্গিক কারণগুলো এলজিবিটি+ অসমতা এবং বৈষম্যমূলক আচরণকে রূপ দিতে পারে। এটিকে সমাজতাত্ত্বিক এবং নীতিনির্ধারণী উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এটি সমাজতাত্ত্বিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এটি ব্যক্তি থেকে প্রাসঙ্গিক কারণগুলোতে লক্ষ্য স্থানান্তরিত করে এবং সমতার কাঠামোগত বাধাগুলোকে দৃষ্টিপাত করে। নীতিনির্ধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি ইঙ্গিত করে যে একটি দেশ কীভাবে অনুকূল ফলাফল তৈরি করার চেষ্টায় অন্যদের তুলনায় অগ্রসর হয় এবং এর ফলে যেখানে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো কার্যকর নীতিগুলো বাস্তবায়নে ব্যর্থ হচ্ছে এবং কোন ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে, তা দৃষ্টিগোচর করে।

যাহোক, আরও একটি সমস্যা আছে। যখন সমীক্ষাগুলো যৌনতা এবং লিঙ্গ পরিচয়ের মতো সামাজিক পরিচয়গুলোর উপর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে না, তখন তারা গবেষকদের শুধুমাত্র জাতিগুলোর মধ্যেই নয়, গোষ্ঠীগত পার্থক্যের মধ্যেও তুলনা করতে সক্ষম হতে বাধা দেয় বা যাকে প্রায়শই 'আন্তবিভাজনগত উপাদান' বলা হয় তা বিবেচনা করে না। যেমন শ্রেণি, জাতিসত্তা, ধর্মভীরুতা, ক্ষমতা ইত্যাদির মতো বৈশিষ্ট্যের একটি পরিসর জুড়ে এলজিবিটি+ লোকদের মধ্যে পার্থক্য। এলজিবিটি+ সম্প্রদায়ের সব ব্যক্তিকে উপস্থাপন করে এমন আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি তৈরি করার জন্য এই আন্তবিভাজনগত পার্থক্যগুলো বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

> একটি প্রতিশ্রুতিশীল তুলনামূলক এবং আন্তবিভাজনগত অধ্যয়ন

আমরা এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য *সিলিয়া-এলজিবিটি+* (চারটি ইউরোপীয় দেশের এলজিবিটি+ নাগরিকদের মধ্যে আন্তবিভাজনগত লাইফ কোর্সের বৈষম্যের তুলনা করা) প্রকল্পে একটি তুলনামূলক আন্তবিভাজনগত পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। আমাদের প্রকল্পের শুরুতে যা ইংল্যান্ড, জার্মানি, পর্তুগাল ও স্কটল্যান্ডে হয়েছিল, যেখানে আমরা প্রকাশিত লেখনী পর্যালোচনা করেছি এবং তুলনামূলক আন্তবিভাজনগত জ্ঞানের ফাঁকগুলো শনাক্ত করতে ডেটা ম্যাপিং করেছি। আমরা খুঁজে পেয়েছি যে আমাদের একটি ডেটাসেট বা তথ্যাবলি প্রয়োজন, যা আমাদেরকে ক্রস-ন্যাশনাল এবং আন্তবিভাজনগত তুলনা করতে সক্ষম করবে, কিন্তু সেই উপযুক্ত উৎসগুলো ছিল খুব সীমিত। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ইইউ এজেন্সি ফর ফান্ডামেন্টাল রাইটস দ্বারা পরিচালিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার জরিপ (*ইইউ এলজিবিটি সার্ভে*) খুবই উপযোগী ছিল। এটি ২৮টি ইউরোপীয় দেশজুড়ে এলজিবিটি ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে গঠিত এবং এই তথ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে তাদের জীবনের ঘটনা, বৈষম্যের অভিজ্ঞতা এবং জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগুলো, যা তারা এই জরিপে বিবেচনা করে। এর তুলনামূলক নকশা এবং এলজিবিটি-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও ঘটনাগুলোর ওপর বিস্তারিত প্রশ্ন আমাদেরকে একটি তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আন্তবিভাজনগুলো অন্বেষণ করার একটি অনন্য সুযোগ দিয়েছে, যা জাতীয় প্রেক্ষাপটে নজর দেয়।

> কিছু তুলনামূলক এবং আন্তবিভাগীয় ফলাফল

আমাদের এই উপাত্তগুলোর *বিশ্লেষণ* আমাদেরকে জার্মানি, পর্তুগাল ও যুক্তরাজ্যে বৈষম্য, হয়রানি এবং সহিংসতার অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা পরীক্ষা করার অনুমতি দিয়েছে। এটি তিনটি দেশে নারী সমকামী, পুরুষ সমকামী, উভকামী এবং ট্রান্স ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু আকর্ষণীয় পার্থক্য দেখিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদিও ট্রান্স ব্যক্তিরা তিনটি দেশেই বৈষম্য, হয়রানি এবং সহিংসতার ঘটনা বেশি অনুভব করতে পারে বলে মনে হয়। সমকামী পুরুষদের তুলনায় সমকামী নারীরা বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যদিও সমকামী পুরুষদের সহিংসতার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সামগ্রিকভাবে, এলজিবিটি অভিজ্ঞতাগুলো খুব বৈচিত্র্যময় বলে মনে হচ্ছে এবং এটি নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও মনোযোগের দাবি রাখে।

তাছাড়া, তিনটি দেশের মধ্যে আকর্ষণীয় পার্থক্যও রয়েছে। যদিও ট্রান্স ব্যক্তিদের যুক্তরাজ্যে বৈষম্য, হয়রানি এবং সহিংসতার রিপোর্ট করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতাও এই দেশে সবচেয়ে বেশি। জার্মানি বা পর্তুগালের তুলনায় যুক্তরাজ্যে সমকামী পুরুষদের সহিংসতার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অন্য সামাজিক-জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যগুলোও এলজিবিটি ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, একটি সংখ্যালঘু জাতি থেকে আসা বা একটি অক্ষমতা থাকার কারণে, তিনটি দেশেই সহিংসতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অন্যদিকে যখন অর্থনৈতিক সংস্থান বৃদ্ধি পায় (পারিবারিক আয় রোজগার বৃদ্ধি), তখন জার্মানি ও যুক্তরাজ্যে সহিংসতার অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা কমে যায় কিন্তু পর্তুগালে কমে না।

> নীতি কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়

এই ধরনের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো মনোযোগের দাবি রাখে। কারণ, এগুলো দিয়ে বোঝা যায় যে প্রাসঙ্গিক কারণগুলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং উভয়ের মধ্যে এলজিবিটি ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে। অতএব আমাদের আরও তথ্য বা উপাত্ত দরকার, যা আমাদের এলজিবিটি অসমতা তুলনামূলকভাবে এবং আন্তবিভাজনগতভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ দেবে। এর দ্বারা আমরা বোঝাতে চাই, আমাদের গবেষণায় প্রাপ্ত যে বৈষম্য, হয়রানি এবং সহিংসতা এলজিবিটি ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে এমন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উপায়গুলো বোঝা হলো নীতি প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ, যা কেবল প্রতিক্রিয়াশীলতার বিপরীতে সক্রিয় হয়ে থাকে। এটি সমতার জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গিও সরবরাহ করবে, যা আইনের বাইরে চলে যায়। এটি বোঝার জন্য যে কাঠামোগত এবং প্রাসঙ্গিক কারণগুলোর মধ্যে পারস্পারিক ক্রিয়া কীভাবে এলজিবিটি জীবনকে আকার দেয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
সাইত বায়রাকদার <sait.bayrakdar@kcl.ac.uk>
অ্যান্ড্রু কিং <Andrew.king@surrey.ac.uk>

> কে জানে?

স্বীকৃতি, উদ্ধৃতি এবং জ্ঞানমূলক অবিচার

জানা বেসেভিক, ডুরহাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ড

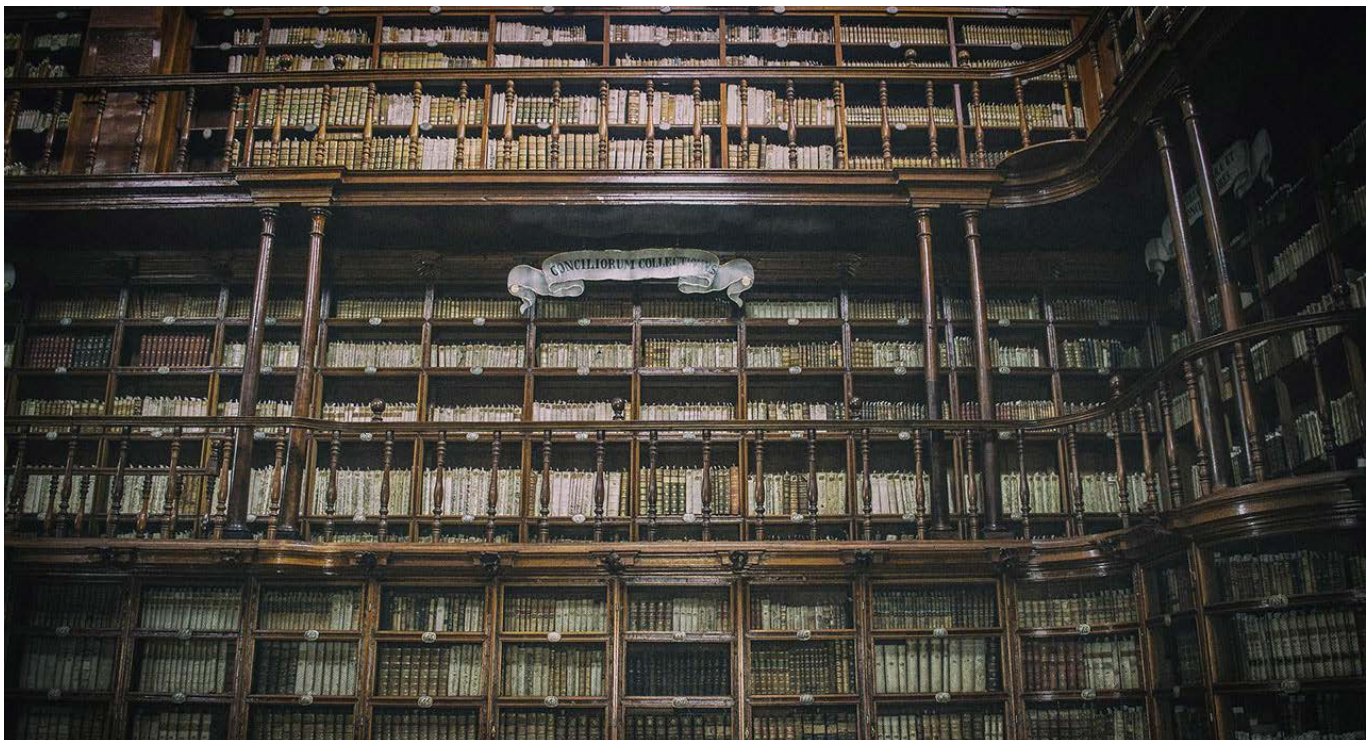

কৃতজ্ঞতা: পিক্সাবে, ২০১৬

নানাভাবে একাডেমিক পেশা আরও বৈচিত্রময় হয়ে উঠছে। ১৯৯০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে নারী শিক্ষার্থী। ইউরোপীয় ইউনিয়নে নারীরা স্নাতক শিক্ষার্থীদের ৫৪ শতাংশ, মাস্টার্স শিক্ষার্থীদের ৫৮ শতাংশ ও ডক্টরেট পর্যায়ে স্নাতকদের ৪৮ শতাংশ, কিন্তু তাঁরা এখনো অধ্যাপকদের মাত্র ২৪ শতাংশ। সংখ্যালঘু জাতিগত বিশেষজ্ঞরা একাডেমিক পেশাজুড়ে কম প্রতিনিধিত্ব করে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গ এবং সংখ্যালঘু জাতিগত বিশেষজ্ঞরা অধ্যাপকের পদে মাত্র ৭ দশমিক ৩ শতাংশ দখল করে আছেন।

> শিক্ষা, জ্ঞান ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে সম্পর্ক

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ অসাম্যগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কারণ, পাঠ্যক্রমকে ঔপনিবেশমুক্ত করার প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে এবং শিক্ষা, জ্ঞান ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা। তবুও সামাজিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অসাম্যের মধ্যে সম্পর্ক গভীর এবং আমাদের শ্রেণিকক্ষে কে শিক্ষার্থী, আর কে শিক্ষক সেদিকে নজর রাখলে চলবে না, তবে আমাদের কোথায় থেকে শিখানো হচ্ছে সে দিকেও নজর দিতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে পাঠ্য তালিকা : কোন শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা হয়? কার জ্ঞান প্রাসঙ্গিক হিসাবে ধরা হয় এবং কিসের জন্য?

জ্ঞানমূলক অবিচারের ধারণা দ্বারা বোঝায় কীভাবে সামাজিক বৈষম্যগুলো উদাহরণস্বরূপ লিঙ্গ এবং নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত বৈষম্য বা নির্ধারণ করে দেয়, কে জ্ঞানের বৈধ বা বিশ্বাসযোগ্য অধিকারী হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে। মিরান্ডা ফ্রিকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধারণাটি দার্শনিক, নারীবাদী জ্ঞানতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ যাঁরা "মাত্রাধিক্য বিশ্বাসযোগ্যতা (credibility excess)" বা 'ঘ-াটতি (ফবভরপরঃ)' এর বিভিন্নতা নিয়ে গবেষণা করেন। একদিকে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তাদেরকে প্রভাবিতও করেছে। পরিচয়ভিত্তিক কুসংস্কারের প্রকারগুলো কীভাবে জ্ঞানের দাবিগুলোর অভ্যর্থনা এবং ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করে সেই পার্থক্যসমূহ। উদাহরণস্বরূপ আদালতে 'বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী' হিসেবে কাকে গণনা করে, তা নির্ভর করে কীভাবে তাদের শ্রেণি, লিঙ্গ, বয়স, সামাজিক অবস্থান এবং নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত পরিচয়কে ধারন করা হয় তার ওপরে, যা প্রায়শই প্রান্তিক বা ঐতিহাসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর করে।

যাহোক, এই অসাম্যগুলো কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞানের অবদানের স্তরে বিদ্যমান নয়। এই অসাম্যগুলো জ্ঞান তৈরির পদ্ধতি, পরিমাপ, মূল্যায়ন এবং বিনিময়ের

>>

অপরিহার্য অংশ; অন্য কথায়, জ্ঞান উৎপাদনের বৈশ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতির অপরিহার্য অংশ। এই অর্থে, প্রশ্নটি কেবল কাকে বৈধ জ্ঞানের অধিকারী হিসেবেই দেখা যায় তা নয়, বরং তারা কী সম্পর্কে জানতে পারে তা নিয়েও দেখা যেতে পারে। একজন সামাজিক তাত্ত্বিক এবং জ্ঞানের সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে, আমি এটিকে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রয়োজক (যারা জানেন) এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়সমূহ (তারা যা সম্পর্কে জানেন) এর মধ্যে সম্পর্ক হিসেবে উল্লেখ করি।

> একাডেমিয়ার মধ্যে সামাজিক অসাম্যের পুনরুৎপাদন

"জ্ঞানমূলক অবস্থান এবং জ্ঞানমূলক অবিচার : একটি আন্তসংযোগমূলক রাজনৈতিক অর্থনীতির অভিমুখে" লেখাটিতে আমি জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থানের ধারণাটি বিকশিত করেছি, কীভাবে জ্ঞানীদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিবেচনাগুলো জ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং তদ্বিপরীত সম্পর্কে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, তা দেখানোর জন্য। একটি সুপরিচিত উদাহরণ হলো যখন মহিলাদের উৎপাদিত জ্ঞানকে 'আবেগময়' বা 'অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলা' হিসেবে দেখা হয়, তখন পুরুষ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ পণ্ডিতদের দ্বারা তৈরি করা জ্ঞানগুলো 'তাত্ত্বিক' বা 'সাধারণ' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। তবে আরও পদ্ধতিগত এবং ছদ্মবেশী রূপ রয়েছে, যেমন উদাহরণস্বরূপ, খেতাবী সমালোচনামূলক জাতিতত্ত্ব বা অন্য যেকোনো ধরনের পরিচয়ভিত্তিক জ্ঞান অনুসন্ধান 'উৎপীড়ন অধ্যয়ন'। আমি এটিকে আবদ্ধ বলি, কারণ এটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নিরপেক্ষ অবদানের পরিবর্তে তাদের বিষয়গুলোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার (বা 'উৎপীড়ন') সঙ্গে আবদ্ধ জ্ঞানের দাবিগুলোকে গঠন করে।

দ্বিতীয় ধরনের অবস্থান বা এখতিয়ার প্রথমটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত : এটি তখনই ঘটে, যখন নির্দিষ্ট ধরনের জ্ঞানীদের অবদান বক্তার পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে কার্যক্ষেত্র বা জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষায়তনিক সভাগুলোতে মহিলারা প্রায়শই 'লিঙ্গ' বা 'নারীবাদী' বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলেন, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ ও সংখ্যালঘু বিশেষজ্ঞরা 'জাতিগত বিষয়ে' কথা বলার জন্য আমন্ত্রিত হন, যা বিষয়গুলোকে জটিল করে তোলে তা হলো অবস্থান নেওয়ার এই প্রকারগুলো প্রায়শই একাডেমিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং স্বীকৃতির নেটওয়ার্কগুলো খোঁজার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কৌশলগতভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তারা একটি কৃত্রিম সীমানাও আরোপ করে, কী সম্পর্কে জানা যায় তা জানার জন্য যাকে দেখা যেতে পারে : যখন সংখ্যালঘু পণ্ডিতদের সাধারণত তাদের পরিচয় বা ঐতিহ্যের একটি উপাদানের উপর বিশেষজ্ঞ হিসেবে তৈরি করা হয়, তখন সাদা এবং 'অচিহ্নিত' পণ্ডিতরা যেকোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারে। এটি তাদের একাডেমিক মূলধনকে উল্লেখযোগ্যভাবে আরও বেশি রূপান্তরযোগ্য করে তোলে : আপনি একটি কার্যক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ হওয়ার থেকে যদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষণ করতে পারেন, তবে আপনি চাকরি পাওয়ার উচ্চতর সুযোগ পাবেন। সীমাবদ্ধতার সঙ্গে মিলিত বিষয়টি হলো উৎপাদকদের পরিচয়ের জন্য জ্ঞানের দাবি হ্রাস করার প্রবণতা, এটি একাডেমিয়ার মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের পুনরুৎপাদনে অবদান রাখে।

> ম্যাথিউ প্রভাব

যাহোক, একাডেমিক পেশায় সাফল্য শুধুমাত্র উপযুক্ত প্রসঙ্গে স্বীকৃত দক্ষতার ফলাফল নয়; এটি প্রায়শই স্বীকৃত হওয়া বা মর্যাদা পাওয়ার সর্বোপরি একটি প্রশ্ন। নারী ও সংখ্যালঘু শিক্ষাবিদরা প্রায়শই অবস্থানের তৃতীয় স্তরটিতে বিচরণ করেন : স্বীকৃতি না পাওয়া যথাযথ উদ্ধৃতি বা কৃতিত্ব দেওয়া ছাড়াই তাদের কাজ ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো এটি 'আত্মসাৎ' এর মতো অধিকতর খারাপ হয়ে যায়, যেখানে কৃতিত্ব অন্য কারও কাছে যায়-এই অন্য কেউ প্রতিনিয়তই পুরুষ, শ্বেতাঙ্গ, জ্যেষ্ঠ এবং সুবিধাপ্রাপ্তরা হয়ে থাকেন। অবশ্যই সমাজবিজ্ঞানে এটি ম্যাথিউ প্রভাব নামে পরিচিত।

'বিজ্ঞানে ম্যাথিউ প্রভাব' ধারণার জন্য সাধারণত রবার্ট মার্টনকে কৃতিত্ব হয় (ম্যাথিউ-এর মত অনুযায়ী বেদ বাক্য অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে : 'কারণ যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে এবং তার প্রাচুর্য থাকবে। কিন্তু যার নেই তার থেকে যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে') এটি ব্যাখ্যা করে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য কৃতিত্ব দেওয়ার প্রবণতা থাকে দলের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ, এবং স্বীকৃত, বিজ্ঞানীর জন্য। ১৯৯৩ সালে মার্গারেট রোসিটার মাটিল্ডা প্রভাব নামে একটি পারিপার্শ্বিক শব্দ চয়ন করেছিলেন, যেটি মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষদের কৃতিত্ব দেওয়ার প্রবণতাকে বোঝায়। কিন্তু কতিপয় সমাজবিজ্ঞানীরা জানেন যে মাটিল্ডা ও ম্যাথিউ প্রভাব উভয়েরই সম্ভাব্য সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হলো ম্যাথিউ প্রভাব।

বিজ্ঞান জার্নালে মারটনের নামে দ্য ম্যাথিউ এফেক্ট ইন সায়েন্স-প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ম্যাথিউ প্রভাবের ধারণাটি মার্টন এবং হ্যারিয়েট জুকারম্যান দ্বারা বিকশিত হয়েছিল, তাদের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের ওপর পরিচালিত গবেষণা ছিল এই লেখার মূল উপাদান।

মার্টন প্রকৃতপক্ষে, ম্যাথু এফেক্টের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মুদ্রণে স্পষ্টভাবে এটি স্বীকার করেছেন, একটি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন যে তিনি "জুকারম্যানের গবেষণার সাক্ষাৎকার এবং অন্যান্য উপকরণগুলো এত পরিমাণ ব্যবহার করেছেন যে, স্পষ্টতই প্রবন্ধটি যৌথ লেখকের অধীনে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল" এবং "বিতরণমূলক ও পরিবর্তনশীল ন্যায়বিচারের পর্যাপ্ত অর্থে একজনকে চিনতে হবে, বিলম্বিত হলেও, যাই হোক না কেন, একটি বৈজ্ঞানিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখার জন্য নিজেকে তার একমাত্র লেখক হিসেবে মনোনীত করার জন্য যথেষ্ট কারণ নয়।" তবুও এই ধারণাটি কীভাবে মনে রাখা হয় তা পরিবর্তন হয় নি : বেশির ভাগ সমাজবিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত, এখনো শব্দটি তৈরি করার জন্য মার্টনকে কৃতিত্ব দেন।

> জ্ঞানমূলক ন্যায়বিচারের শর্তসমূহ

এর থেকে বোঝা যায় যে লেখকের বিলম্বিত দাবিগুলো জ্ঞানমূলক অবিচারের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলো বিপরীত হতে পারে না। নারী ও সংখ্যালঘু শিক্ষাবিদ যাঁরা স্বীকৃতি দাবি করে, তাঁদের প্রায়শই বিরক্তিকর, আক্রমণাত্মক বা ক্ষুদ্র হিসেবে দেখা হয়। সীমাবদ্ধকরণ ও কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ তথ্যসূত্র তালিকা থেকে কাউকে বাদ দিয়ে ন্যায্যতা প্রদান করা সহজ করে তোলে, যদি তাঁদের গবেষণা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বস্তু (বিশ্ববিদ্যালয়, বলুন ক্ষমতার পরিবর্তে) সম্পর্কে হয়ে থাকে বা যদি এটি প্রাথমিকভাবে অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে হয় (পরিবর্তে বলুন, তাত্ত্বিকীকরণ) এবং বিশেষ করে যদি তারা এটি সম্পর্কে নগণ্য হয়।

যেহেতু আমাদের পেশা এবং পঠন তালিকাগুলো বৈচিত্র্যপূর্ণ হচ্ছে, তাই আমাদের কেবল বাদ দেওয়ার প্রবণতার প্রতি মনোযোগী থাকলেই হবে না, নির্দিষ্ট পণ্ডিতদের ও তাঁদের কাজকে কম গুরুত্বপূর্ণ, বৈধ বা প্রযোজ্য হিসেবে অবস্থান করতে হবে। জ্ঞানমূলক ন্যায়বিচারের জন্য জরুরি হলো আমাদের মধ্যে যাঁরা কাজটি করেন এবং তাঁরা যে কাজ করেন তার জন্য যেন কৃতিত্ব পান। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : জানা বেসেভিক <jana.bacevic@gmail.com>

> মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে লাভজনক সংস্থা এবং পরিচর্যা ব্যবস্থার সক্রিয়তা

পেট্রা ইজ্জেদিন, চার্লস ইউনিভার্সিটি প্রাগ, চেক প্রজাতন্ত্র এবং **ক্রিস্টিন ক্রাউস,** অ্যামস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়, নেদারল্যান্ডস

যারা যত্ন নেয় এবং যাদের যত্ন নেয়া প্রয়োজন তাদের উভয়ের জন্য আন্তদেশীয় যত্নের ল্যান্ডসক্যাপ দরকার। কৃতজ্ঞতা: লাইন মোরাত

পরিচর্যা ব্যবস্থার সামগ্রিক বাজারিকরণ, দেশান্তর, লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্কের পরিবর্তন এবং ক্রমবর্ধমান বার্ধক্য জনসংখ্যার কারণে ভিসেগ্রাড দেশগুলোতে (চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি) পরিচর্যা ব্যবস্থার ভূচিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই উন্নয়নগুলো নতুন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করছে এবং পরিচর্যা ব্যবস্থার মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে (স্পা ও পর্যটন খাতে), যা পরিবার এবং রাষ্ট্র উভয়ের ভূমিকাতে প্রভাব বিস্তার করছে।উপরন্তু, নারীদের অন্যত্র বহির্গমনের কারণে উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলোর পরিচর্যা ব্যবস্থার বাজারে ব্যবধান তৈরি হওয়ার দরুন এ ব্যবস্থা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। যদিও অল্পসংখ্যক লোক এর সঙ্গে নিযুক্ত, তবুও পরিচর্যা খাতে বয়স্ক জনসমষ্টি ব্যয়বহুল প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় আশপাশের কম খরচের দেশগুলোয় বিপরীত গমন করছে, যেখানে খাতওয়ারি দুই থেকে তিন তৃতীয়াংশ খরচ কম পড়ে।

আমাদের চলতি গবেষণা প্রকল্প "মধ্য ইউরোপে বহুজাতিক পরিচর্যা ব্যবস্থার ভূচিত্র : বেসরকারিকরণ, বাজারিকরণ ও অধিক্রমণিক তৎপরতা" এবং "*ইউরোপের মধ্যে পরিচর্যার নতুনায়ন অথবা স্থানান্তরকরণ*"-এ আমরা মূলত পরিচর্যাব্যবস্থার তৎপরতায় দুইটি পরস্পর সম্পর্কিত জিনিস লক্ষ করি জার্মানিতে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ থেকে আগত অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের আগমন অল্পসংখ্যক হলেও এটি জার্মান বয়স্ক লোকদের ভিসগ্রাদ দেশগুলোতে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রতীকি ঘটনাস্বরূপ। উভয় ঘটনাই আসলে মুনাফা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত, যাঁরা কর্মজীবী অর্থাৎ অভিবাসী পরিচর্যা কর্মী হতে শ্রম আহরণ করে এবং দুর্বল বয়স্ক লোকদের থেকে অর্থ নিষ্কাশনের নিয়ামক হিসেবে ধরা হয়।

> সামাজিক পুনরুৎপাদন, সামাজিক নাগরিকতা এবং মানবদেহ

সামাজিক পুনরুৎপাদন এবং সামাজিক নাগরিকতায় মানবদেহ একটি কেন্দ্রীয় বিষয় বলে পরিগণিত হলেও, এ বিষয়টি খুব সহজেই উপেক্ষিত হয়। যদিও, এটি একটি প্রাথমিক পর্যায় এবং বিভিন্ন উত্তেজনাময় কার্যাবলি সম্পাদনের জন্যে একটি ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে কাজ করে বলা যায়, যেমন মানবদেহের পরিচর্যার এবং পরিচ্ছন্নতার দরকার আছে, পোশাকে আচ্ছাদিত হবার এবং বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই একজন শ্রমিকের দেহ কর্মোক্ষম রাখার জন্যে, অন্যান্য সংস্থাগুলোর এসব পরিষেবা প্রদান করতে হয়।

সামাজিক পুনরুৎপাদন শব্দটি মার্ক্সপন্থি নারীবাদীদের কর্তৃক বিকশিত হয়েছে, যা দ্বারা মূলত সমাজকে মেরামত, তদারকি এবং সামাজিক দৈনন্দিন জীবনযাপন বজায় রাখাসহ সামাজিক সম্পর্কগুলো টিকিয়ে রাখা এবং সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যেসব ছোট ছোট কাজ করা হয় যেগুলো আদতে খালি চোখে প্রতীয়মান হয় না, সেসব কার্যাবলিকে বোঝানো হয়। তদ্রুপ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সামাজিক নাগরিকতা দ্বারা সামাজিক সুরক্ষা এবং শিক্ষার অধিকারকে বোঝায়, যা একজন মানুষকে সামাজিক, স্বাস্থ্যবান এবং সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

অতঃপর বলা যায়, এভাবে সামাজিক পুনরুৎপাদন এবং নাগরিকতা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক অবকাঠামোগুলোর পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে ব্যবস্থাগুলোকে জীবন্ত এবং উপযুক্ত করে রাখার জন্যে উভয়ই অংশগ্রহণ করে, এমনকি পরিচর্যার ক্ষেত্রেও তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

যখন এ দুটি নিয়ামকের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে, তখন সামাজিক পুনরুৎপাদনের একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, যেমনটি ঘটে থাকে যখন সমাজের বয়স্ক শ্রেণির লোকেরা পরিচর্যার জন্যে অন্যত্র স্থানান্তরিত হোন। ফলশ্রুতিতে সামাজিক নাগরিকতার স্থানান্তরও দেখা যায়। ইউরোপে সামাজিক পরিচর্যা ব্যবস্থার সক্রিয়তা বোঝার লক্ষ্যে আমরা সামাজিক পুনরুৎপাদন এবং সামাজিক নাগরিকতা উভয়কে বিশ্লেষণাত্মক উপাদান হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

> সিইইতে পরিচর্যা ব্যবস্থার সক্রিয়তার ভূচিত্র

মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে পরিচর্যার আউটসোর্সিংয়ের জন্যে ব্যক্তিগত পরিচর্যা ব্যবস্থাপনার অবকাঠামোগুলোর উদ্ভব বস্তুত অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে শ্রম অভিবাসনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

উদাহরণস্বরূপ, পোলিশ অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের মধ্যে যাঁরা জার্মানিতে কাজ করেছেন তাঁরা এখন পোল্যান্ডে ব্যক্তিগত কেয়ার হোমের প্রতিষ্ঠাতাদের

>>

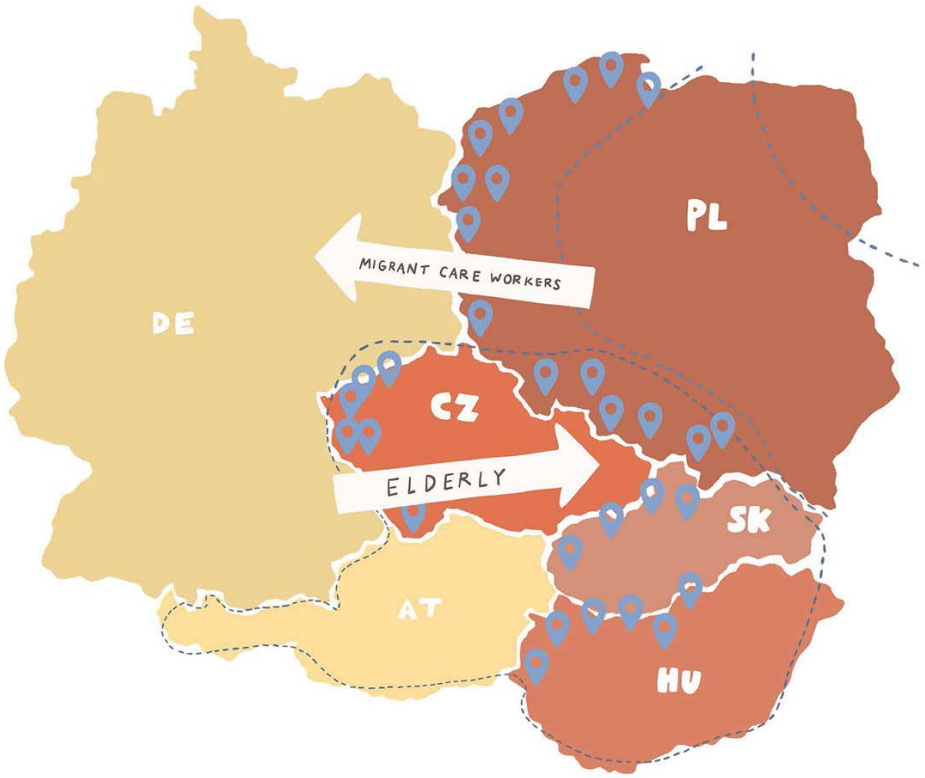

ইউরোপে যত্ন স্থানান্তরের প্রক্রিয়া।
কৃতজ্ঞতা:রেলোকেয়ার.

মধ্যে অন্যতম এবং তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা এবং ভাষার দক্ষতার কারণে কর্মী হিসেবেও তাঁদের চাহিদা রয়েছে। নিয়োগ এজেন্সিগুলো পরিবারগুলোর জন্য মধ্যবর্তী পরিষেবা প্রদান করে তাদেরকে ওই অঞ্চলের কেয়ার হোমের সঙ্গে সংযুক্ত করছে। অধিকন্তু ভিসেগ্রাড দেশগুলোর ব্যক্তিগত কেয়ার হোমে বয়স্করা প্রায়ই এমন সন্তানের পিতামাতা হয় যাঁরা কাজের জন্য অন্য দেশে চলে গেছে, যাতে তাঁরা বাড়িতে ফিরে তাঁদের মা-বাবার সেবা করার জন্য যথেষ্ট উপার্জন করতে পারেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে বয়স্করা নিজেরাই একসময় অভিবাসী ছিলেন, যাঁরা অস্ট্রিয়া বা জার্মানিতে তাঁদের কর্মজীবন কাটিয়েছেন এবং এই দেশগুলো থেকে বিমা সুবিধা অর্জন করেছেন, যাতে বৃদ্ধ বয়সে নিজের যত্ন নিতে পারেন। এই ঘটনাগুলো ইউরোপীয় কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোতে সামাজিক নাগরিকত্বের প্রশ্নে জটিলতা সৃষ্টি করে।

ভিসেগ্রাড দেশগুলোতে ব্যক্তিগত পরিচর্যা সুবিধার উত্থান কেয়ার পরিচর্যাব্যবস্থা ক্ষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেটি দেশান্তরের কারণে সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয় এবং আমাদের গবেষণায় একটি উদাহরণ দ্বারা এটি বোঝানো হয়েছে। চেক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে জার্মানি থেকে মাত্র ২ কিমি দূরে অবস্থিত একটি কেয়ার হোমে, জার্মান এবং চেক প্রবীণ নাগরিকদের একসঙ্গে দেখাশোনা করা হয়। যাহোক, চেক পরিচর্যা কর্মীরা তাঁদের দেখাশোনা করে না, কারণ তাঁরা ভালো বেতনযুক্ত পরিচর্যা কাজের জন্য জার্মানিতে চেক বাজার উন্মুক্ত করে দিয়েছে; ইউক্রেন ও মলদোভা থেকে আসা অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদেরকে এই চাকরিতে নেওয়া হয়।

পরিচর্যা ব্যবস্থার সক্রিয়তার অধিক্রমণের আরেকটি ঘটনা রবার্টোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, যিনি স্ট্রোক করেছিলেন এবং তিনি আর নিজের মতো বাঁচতে পারেননি। তাঁর সন্তানেরা জার্মানিতে কেয়ার হোমের খরচ বহন করতে পারেনি, বরং তারা তাঁকে পোল্যান্ডের একটি কেয়ার হোমে নিয়ে যায় যেটি জার্মানি থেকে বয়স্কদের জন্য পরিষেবার প্রচার করে। রবার্টো মূলত জার্মানির বাসিন্দা ছিলেন না। ইতালি থেকে তিনি একজন তরুণ 'অতিথি কর্মী' হিসেবে সেখানে চলে এসেছিলেন, বসবাস করেছিলেন, সেখানে তাঁর একটি পরিবার ছিল এবং তিনি সেখানে বৃদ্ধ হয়েছিলেন। অন্যান্য জার্মান পরিবারের মতো তাঁর সন্তানেরাও এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল যে পরিচর্যা ব্যবস্থায় কী করতে হবে, যা বাধ্যতামূলক পরিচর্যা বিমার ওপর নির্ভর করে এবং যা পেনশন ও পারিবারিক তহবিল থেকে মিটিয়ে দিতে হয়। পোলিশ কেয়ার হোমে, রবার্টো তাঁর অপরিণত জার্মান ভাষার জ্ঞান ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন এবং পলা নামে একজন বয়স্ক পোলিশ মহিলা মাঝে মাঝে তাঁর জন্য অনুবাদ করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম পোল্যান্ডের একটি (পূর্বের জার্মান) এলাকায় বড় হয়েছেন এবং উভয় ভাষায় কথা বলতেন। পোল্যান্ডের একটি ব্যক্তিগত কেয়ার হোমে একসঙ্গে এই দুই বয়স্ক নাগরিকের আসা। বর্তমান ইউরোপে সামাজিক পুনরুৎপাদনে এবং নাগরিকত্বেও জটিলতার একটি উদাহরণ তৈরি করে। এটি প্রমাণ করে যে বর্তমান অভিবাসন আন্দোলনের পাশাপাশি, সীমানা পরিবর্তন এবং ঐতিহাসিকভাবে ভূমি দখলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটি ভূমিকা পালন করে চলেছে।

> উপসংহার

মধ্য ইউরোপের বহুজাতিক পরিচর্যা স্থাপনাগুলো বা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচর্যা প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয় সংস্থা থেকে মুনাফা অর্জন করে। দুটি আন্তঃসম্পর্কিত ঘটনার প্রতিফলনের মাধ্যমে আমরা এই অঞ্চলে স্থানীয় ও বহুজাতিক সামাজিক মেলামেশা ও পুনরুৎপাদনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে পারি : (১) পরিচর্যা কর্মীদের (মহিলা) দেশান্তরের কারণে পরিচর্যার আন্তঃজাতীয়করণ, যার ফলে তাদের নিজ দেশে একটি পরিচর্যা ব্যবস্থার ব্যবধান তৈরি হয়; (২) পরিচর্যা ব্যবস্থার বহিরাগতকরণের বিপরীত ঘটনা, যা পরিধি ও আকারে অনেক ছোট হলেও এবং এর মাধ্যমে বয়স্কদের এমন জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে পরিচর্যার খরচ স্বদেশের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। উভয় ঘটনাই ইউরোপীয় সামাজিক নাগরিকত্ব ও পরিচর্যা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, অধিকার এবং সামাজিক পুনরুৎপাদন সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আমাদের যুক্তি হলো ইউরোপ এবং এর অসম সমৃদ্ধ ভৌগলিকতায় সামাজিক প্রজনন ও সামাজিক নাগরিকত্বের সংকটে মানব শরীর কীভাবে জড়িত, কিন্তু উপেক্ষিত পরিচর্যা ব্যবস্থার সক্রিয়তা সেটি ব্যাখ্যা করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
পেট্রা ইজ্জেদিন <Petra.Ezzeddine@fhs.cuni.cz>
ক্রিস্টিন ক্রাউস <k.krause@uva.nl>

> গার্হস্থ্য পরিচর্যা ব্যবসা : শ্রীলঙ্কা-সৌদি বাজার

ওয়াসানা হান্দাপাঙ্গোদা, জোহানেস কেপলার ইউনিভার্সিটি, লিঞ্জ, অস্ট্রিয়া

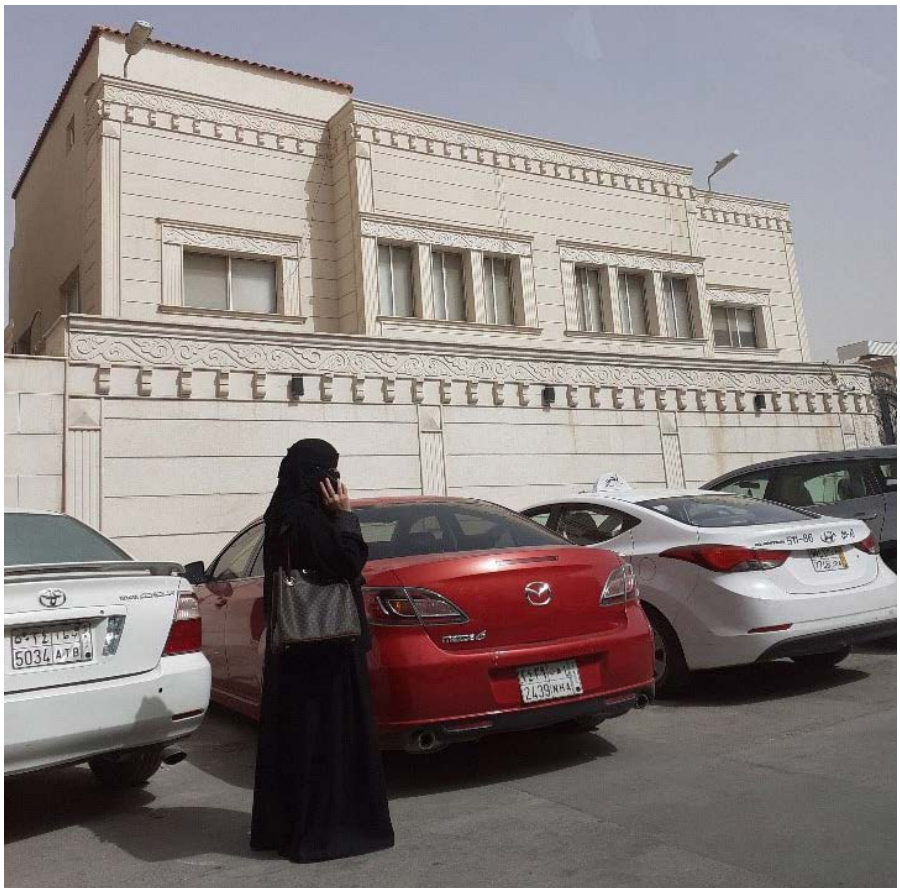

একজন সৌদি নিয়োগকর্তা। কৃতজ্ঞতা: ওয়াসানা হান্দাপাঙ্গোদা।

১৯৮০ দশকের প্রারম্ভে উচ্চহারে শ্রীলঙ্কান মহিলারা গৃহকর্মী হিসেবে দেশান্তরিত হয়েছে তেলসমৃদ্ধ আরব উপসাগরের দেশসমূহে। বিশ্বায়নের যুগে, ক্রমান্বয়ে ১৯৭৩ সালে আরব দেশসমূহে উত্তোলিত তেলের প্রাচুর্যতা এবং ১৯৭৭ সালে শ্রীলঙ্কার মুক্তবাজার অর্থনীতির সংস্কার এই দুই কারণে গৃহকর্মীদের চাহিদা ও যোগান সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমান বিশ্ববাজারে গৃহকর্মীর যোগান শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। আরব উপসাগরীয় দেশসমূহের মধ্যে যারা গৃহকর্মীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে, সৌদি আরব এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং তারা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে পারস্পরিক লাভজনক ও দীর্ঘস্থায়ী গৃহকর্মী বিনিময় চুক্তি করে বিশ্ববাজারে গৃহস্থের কাজসমূহে কর্মী যোগান দিয়ে যাচ্ছে। এভাবে বর্তমানে গৃহকর্মী দ্বারা আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের অন্যতম যোগানদাতা দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা গৃহশ্রমিকের পাঠানো অর্থ অর্থাৎ রেমিট্যান্স বা উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে কমিশন সংগ্রহ করে থাকে।

আদম ব্যবসায়, বেসরকারি অভিপ্রয়াণ দালালরা (প্রাইভেট মাইগ্রেশন ব্রোকার) একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। শ্রীলঙ্কার বেশিরভাগ মহিলারা উপসাগরীয় অঞ্চলে বেতনভুক্ত গৃহস্থালির কাজ খুঁজে পেতে তাদের সহায়তা চায়। এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি শ্রমের বৈশ্বিক রাজনৈতিক, অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শ্রীলঙ্কা-সৌদি আরবের শ্রমবাজারে বেসরকারি অভিপ্রয়াণ দালাল কর্তৃক গার্হস্থ্য আদম ব্যবসার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরে, যা যথাক্রমে ২০১৯ ও ২০২০ সালে শ্রীলঙ্কা ও সৌদি আরবে মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

> অভিপ্রয়াণকৃত গৃহকর্মীদের (মাইগ্রেন্ট ডমেস্টিক ওয়ার্কারস) দালালি প্রক্রিয়া :

শ্রীলঙ্কা-সৌদি অভিপ্রয়াণ মহলে গার্হস্থ্য শ্রমের প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া শ্রীলঙ্কা ও সৌদি আরব উভয় দেশের বেসরকারি অভিপ্রয়াণ দালালদের অন্তর্ভুক্ত করে, যাঁরা শ্রীলঙ্কার অভিপ্রয়াণ গৃহকর্মী এবং গার্হস্থ্য-সেবা বাজারজাতকরণের সঙ্গে জড়িত সৌদি কর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করেন।

>>

যেহেতু বেসরকারি নিয়োগ সংস্থাগুলোকে সরকার তত্ত্বাবধান করে, অতএব আলোচিত এই পিএইমবি শ্রীলঙ্কায় (লোকাল এজেন্টস) এবং সৌদি আরবে (ফরেইন এজেন্টস) বিভিন্ন উপায়ে অভিবাসী গৃহকর্মীদের কাজ প্রাপ্তিকে নিশ্চিত ও সহজ করে। সেখানে শ্রীলঙ্কান এই গৃহকর্মীদের নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু হয় সৌদি নিয়োগকর্তাদের "জব অর্ডার" নামক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। বিজ্ঞপ্তিটি ফরেইন এজেন্ট সৌদি আরবে অবস্থিত শ্রীলঙ্কান মিশন থেকে অনুমোদন নিয়ে তা লোকাল এজেন্টের কাছে পাঠায়। মূলত অর্ডারটি শ্রীলঙ্কান ব্যুরো অব ফরেইন এমপ্লয়মেন্ট থেকে লোকাল এজেন্ট সংগ্রহ করে। এরপর কর্মী বাছাইয়ে মাঠে নেমে যায়। বাছাই প্রক্রিয়ায় যেসব কর্মী নিয়োগ শর্তাবলি যেমন বেতন, বয়স, অভিজ্ঞতা, আরবি ভাষায় দক্ষতা কিংবা ধর্ম (মুসলিম/অমুসলিম) প্রভৃতি পূরণ করে, তাঁদের বাছাই করা হয়। এ অভিবাসী গৃহকর্মীদের খুঁজতে শ্রীলঙ্কার গ্রাম-শহরের আর্থিক ক্ষুদ্র সংস্থা বা সাব-এজেন্টরা বড় ভূমিকা রাখে। শহরভিত্তিক লোকাল এজেন্টের সঙ্গে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা শহর বা গ্রাম থেকে সত্যিকার অভিবাসী গৃহকর্মীদের সন্ধান পেতে কার্যকর ভূমিকা নেয়।

নির্বাচিত প্রার্থীদের আবেদনগুলো তারপর ফরেইন এজেন্টের নিকট পাঠানো হয়, সেখান থেকে নিয়োগকর্তা শর্তাবলির বিবেচনায় যাঁরা সর্বাধিক উপযুক্ত তাঁদের বেছে নেন। নিয়োগকর্তাদের নিশ্চিতকরণের পর লোকাল এজেন্ট সেই অভিবাসী গৃহকর্মীকে শ্রীলঙ্কান ব্যুরো অব ফরেইন এমপ্লয়মেন্টের অনুমোদন নিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি পাসপোর্ট, ভিসা, চিকিৎসা, ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট এবং দুই বছরের কাজের চুক্তিসহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস পেতে সাহায্য করে। লোকাল এজেন্ট অভিবাসীর বিমানভাড়া, ব্যক্তিগত কমিশন, এজেন্সি ফিসহ সব নিয়োগের খরচ বহন করে। অবশেষে অভিবাসী সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর ফরেইন এজেন্ট তাকে বিমানবন্দরে গ্রহণ করে এবং নিয়োগকর্তাকে অর্পণ করে। চুক্তির সময় লোকাল এজেন্ট ও ফরেইন এজেন্ট উভয়ই অভিবাসীকে প্রয়োজনীয় ফলো-আপ সেবা প্রদান করবে। যেমন নিয়োগকর্তা তাঁর সাথে খারাপ আচরণ করলে তাতে হস্তক্ষেপ করা।

মজার বিষয় হলো বেতনভুক্ত গৃহশ্রমের এই বেসরকারি ব্যবস্থা সস্তা নয়। এটির জন প্রতি ৩৫০০ ডলারের স্থানীয় এজেন্সি ফির সমান। এই স্থানীয় এজেন্সি ফি এফএ বহন করে, যারা কর্মীদের কর্তৃক প্রদত্ত এজেন্সি ফি থেকে এটি পুনরুদ্ধার করে, যা ৫৫০০ ডলার থেকে ৬৫০০ ডলার এর সমতুল্য। বয়স, অভিজ্ঞতা, ধর্ম, ভাষাগত দক্ষতা এবং রেফারেন্সের মতো বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে এজেন্সি ফি পরিবর্তিত হতে পারে, যা পরিচর্যার মার্কেটে তার 'মূল্য' নির্ধারণ করে।

> বেসরকারি অভিবাসন দালাল : সুবিধাদাতা নাকি বিপন্নকারী?

এসএলএমডিবিও'র অভিজ্ঞতা ও অভিবাসনের ফলাফলগুলো মূলত স্থানীয় এবং বিদেশী উভয়ক্ষেত্রে এমডবিও এর ওপর নির্ভরশীল। যারা এসএলএমডিববিওদের বিদেশ যাত্রার সক্ষমতা হিসাবে তাদের একটি কৌশলগত সম্পদ প্রদান করে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। এতে বলা হয়েছে, অভিবাসী গৃহকর্মের হাইপারপ্রেকারাইজেশন না হলে, এসএলএমডিডবিও পূর্বনির্ধারণে একটি ভূমিকা পালন করে, এই শর্তে যে এমডিডবিউ -এর সিংহভাগ ইতিমধ্যেই পূর্বনির্ধারিত, উন্নত স্থানীয় পটভূমি থেকে উদ্ভূত। প্রায়ই কাঠামোগত পরিস্থিতি তৈরির জন্য দায়ী, যা গতিশীলতার সার্কিটে এমডিডবিও এর জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। প্রাথমিকভাবে অতিরিক্ত মূল্যের এজেন্সি ফি, বিভ্রান্তি এবং ফলো-আপ পরিষেবার অভাবের ক্ষেত্রে। এর মধ্যে এজেন্সি ফি প্রায়ই অত্যধিক ও অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়। স্পষ্টভাবে চুক্তিবদ্ধ বা বন্ডেড শ্রমের পরিস্থিতি তৈরির সঙ্গে যুক্ত। প্রদত্ত যে এজেন্সি ফি কষ্টসাধ্য ও নিয়োগকর্তার দ্বারা বহন করা হয়, এসএলএমডি-এর জন্য এটি তাদের নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে চুক্তির সম্পর্ককে প্ররোচিত করে এবং এর ফলে সৌদি আরব বাড়তি কাজের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পিএমবি হলো শ্রীলঙ্কা-সৌদি ট্রান্সন্যাশনাল পরিচর্যার মার্কেটে একটি প্রয়োজনীয় কিন্তু অশুভ চক্র। এমডিডবিও এর জন্য, সেগুলো পরিবর্তনশীল গতিপথ ও আর্থ-সামাজিক গতিশীলতার আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করার মূল চাবিকাঠি। একইভাবে তারা আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বাহক হিসেবে কেয়ার চেইনের উভয় পক্ষের হয়েই কাজ করে। সর্বোপরি, পিএমবি হলো শ্রীলঙ্কা-সৌদি অভিবাসন করিডোরের এক ধরনের বাস্তবতা।

> উপসংহার :

শ্রীলঙ্কা-সৌদি 'গার্হস্থ্য পরিচর্যা ব্যবসা' সামাজিক পুনরুৎপাদনশীলতার পুঁজিবাদী বাজারে অনুপ্রবেশ করে এবং এর ফলে ঘটে যাওয়া অনিয়মের একটি আদর্শ উদাহরণ। নিওলিবারাল বিশ্বায়নের একটি প্ল্যাটফর্মের, পিএমবি'রা ক্রমবর্ধমানভাবে গার্হস্থ্য কাজকে একটি পছন্দসই পণ্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছে, আর এভাবে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং অতি-অনিশ্চয়তার বিরোধপূর্ণ আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছে। এই অর্থে, পুনরুৎপাদনশীলতার জগতে দালালিকৃত অভিবাসী গার্হস্থ্য পরিচারিকা প্রেরণ, উপকরণের অনুপ্রবেশের প্রাপ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে; তবুও, এটি একই সঙ্গে পরিচর্যা অর্থনীতিতে পুনরুৎপাদনশীলতার এবং উৎপাদনশীলতার মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা উন্মোচন করে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ওয়াসানা হান্দাপাঙ্গোদা <wasana.handapangoda@jku.at>

১। এটি অস্ট্রিয়ান সায়েন্স ফান্ড (এফডব্লিউএফ), প্রজেক্ট এম-২৭২৪-জি, লিসে-মেইটার-গ্রান্ট, সময়কাল ১১/২০১৯ থেকে ১০/২০২০ দ্বারা অর্থায়িত, আদর্শ অভিবাসী বিষয়: বিশ্বায়নে ডোমেস্টিক সার্ভিসের উপর আঁকে। আবেদনকারী/প্রধান: ড. ওয়াসানা হান্দাপাঙ্গোদা এবং সহ-আবেদনকারী/পরামর্শদাতা: প্রফেসর ড. ব্রিজিট অলেনবাচার, জোহানেস কেপলার ইউনিভার্সিটি লিঞ্জ, সমাজবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, সমাজ ও সামাজিক বিশ্লেষণের তত্ত্ব বিভাগের জন্য।